বৈদ্য।



শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনগুপ্ত
ধর্ম্মভূষণ বি, এল প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

গৌহাটী, আসাম হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৪ সাল।

উৎসর্গপত্র।

যেই

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজনগরাধিপ রাজবল্লভ সেন গুপ্ত

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, কিরীট কোন

স্বর্গারোহণ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া

প্রভূত পুণ্য কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন,

তাঁহার পবিত্র নামে তদীয় অকিঞ্চন

অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র কর্ত্তৃক

এই বৈদ্য পুস্তিকা আন্তরিক

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ
১	২২	চৈতন্য চরিতামৃত	চৈতন্য চরিতামৃত (উমেশ বিদ্যারত্ন জাতিতত্ত্ব বারিধি হইতে উদ্ধৃত)
২	২৯	কাতন্দ্র	কাতন্ত্র
৪	৬	জন্মুর্লব্ধা	জন্মুর্লব্ধা
৭	২১	মতে	মতের
৯	১২	শব্দ কল্লদ্রুম	শব্দকল্পদ্রুম
৯	১৪	টীকারাং	টীকায়াং
১০	৮	ব্যাস্যা সং	ব্যাস সং
১৪	২	য়াজ নগবে	রাজনগরে
১৫	১২	আবিস্কৃত	আবিষ্কৃত
১৭	১৮	তনাস্তিক	ত ন্যান্তিক
১৭	২৫	তিক্ষাচর্য্যায়	ভিক্ষাচর্য্যায়
১৮	৫	করিতেছ	করিতেছি
২২	১২	দিবেদোাস	দিবোদাস
২৫	৯	বল্লাল	বল্লাল
২৯	১৭	আয়ুর্ব্বেদ	আয়ুর্ব্বেদ
৩১	১৯	২৮ ক	২২ পৃষ্ঠা
৩২	২০	শব্দেত্র	শব্দের

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধপাঠ	শুদ্ধ
৩৩	১	হরনাথ	হরিনাথ
৩৭	১৫	চতুর্ব্বেবেদের	চতুর্ব্বেদের
৪৫	৯	বিধিধ	বিবিধ
৪৫	১৫	বেদেপের	বোপদেবের
৪৬	৪	স্কন্ধা	স্কন্ধা
৪৭	২০	Know	Known
৪৮	১৩	ছিলেনা	ছিলেন না
৪৮	১৪	উপরে	উপরের
৫৪	১৮	বলিতেছে	বলিতেছেন
৬৫	১৯	বক্ষমান	বক্ষ্যমান
৬৯	২২	ব্রাহ্মণত্বর	ব্রাহ্মণত্বের
৭২	২১	পূর্ব্বলেত্তী	পূর্ব্ববর্ত্তী
৭২	২৫	বনে	বচনে
৮০	১৬	অনুন	অনুশাসন
৮৬	১৮	করিয়াছে	করিয়াছেন
১১১	১৬	পাণ্ডা	পাণ্ডা
১১১	১৮	২ গোত্র	৩ গোত্র (২)
১২৭	১৫	বৃদ্ধি	বুদ্ধি
১৩৮	৮	পরাণেষু	পরায়ণেষু
১৪২	১৬	সুধাশুকুমার	সুধাংশুকুমার
১৪৩	১০	ভট্টিককাব্যের	ভট্টিকাব্যের

ভূমিকা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে আচার অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন তাহা ভ্রষ্টাচার নহে, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ কোন ভ্রষ্ট পথ অবলম্বন করেন নাই এবং তাঁহাদের স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটে নাই।

পুরুষ পরম্পরাগত পঞ্চদশাহাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া অশুদ্ধ-অবস্থায় একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হয়। শ্রাদ্ধের যাহা উদ্দেশ্য—পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচন—তাহা অশৌচকাল মধ্যে সম্পন্ন কার্য্য দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ; অম্বষ্ঠ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বৈদ্য জাতি নাই। অমর কোষের টীকাকার প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ পণ্ডিত ভরত মল্লিকও বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ একার্থ বোধক বলিয়াছেন:—অয়ং চিকিৎসা-বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। বৈদ্যগণের জাতীয় ব্যবসায় যে চিকিৎসা, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। আমরা ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। (কিন্তু) ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসা বৃত্তি কোনও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা ব্রাহ্মণগণ হেয় হইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। ভগবান্ মনু চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে দেবল ব্রাহ্মণের এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা বৃত্তি নিন্দনীয়, কিন্তু অম্বষ্ঠের পক্ষে নহে; কারণ তাহা তাঁহাদিগের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি। আজিও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ হিন্দু নরনারী অন্তিমে সদ্গতি লাভের বাসনায় মৃত্যু সময় জাত-বৈদ্যের ঔষধ সেবনের জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈদ্যগণ মনু কথিত দ্বিজাতি ও দ্বিজধর্ম্মী

কিন্তু তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, ইহাই চির প্রসিদ্ধি ও সর্ব্ব শাস্ত্র প্রতিপাদিত সত্য। তাহাদের সংস্কার মাতৃবৎ অর্থাৎ বৈশ্যানুরূপ, ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারানুমোদিত। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নাই। সমাজে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান রহিয়াছে। শাস্ত্র, (সম্মানে) সমাজে আমাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উপরে ও ব্রাহ্মণের নীচে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥ (বৃদ্ধ হারীত)

(সম্মানে) ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্তের পরেই বৈদ্য, তারপর ক্ষত্রিয় এবং তারপর বৈশ্যের প্রাধান্য। (বিশেষ ব্যাখ্যা গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য)।

পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ (চিকিৎসক ব্রাহ্মণ) খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব সংস্থাপনের প্রচেষ্টা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বঙ্গদেশে বৈদ্যগণের সমাজে যে স্থান আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসক ব্রাহ্মণের চেয়ে পদবী লাভ করা বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয় নহে। স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ বৈদ্যগণ পুরুষ পরম্পরানুগত পথকে পরিত্যাগ করিতে কখনও সাহসী হইতে পারেন না।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

যেখানে কোন প্রকার মতদ্বৈধের কারণ প্রদর্শিত হয় তথায় পিতৃ পিতামহের অনুশীলিত পথই অবলম্বনীয় - ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত।

গৌহাটি, কামরূপ।
৯ই ভাদ্র, ১৩৩৩।

শ্রীকালীচরণ সেন (গুপ্ত)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই সংস্করণে অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত এবং প্রথম সংস্করণে যাহা সংক্ষিপ্ত ছিল তাহার বিস্তার করা হইয়াছে।

বৈদ্যগণ মাত্র ৫০।৬০ বৎসর হইতে গুপ্ত পদবী গ্রহণ করিতেছেন এ কথা যে মিথ্যা, তাহা দেখাইবার জন্য মহারাজ রাজবল্লভের দান পত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। এই দান পত্রে তিনি বাং ১১৬৫ সনে স্বহস্তে **শ্রীরাজবল্লভ সেন গুপ্তস্য** লিখিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের অশেষ শাস্ত্রদর্শী যশস্বী ৺ভগবানচন্দ্র দাস গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় ঢাকা নগরীতে বহু কাল সুখ্যাতির সহিত কবিরাজি করিয়া বিগত ১৩২২ সনে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মাধব নিদানের মনোরমা টীকাতে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন "**শ্রীরূপচন্দ্র দাস গুপ্তাত্মজ শ্রীভগবানচন্দ্র দাস গুপ্ত কৃতায়াং মনোরমা পঞ্জিকায়াং।**" ইহা দ্বারাও, আমরা ৫০।৬০ বৎসর মাত্র গুপ্ত লিখিতেছি—এই অসার উক্তি নিরাকৃত হইতেছে।

১৯০১ সনে রিজলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ভারতবর্ষের যে সেনসাস্ হয় তাহাতে বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট লেখেন তাহার কিয়দংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন বৈদ্য, অম্বষ্ঠ, ভিষক্, চিকিৎসক একটী সুপ্রসিদ্ধ ও বিশেষ সম্মানিত জাতি **কেবল** বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

---

(১) Baidya, Ambastha, Bhisok, Chikit-Shak, a well-known and highly respected caste, found ONLY in Bengal proper, whose features and complexion seem to warrant their claim to tolerably pure aryan descent. Census of India Vol. 1. By H. H. Risley I. C. S, C. I. E published in 1903.

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি কিরূপে লোপ পাইয়াছে তাহা আমি গ্রন্থ মধ্যে দেখাইয়াছি। এজন্যই তথায় সকল জাতীয় লোকই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছে।

ঐ সময় ব্রাহ্মণের নীচে বৈদ্য কি কায়স্থের দ্বিতীয় স্থান হইবে তাহা নিয়া বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে বিবাদ হয়। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের দাবী বা রাজা গণেশের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় নাই। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

রিজলী সাহেবের রিপোর্ট পাঠে তখনকার বিচার্য্য বিষয় বলিয়া নিম্নলিখিত মত মীমাংসিত হয়।

১। বৈদ্যগণ মনুকথিত অম্বষ্ঠ ও অনুলোমজাতবর্ণ।

২। বৈদ্যগণ দেশভেদে (১) রাঢ় (২) বঙ্গ (৩) বরেন্দ্র ও (৪) পঞ্চ-কোট এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাহারা অন্য জাতি সহ যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন না।

৩। বৈদ্য বংশীয় রাজগণ ১০১০—১২০০ খৃঃ মধ্যে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তাহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেন নীচ জাতীয়া কন্যা পদ্মাবতীকে গ্রহণ করায় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন সহ বিরোধ হয়। তদবধি কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা লোপ পায় এবং বৈদ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন—(১) যাহারা পৈতা ত্যাগ করিয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করেন (২) যাহারা পৈতা রক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ পনর দিন অশৌচ পালন করিতে থাকেন।

৪। এই বিভাগের পূর্ব্বে সকল বৈদ্যই এক শ্রেণীভুক্ত ছিল; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইত কারণ তাঁহারা মর্য্যাদায় সকলেই তুল্য ছিলেন এবং সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও **বৈশ্যের** জাত্যুক্ত অশৌচ পালন করিতেন।

তিনি লিখিয়াছেন :—Before this time IT IS SAID all Baidyas formed a single group, the members of which inter-married with one another, as all were equal in rank. All wore the thread and observed the term of mourning characteristic of the VAISYAS.

তিনি বলিয়াছেন—IT IS SAID—তাঁহার নিকট এইরূপ উক্ত হইয়াছিল। বৈদ্যগণের অন্য কোন প্রসঙ্গ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই তিনি উল্লেখ করিতেন।

৫। বৈদ্যগণের ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইত।

৬। বৈদ্যগণের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা ছিল।

৭। সমাজে বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণের নীচে ও কায়স্থের উপরে। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের দাবীর সত্যতা থাকিলে সে সময় তাহার উল্লেখ হইত। এতদ্বারাও বর্ত্তমান আন্দোলনের অসারত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে বর্ত্তমান আন্দোলনকারিগণের মধ্যে অনেকেই সে সময় জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, তাঁহারা ১৯০১ সন পর্য্যন্ত বৈদ্যগণ যে "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ", তাহা জানিতেন না।

একদল কহিতেছেন, আমরা এখন যদি ব্রাহ্মণ না হই তাহা হইলে পিছাইয়া পড়িব, যেহেতু কায়স্থগণ এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেছে। এটা একটা হাসির কথা, অন্য জাতির দৃষ্টান্তে নিজের জাতি বদলাইয়া আমাদিগকে উহাদের পিছনে পিছনে দৌড়াইতে হইবে! ইহা দ্বারা আমাদের সমাজে সম্মান বাড়িবে কি?

বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণকবিরাজ সাজিলে তাহাদিগকে অতি গ্লানিকর অবস্থায় আসিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কবিরাজ সমাজে হেয় ছিলেন বলিয়াই "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ" কথা প্রচলিত রহিয়াছে।

শাস্ত্রও বলিতেছেন—

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ অত্রি সং

মেষ ব্যবসায়ী, চিত্রকর, বৈদ্য ও নক্ষত্রজীবী এই চারি প্রকার বিপ্র বৃহস্পতির সমান পণ্ডিত হইলেও পূজ্য নহে।

সেনহাটীর "বৈদ্য ব্রাহ্মণ"গণের সম্মেলনে বিগত ৮ই অক্টোবর তারিখে সভাপতি চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বৈদ্যের শর্ম্মা উপাধির পোষকতায় নিম্নলিখিত মত বলিয়াছেন :—

"বৈদ্য মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের বহু তাম্রলিপি আছে। তন্মধ্যে একখানির শেষ সামান্যাংশই উদ্ধৃত করা হইল। * * * ধর্ম্মরাজ রামরাঘব তুল্য অশেষ বিজয় লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাং কুলীন-বন্ধু নিবাসঃ সর্ব্বধর্ম্মদেব বিপ্রানাঞ্চ লক্ষ্মণসেন দেব শর্ম্মা সুব্রাহ্মণঃ। এই তাম্রলিপিখানি পাবনা জেলার জঙ্গলাকীর্ণস্থান হইতে তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেব শর্ম্মা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।"

এই তাম্র শাসনখানি জেলা পাবনা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও ষ্টেশন রায়গঞ্জের অধীন মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামক একজন বুনা, মৃত্তিকার নীচে প্রাপ্ত হয়। সিরাজগঞ্জের মুন্সেফী কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার তাম্রশাসনখানি ঐ রঘুনাথের নিকট হইতে লইয়া তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য সিরাজগঞ্জের কবিরাজ ৺গোপীচন্দ্র সেনকে প্রদান করেন। দুর্গানাথ তালুকদার গোপীচন্দ্র সেনের পাঠ দৃষ্টে বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি নিজে পাঠোদ্ধার করেন নাই। ইহার পরে এই তাম্রশাসন এসিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ১৯০৯ সনের Vol. V No. 11. জারনালে মুদ্রিত করেন। তাহাতে লক্ষ্মণসেনের ব্রাহ্মণত্ব বোধক কোন শব্দ

নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্ধৃত ফলক এতৎসহ মুদ্রিত হইল। এই ফলক সম্বন্ধে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন—

"The engraving is well executed, but unfortunately badly corroded state of the plate, at its lower extremities, on both sides renders complete decipherment of those portions impossible. The characters belong to the Northern class of alphabets, and may be specified as the twelfth century Bengali, well-known from the Deopara inscription of Vijayasena and the grants of Laksman sena and Visvarupa Sena."

পাবনার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরীও ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও উক্তরূপ কোন পাঠ নাই। ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বল্লাল মোহ-মুদ্গর গ্রন্থে এই ফলক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাধাই নগরের পাঠোদ্ধার গোপীমোহন সেন মহাশয় যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই বৃথা কল্পনা মাত্র। আমি নিজে বৈদ্য হইয়াও আমি তাঁহার উদ্ধারিত অংশ সমীচীন বলিরা মনে করিতে পারি নাই। পরন্তু পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের উদ্ধারিত পাঠই অনেক স্থানে সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।" "সিরাজগঞ্জের গোপীবাবু যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, উহা মহাপ্রমাদপূর্ণ।"

মাধাইনগরের ফলক ছাড়া লক্ষ্মণসেনের আরও তিনখানি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতে লক্ষ্মণসেনের ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক কোন শব্দ নাই। গোপীন্দ্র সেন যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহার শেষ অংশে উমেশ বিদ্যারত্নের উদ্ধৃত মত এইরূপ পাঠ আছে—

"ধর্ম্মরাজ রামরাঘব তুল্যো অশেষ বিজয়লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাং কুলীনো বন্ধু নিবাসঃ স্বধর্ম্মদেব বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষ্মণো ব্রাহ্মণঃ।"

দিনাজপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনী তপনদিঘীর তাম্রশাসনে এইরূপ পাঠ আছে—"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি" "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবঃ"। পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।

সুন্দরবনের নিকট যে তাম্রশাসন পাওয়া যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয়ের সাহায্যে তাহার পাঠোদ্ধার করাইয়া আপন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকে মুদ্রিত করেন। তাহাতেও ব্রাহ্মণত্ববোধক কোন শব্দ নাই। তাহাতেও তপনদিঘীর শাসনের ন্যায় এইরূপ পাঠ আছে—"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি" "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবঃ"।

তৃতীয় লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার মালদহের পণ্ডিত রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন। ইহাতেও "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন ভূপতি" "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব" পাঠ রহিয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এসিয়াটিক সোসাইটিতেও করা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ পাঠই আছে। এই তিনখানি ফলকের প্রথম ৭টি শ্লোক অভিন্ন। মাধাইনগরের ফলকের এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত তিনখানি শাসনের ন্যায় "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব" "শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন" "বিজয় সেন" শ্রীবল্লাল সেন দেব" এইরূপ পাঠ রহিয়াছে। সেন বংশীয় রাজগণের কোন শাসনে, গোপীচন্দ্র সেন যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, সেরূপ কোন পাঠ নাই। রাজসাহী বিজয়সেনী প্রস্তর ফলকে "সেনান্ববায়ে সামন্ত সেনঃ অজনি" "হেমন্ত সেন" পাঠ আছে। ইদিলপুরের কেশবসেনী তাম্রশাসনে "সেনকুল কমল বিকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্নদানকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয়শরণাগত * * *শ্রীমৎ কেশব সেন দেব" আছে। অবশ্য সেন রাজগণ স্থান বিশেষে

ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করিতেন, কুত্রাপি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কেন এরূপ করিতেন তাহা আমি গ্রন্থ মধ্যে ২৪।২৫ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি এবং তাঁহারা যে খাঁটি অম্বষ্ঠ বৈশ্য ছিলেন তাহাও আমি দেখাইয়াছি। মাধাই নগরের শাসনে যে যে স্থান অপাঠ্য সেই সেই স্থানে গোপীচন্দ্র সেন ব্রাহ্মণত্ববোধক কথা পাইয়াছেন। তিনি নিজেও বলিয়াছেন, "তাম্রলিপিখানির শেষ ভাগের কতিপয় পংক্তি সহসা দেখিয়া বোধ হয় যে এককালীন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলের উহার সকল অক্ষরই পড়া যায়।" আর archæological departmentএর রাখাল বাবু এসিয়াটিক জারনালে বলিয়াছেন,—"Complete decipherment of those portions impossible". "The last four verses are in a fragmentary state and there is no hope of restoring them".

অথচ গোপীচন্দ্র সেন বরাবর পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, একটী স্থানও অপাঠ্য পান নাই। গোপীচন্দ্র সেনের পাঠোদ্ধার বিদ্বৎসমাজ গ্রহণ করেন নাই। সেনহাটী সভার সভাপতি মহাশয় এই ভুল পাঠোদ্ধারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের theoryর সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লক্ষ্মণ সেনের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের **বহু** তাম্রশাসন আছে,কিন্তু একখানিরও উল্লেখ করেন নাই। রামগতি ন্যায়রত্নের অনুবাদ হইতে গৃহীত ব্রাহ্মণের পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। **বহু নাই,** মাত্র তিনখানি এবং এই মাধাইনগরের শাসন সহিত চারিখানি মাত্র আছে। সভাপতি মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠোদ্ধার এবং লক্ষ্মণ সেনের অপর তিনখানি শাসনের পাঠোদ্ধার আলোচনা করিলেই ভ্রান্তি নিরসন করিতে পারিতেন। তাঁহার **শর্ম্মা** চাই, কাজেই ভ্রম প্রমাদপূর্ণ তাম্র ফলকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। গোপীচন্দ্রের পাঠ ঠিক হইলে অপর তিন

খানিতেও ব্রাহ্মণত্ববোধক কোন পাঠের নিদর্শন থাকিত। যে জাতীয় যিনি যখন রাজা হইয়াছেন, তিনিই দেব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং আজিও করিতেছেন। কোচবিহারের কোচ রাজগণ এবং আসামের অন্যান্য কোচ বংশীয় রাজগণ দেব শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

তাম্রশাসনগুলি কতকটা কল্পতরুর ন্যায়, যিনি যে পাঠ চান, তিনি তাহাই পান। এ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন "মুহুমুহু পরিবর্ত্তনশীল মেঘ খণ্ডকে কেহ মনে করে দুর্গা প্রতিমা, কেহ ভাবে গিরিজার চূড়া, কেহ বা উহা মসজিদের গুম্বজ ভাবিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, ফলকের পাঠোদ্ধারের অবস্থাও অনেক সময় সেইরূপে হইয়া থাকে। রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের পাঠ সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবেই আছে, কিন্তু তাম্র ফলকের অবস্থা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত, ধাতুময় পদার্থ প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ কর্দ্দম প্রোথিত ও জল সিক্ত হইয়া থাকাতে জঙ্কার পড়িয়া বহু স্থানে পাঠের অযোগ্য হয়, কুত্রাপি বা ক্ষয় পাইয়া যাওয়াতে তথায় প্রকৃত কথা কি ছিল তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই ফলকের পাঠোদ্ধার প্রকৃত মানিয়া লওয়া অসম্ভব।" যিনি যেরূপ মন নিয়া অগ্রসর হন তিনি সেইরূপ দেখিয়া থাকেন। তাই কেহ "আজ মর গিয়া" কেহ বা "আজ-মীঢ় গিয়া" পাঠ করেন।

সাহেব বা বাঙ্গালী যিনি যখন পাঠোদ্ধার করিতে গিয়াছেন তিনিই বহু স্থলে ineligible কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং একই ফলক হইতে যাঁহার যেরূপ মন তদনুরূপ পাঠ উদ্ধার করিতেছেন। মাধাই নগরের তাম্রশাসনে সুব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দও গোপী চন্দ্র সেন মহাশয়ের ঐরূপ কল্পনা প্রসূত।

এবার "বৈশ্যব্রাহ্মণ"দের সেনহাটীর সম্মেলন সম্পর্কে এই লেখক ভয়ে বিচার সভায় যান নাই বলিয়া নানাপ্রকার অযথা উক্তি প্রচারিত

হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল তাহা হিতবাদী ও চারুমিহিরে মুদ্রিত হইয়াছে। অনেকে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য পত্র লিখিতেছেন সকলকে উত্তর দেওয়া অসম্ভব, এই জন্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করা হইল।

গৌহাটী
১লা পৌষ
১৩৩৪

শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত।

মাধাই নগরের তাম্র শাসন (Asiatic Society of Bengal Vol V No. 11, 1909,

ওঁ নমো নারায়ণায়।

১। যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরী প্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রি

২। তমভূত্তস্যাতিচিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুষা ঘোরং দধানো মুখং
দেবত্রাসনিরস্তদানব

৩। গজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চননঃ॥১
স্বর্গঙ্গাজলপুণ্ডরীকমমৃতপ্রাধারধারাগৃহং
শৃঙ্গারক্রমপুষ্পমীশ্বরশি

৪। খালঙ্কারমুক্তামণিঃ।
ক্ষীরাম্ভোনিধিজীবিত (?) কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসকো
জীয়ান্মন্মথরাজপৌষ্টি

৫। কমহাশান্তিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ॥২
ত্রিভুবনজয়সম্ভূতাবক্লৃপ্তৈঃ ক্রতুভিরবাধিতসত্রিণোঽমরাণাং।
অজনিষত

৬। তদন্বয়ে ধরিত্রী-বলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ ॥৩
পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য

৭। বংশে
কর্ণাট ক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম **সামন্তসেনঃ**।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরান্তৃপ্যতা না

৮। কনস্থাং
নির্নিক্তো যেন যুধ্যদ্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ ॥৪
বীরাণামধিদৈবতং রিপু চমুমারা

৯। ক্ষমল্লব্রত
স্তস্মাদ্বিস্ময়ণীয়শৌর্য্যমহিমা **হেমন্তসেনোহ** ভবৎ।
ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদেব্যা

১০। যদীয়ং যশো
রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥৫
অজনি **বিজয়সেন** স্তেজসাং রাশির

১১। স্মাৎ
সমর বিস্মরাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ

১২। কেবলং রাজশব্দঃ ॥৬
ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃতমভূত্বদ্বামনস্যাঙ্ঘ্রিণা
নাগানাং কিয়দাস্যদর্পমুর

১৩; সালপ্রস্তিগূঢ়াঙ্ঘ্রয়ঃ। (?)
একাংহাত্মদনূরুরঞ্চতি কিয়ন্মাত্রস্তদপ্যম্বরং
যস্তেতীব যশো হ্রিয়া ত্রিভুব

১৪। নব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি ।৭

অস্মাদশেষভুবনোৎসবকারণেন্দুর্ব্বল্লালসেন জগতী

পতিরূজ্জগাম । যঃ

১৫। কেবলং ন খলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্র বিবুধামপি

চক্রবর্ত্তী ॥ (৮)

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচা

১৬। লুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা ।

তস্য প্রিয়াভূদ্বহুমানভূমির্ল্লক্ষ্মীপৃথিব্যোরপি রামদেবী ॥৯

* * * *

১৭। বসুদেব দেবক সুতা দেহান্তরাস্তামিব

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন মূর্ত্তি রজনি ক্ষাপালনারায়ণঃ।

১৮। যন্ময় জন্ম নিঃসহ মিলদ্বিম্বানুবচ্চঞ্চালং

কৃষ্টৈনাধি * * ধিক * কমি * * * * * * * * * ॥১০

১৯। স্যাদ্ গৌড়েশ্বরশ্রী হঠহবণ (?) কর্ম্ম যস্য কৌমার কেলিঃ—

কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি * * * * * * * * * * *

২০। বে যস্য পূর্ব্বঃ। যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতো যস্য

* * * ধারাভীর * প * ষ্যতি *

২১। শ্চরণজরজসা নির্ম্মমে কার্ম্মণানি ॥ (১১)

আকৌমারং সমর কৃতি * * * * * * *

২২। মিব দিশামীশিতাস্তে বিমুক্তাঃ। হ * * * * বপুর্ব্বিকলয্য (?)

তস্য তি * ষ্ঠৌ প্রবিষ্টাঃ * * * * * *

২৩। ত্র হি—ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥ (১২)

যত্রারামদ্রুমদলরুচা শৈবাল * * * * *

২৪। পুরো সঞ্চিতা ভূঃ। প্রাণান্ মুঞ্চন্ত্যবনিপতয়ো * * *

* * * * * ॥ (১৩)

২৫। * * * নির্গতে খলু ধার্য্যগ্রামপরিসরসমবাসিতশ্রীমহা

রাজাধিরাজ * * * * *

২৬। পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ-- **শ্রীবল্লালসেন দেব**

পাদানুধ্যাত

শ্রী * * * * *

২৭। * * * * * *

২৮। * * * * * *

২৯। * * * * * *

Reverse.

৩০। বিক্রমস্ত বীরচক্রবর্ত্তি সার্ব্বভৌম ··· ··· সোমবংশপ্রদীপ

রাজপ্রতাপনারায়ণপরম

৩১। দীক্ষিতপরমব্রহ্মক্ষত্রিয়সুমেরূ ··· ···

ক্রীড়াবধূতমশেষকেলিবিকলীকৃতক

৩২। লঙ্কবিক্রমবশীকৃতকামরূ (প) বণীমণ্ডলৈকচক্রবর্ত্তি

গৌড়েশ্বর পরমে

৩৩। শ্বরপরমনারসিংহপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ—

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব পাদা বিজয়িনঃ সমু

৩৪। পাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্ররাজামাত্য

মহাপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি

৩৫। বিগ্রহিকমহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত—অন্তরঙ্গ

বৃহদুপরিকমহাক্ষপটলিকমহাপ্রতীহার

৩৬। মহাভোগিকমহাপিলুপতিমহাগণস্কদৌঃসাধিক

চৌরোদ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজা—

৩৭। বিকাদিব্যাপৃতকগৌল্মিকদণ্ডপাশিকদণ্ডনায়কবিষয়—

পত্যাদীনন্যাংশ্চসকলরাজ পাদোপজী

৩৮। বিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্
জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রা (১)

৩৯। হ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ
মতমস্তু ভবতাম্। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভূ

৪০। ক্ত্যন্তঃপাতিবরেন্দ্র্যাং কান্তাপুরাবৃত্তৌ রাবণসরসি ক্ষিস্থানে
পূর্ব্বে চরম্পসাপাটক পশ্চিমভূঃ সীমা

৪১। দক্ষিণে গয়নগর উত্তরভূঃসীমা পশ্চিমে গুণ্ডী স্থিরা পাটক
পূর্ব্বভূঃ সীমা উত্তরে গুণ্ডী দাপনিয়া দ—

৪২। ক্ষিণভূঃ সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নগোয়বগোচারাত্তস্ত চ
দেব ব্রাহ্মণ পাল্য ভবদ্ভিঃ এক—

৪৩। নবতি খাড়িকাধিকভূখাড়ীশতৈকাত্মকসংবত্সরেণ—কপর্দ্দকা-
ষ্টষষ্টি পুরাণাধিকশতমূল্যকাধিকো দাপণিয়া

৪৪। পাটকঃ। সমাটবিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্তোষরঃ সগুবাক-
নারিকেলসহ দ—

৪৫। (শাপরাধ পরি) হৃত সর্ব্বপীড়োঽচট্টভট্টপ্রবেশঃ (অ)
কিঞ্চিত্ প্রগ্রাহ্যস্তৃণযুতিগোচরপর্য্যন্তঃ দা

(১) আদিশূর (৯০০-৯৫২ খৃঃ) কন্যা লক্ষ্মী, দৌহিত্র অশোক সেন (৯৭০-৮১) তৎপুত্র শূরসেন (৯৮১-৯৪) তৎপুত্র বীরসেন (৯৯৪-১০১২) তৎপুত্র সামন্তসেন (১০১২-১০৩১) তৎপুত্র হেমন্ত সেন (১০৩০-১০৪৮) তৎপুত্র বিজয় সেন (বিষক) (১০৪৮-১০৬৬) তৎপুত্র প্রসিদ্ধ বল্লাল সেন বা প্রদ্যুম্নশূর (১০৬৬-১১০১) লক্ষ্মণসেন (১১০১-১১২১) তৎপুত্র মাধব সেন (১১২১-২২) তস্য ভ্রাতা কেশব সেন (১১২২-২৩) তস্য পুত্র লাক্ষ্মণেয় বা ২য় লক্ষ্মণসেন, ইহার নিকট হইতে বখতিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ অধিকার করেন। বিশ্বরূপ কেশবসেনের ভাই ছিলেন। প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের ভ্রাতা বরেন্দ্রশূর যাহার নামানুযায়ী বরেন্দ্রভূমি নাম হইয়াছে। তাঁহার পুত্র অনুশূর তস্যপুত্র সুরাজসেন ইহার কন্যা ভাগ্যবতীর গর্ভে দ্বিতীয় বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন।

৪৬। (মোদর) দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শ্রীরামদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় কুমার দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিক

৪৭। সগোত্রায় * * * * প্রবরায় অথর্ব্ববেদপৈপ্পলা-দশাখাধ্যায়িনে শন্ত্যশাবিক

৪৮। শ্রীগোবিন্দদেবশর্ম্মণে বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদিশ্য

৪৯। মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে সপ্তবিংশশ্রাবণ দিবসে * * * পূর্ব্বক মূলাভিষেকঃ

৫০। * * ঐন্দ্র্যমহাশান্তি * * * * তগতি * * * * ণিকাদি * উচ্ছৃজ্যাচন্দ্রার্ক ক্ষিতি

৫১। সমকালং যা (বত ভূমিচ্ছিদ্র) ন্যায়েন প্রদত্তোঽস্মাভিঃ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্ত

৫২। ব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি

৫৩। চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি উ:ভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মা

৫৪। (নৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা) রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি

৫৫। স্তস্য তস্য তদাফলং॥ (আস্ফোঽয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি-পিতামহাঃ) ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতস্ সন

৫৬। স্ত্রাতা ভবিষ্যতি (॥) * * * *

৫৭। * * * *

৫৮। * •* * *

মহারাজ রাজবল্লভ সেন গুপ্তের দানপত্রের প্রতিলিপি

স্বহস্তে শ্রীরাজবল্লভ সেন গুপ্তস্য লিখিয়াছেন।

বৈদ্য।

কিছু দিন হইতে বৈদ্য সমাজে নামান্তে শর্ম্মা লেখার ও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার একটা আন্দোলন চলিতেছে। আমরা অনেকেই এই আন্দোলনে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। রাঢ় দেশীয় বৈদ্যগণ চিরদিনই দ্বিজ ধর্ম্মী ও উপবীত ধারী ছিলেন ; তাহাদের মধ্যে অনেকের মন্ত্রশিষ্য ছিল এবং সম্ভবত এখনও আছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামী মহাশয়দিগের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশও বৈদ্য গোস্বামি-গণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাজনঘাটের প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণ কমল গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অনেক নব শাখের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীরামপুর, ও ইস্‌লামপুরের বৈদ্য ঠাকুর মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র পুরোষত্তমের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে. সেই পুরুষোত্তয কবিরাজের চারিজন উত্তম ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দেবকী নন্দন দাস। শেষোক্ত ব্যক্তি গৌড়রাজ্যে অতীব প্রধান লোক বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। ইনিই শ্রীমদ্ বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থের প্রণেতা। (১)

মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ও ভক্ত বৈদ্যসন্তান ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, সংস্কৃত

(১) তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ॥
দেবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্‌বৈষ্ণববন্দনা॥
চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্য চরিতপ্রণেতা মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, কবিকর্ণপুর শিবানন্দ সেন, রঘু নাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যসন্তান ছিলেন। বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিভূষণ, কবীন্দ্র, কবিরত্ন প্রভৃতি বহু উপাধিধারী পণ্ডিতছিলেন। ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে লিখিয়াছেন, "কাঁচড়াপাড়া গ্রামের রাম চন্দ্র দাস একটী বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার এক মাত্র পুত্রের নাম রাম গোবিন্দ। রাম গোবিন্দের দুই পুত্র—বিজয় রাম ও নিধিরাম। বিজয় রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার আর একটা টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।"

প্রসিদ্ধ ডিঃ গুপ্ত(৺দ্বারকানাথ গুপ্ত) মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ রাম রাম দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি অলঙ্কারবাগীশ ছিল। তিনি শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। চক্রদত্ত প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত, সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পদ্ম নাভ দত্ত, কাতন্ত্র পরিশিষ্ট প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত,প্রভৃতি বৈদ্য পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মাধব কর, মেদিনী কর, ভারত বিশ্রুত ভরত মল্লিক প্রভৃতি শত শত পণ্ডিত বৈদ্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন একালেও অশেষ শাস্ত্রদর্শী ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন ও বিজয় রত্ন সেন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ মহা মহা পণ্ডিতগণ কেহই কখনও সেন শর্ম্মা বা দাশ শর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি

গ্রহণ করেন নাই এবং বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন।

এক্ষণ আমাদিগকে দেখিতে হইবে (১) বৈদ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ, (২) বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্র সঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে, (৩) বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার ও (৪) শর্ম্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার আছে কি না।

(১) বৈদ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ।

বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতি কখনও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই।

বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের স্বজাতি হইলে ভরত মল্লিকের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত ভট্টি কাব্যের টীকার প্রারম্ভে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিতেন না।

নত্বা শঙ্করমম্বষ্ঠো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥

গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র অম্বষ্ঠ ভরত শঙ্কর দেবকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধিনী নামক (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুযায়িনী) ভট্টিটীকা রচনা করিতেছেন। তিনি স্বরচিত চন্দ্রপ্রভা নামক কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যগণকে পুনঃ পুনঃ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। ভরত মল্লিক শাস্ত্র জানিতেন না এবং ব্রাহ্মণগণের কুহকে পড়িয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন একথা কাহারও বলিবার উপায় নাই। ভরত মল্লিক অনেক মহা কাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রাচীন বৈদ্য কুলগ্রন্থাদিতে বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণিত আছে। কুলচন্দ্রিকায় বৈদ্যের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে এবং শব্দকল্পদ্রুমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তত্র বৈশ্যে সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী ।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ ।
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলেঽহিতৎ ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ ॥
পরে সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ ।
জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ।
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
অথ রুক্ প্রতিকারিত্বাদ্ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

বৈদ্যদিগের মধ্যে প্রধান অমৃতাচার্য্য মাতামহকুলে অবস্থিতি করিতেন। এজন্য তিনি অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহা হইতে অম্বষ্ঠ জাতির সৃষ্টি হইয়াছেন। অম্বষ্ঠদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম হওয়ার পরে, বেদ বিহিত সংস্কার আদি দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম হয় বলিয়া অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্যশব্দে অভিহিত হইয়াছেন এবং রোগ প্রতিকার হেতু অম্বষ্ঠগণ ভিষক্ বলিয়া খ্যাত।

অথাম্বষ্ঠেষু সর্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবন্নমী ।
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ ॥
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ ।
এষাং বংশাঃ সমুৎপন্না এতৎপদ্ধতয়োমতাঃ ॥
অন্য পদ্ধতয়ো হ্যপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা ন তে শ্রুতাঃ ।
বহুবশ্চৈব নামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ ॥
যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনাইত্যেবমপরেমতাঃ ।
যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ সমবিশ্রুতঃ ॥
তত্তদ্গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠাদ্যস্তু স্বকর্ম্মণা ।

বৈদ্য কুলচন্দ্রিকা, শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক ।

বৈদ্যগণের অনেক কুলজী গ্রন্থ আছে তাহার এক খানিও ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে।

চতুর্ভুজ সেন তাঁহার কুল পঞ্জিকা গ্রন্থ ১২৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমান ১৩৪৭ খৃঃ প্রণয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নের কথা তাঁহার রচিত কুল পঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত আছে। যথা :—

চতুর্ভুজঃ সেনকুলাবতংসো বৈদ্যপ্রিয়ো সর্ব্বগুণানুরাগী।
শাকেঙ্কষড়রাহুশশিপ্রমাণে চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্য॥

তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্কন্দ পুরাণ হইতে বচন তুলিয়া বৈদ্য জাতির এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন।

বৈশ্যবচ্ছৌচ কর্ম্মাণি নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ।
তেষামম্বষ্ঠ জাতানাং যথা শাস্ত্র নিদর্শনাৎ॥
সেন গুপ্তশ্চ দাসশ্চৈবোত্তমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মধ্যমাশ্চ পরে জ্ঞেয়া দেবো দত্তো ধরঃ করঃ॥
অধমাশ্চ পরে জ্ঞেয়া স্থান ভ্রষ্টাদি দোষতঃ।
আরাধ্যাঃ শূদ্র জাতীনাং নমস্যাশ্চ বিশেষতঃ॥

মুনিগণের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠদিগের শৌচ কর্ম্মাদি বৈশ্য দিগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইল। অম্বষ্ঠ দিগের মধ্যে সেন গুপ্ত এবং দাস উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত; দেব, দত্ত, ধর এবং কর মধ্যম বলিয়া গণ্য এবং অন্য সকলেই স্থান ভ্রষ্টাদি দোষে অধম বলিয়া গণ্য। অম্বষ্ঠেরা শূদ্র জাতীয়গণের আরাধ্য ও নমস্য।

ঔষধ আদি পাক বিষয়ে একমাত্র বৈদ্যগণের অধিকার রহিল (চতুর্ভুজ) যথা :—

শুদ্ধ বংশোদ্ভবৈর্বৈদ্যৈঃ কৃতং মাংসঞ্চ মোদকং।
শুদ্ধং রসায়নং ভোজ্যং তদন্যৈর্ন কদাচন॥

অতঃ শূদ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥
বৈদ্যেন নহি যৎপক্কমভক্ষ্যং ব্যাধি বর্দ্ধনং।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥

শুদ্ধ বংশোদ্ভব বৈদ্য কৃত মাংস মোদক শুদ্ধ রসায়ণ সকলের ভোজ্য; অন্য কেহ তাহা প্রস্তুত করিবে না। সুতরাং শূদ্রাদি বর্ণ উহা পাক করিলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা তাহা সেবন করিলে জাতিহীন হইবেন। যে সকল ঔষধ বৈদ্যের দ্বারা পাক করা হয় নাই, তাহা অভক্ষ্য এবং ব্যাধি বর্দ্ধক ইহা জানিয়া মতিমান ব্যক্তি বৈদ্যদিগকে পাক কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন।

ইহার পরে অনুমান ১৫৭৫ শাকে (খৃঃ ১৬৫৩) রামকান্ত কবি কণ্ঠহার সদ্বৈদ্য কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।
পঞ্চ সপ্ত তিথৌ শাকে—ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা॥

রামকান্ত কবি কণ্ঠহার তাহার মাতুল গোপীনাথ কবি কঙ্কণের বিরচিত মূল গ্রন্থ ও তৎপূর্ব্বে চতুর্ভুজ সেন প্রভৃতির প্রণীত কুলগ্রন্থ সকল দর্শন ও বিচার করিয়া সদ্বৈদ্য কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। তিনি কখনও ব্রাহ্মণত্বের ভান করেন নাই। ১২৯২ সনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত ও খান্দার পাড়ার কুলীন শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত নানা স্থান হইতে ১৪ খানি হস্ত লিখিত কণ্ঠহার সংগ্রহ করিয়া কুল পঞ্জিকা মুদ্রিত করেন। তাহারাও বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ ও দ্বিজাতি তাহা মনুর ১০।৮ শ্লোক ও অন্যান্য শাস্ত্র বচন মুখবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং নিজেরা সেন গুপ্ত বলিয়াই স্বাক্ষর করেন। কণ্ঠহার একখানি প্রমাণিক গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকাব্দে (১৬৭৫ খৃঃ) চন্দ্র-প্রভা নামক কুল পঞ্জিকা রচনা করেন। তাহার স্বহস্তলিখিত পুস্তকে এই প্রকার লিখিত আছে।

চন্দ্র প্রভায়াং ভরত মল্লিকস্য স্বহস্ত লিখিত পুস্তক সমাপ্তিঃ। শকাব্দা ১৫৯৭।

ভরত মল্লিক অগ্নিবেশের বচন উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্য জাতির অম্বষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।—

> এবং সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণ সম্ভবাঃ।
> জননী তো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদ সংস্কৃতৈঃ।
> অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৈশ্যা প্রভব অম্বষ্ঠগণ জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া যখন বেদ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলেন, তখন তাঁহারা সকলে দ্বিজ ও বৈদ্য নামে প্রখ্যাতি লাভ করিলেন।

চন্দ্র প্রভার স্থানান্তরে আছে—

> অম্বষ্ঠে অমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূতৎ ভুবনত্রয়ে।
> সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স্বর্ব্বেদ্যস্য তু মানসীং।
> উপযেমে মহৌজা য শ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
> অদ্বৈতস্য বংশেনৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥

ভরত মল্লিক ইহা প্রাচীন কুল পঞ্জিকার বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুলাচার্য্যগণ কেহই স্বকীয় স্বাধীন মতে উপর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল। মহাত্মা কবিকণ্ঠহারের

উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় (১)

স্কন্দপুরাণের জাতিতত্ত্ব বিবেক ধৃত বচনে এইরূপ আছে—

বৈদ্যস্ততোয়ং জননীকুলেচ, স্থাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ।

বেদাৎ জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ।

জাতিতত্ত্ব বিবেক, ধর্ম্ম প্রচার, শব্দ কল্পদ্রুম ধৃত শঙ্খ বচন।

ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ নামা পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া সম্যক জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণ করা অর্থে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বৈদ্য প্রবোধিনীকার "বেদাৎ জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাৎ" এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া থামিয়াছেন, বাকি অংশ উদ্ধৃত করিতে কেন বিরত হইয়াছেন তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ যে এক জাতি নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া "অম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ" অংশ বাদ দিয়াছেন।—যে অম্বষ্ঠ ব্রহ্ম পুত্রক (ব্রাহ্মণের পুত্র) সেই যে বৈদ্য তাহাই এখানে বলা হইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে ৯অঃ আছে।

আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্য নাম চ পুষ্কলম্।

তেনাসৌ পাপ শূন্যোঽভূৎ **অম্বষ্ঠ** খ্যাতি সংযুক্তঃ॥

(১) বিখ্যাতা সর্ব্ব দেশেষু যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা।
বন্দে তং পুণ্যকর্ম্মাণং মাতুলং কবিকঙ্কণং॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব-কুল গ্রন্থান্ সমীক্ষ্য চ বিচার্য্য চ।
যদনুক্তং মাতুলেন সংগৃহ্য চ তদন্যতঃ॥
কবিনা কণ্ঠহারেণ মাতুলোদিত বর্ত্মনা।
পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা॥

রামকান্ত দাস কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জিকা কবি কণ্ঠহার ১৫৭৫ শকাব্দে প্রণীত, ভরত মল্লিক ইহার ২২ বৎসর পরে ১৫৯৭ শকাব্দে চন্দ্রপ্রভা প্রণয়ন করেন।

এই বচন অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকায় উদ্ধৃত আছে।

ভট্টি টীকা প্রারম্ভে ভরত মল্লিক নিজেকে অম্বষ্ঠ বলিয়া সমাপ্তিতে এই ভাবে বিশদরূপে পরিচয় দিয়াছেন—

কুলবিতরণবিদ্যাবৈভবাম্বষ্ঠগোষ্ঠীবরহরিহরখান খ্যাতবংশাম্বুধীন্দোঃ। ভুবনবিদিতকীর্ত্তিঃ সেনগৌরাঙ্গতো যোঽজনি স ভরতসেনো ভট্টিটীকাঞ্চকার॥ ইতি সদ্বৈদ্য হরিহরখানবংশ সম্ভব গৌরাঙ্গ মল্লিকাত্মজ শ্রীভরতসেনকৃতায়াং মুগ্ধবোধিন্যাং ভট্টিটীকায়াং পুর প্রবেশো নাম দ্বাবিংশতি তমঃ সর্গঃ।

ভরত, সেন উপাধিধারী সদ্ বৈদ্য বংশোদ্ভব অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। এই টীকা এখন হইতে ২৫২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে॥

দেশ বিশেষঃ। বিপ্রাদ্বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ। ইতি মেদিনী॥ অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, এই কথা মেদিনী অভিধানে আছে; এবং চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত, এই কথা অমর কোষের টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন।

বৈদ্য শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপে লিখিত আছে—

আয়ুর্ব্বেদবেত্তা। স চাম্বষ্ঠ জাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ।

বৈদ্য অর্থ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, অম্বষ্ঠ জাতি ও তাহার বৃত্তি চিকিৎসা। এই বচন জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতি মিত্র প্রভৃতি বহু পুস্তকে ধৃত হইয়াছে।

বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।
তিষ্ঠত্যম্বাকুলে জাত স্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে॥ ব্রহ্মপুরাণ।

বেদ অধ্যয়নকরিয়া জ্ঞান লাভ রূপ জন্মগ্রহণ করা হেতু (বেদং বেত্তি) এই অর্থে বৈদ্য আর অম্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অম্বষ্ঠ কহে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ অম্বষ্ঠকে বৈদ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (১) কিন্তু তাঁহারা অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কালক্রমে বৃত্তি জাতি হইয়া পড়িয়াছে ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সর্ব্বাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।
বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যাচ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্ততে॥ ব্যাস্যাসং।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

সূতানামশ্বসারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বনিক্ পথঃ॥

মনু ১০ অঃ ৪৭।

সূতদিগের অশ্ব সারথ্য অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৈদেহদিগের অন্তঃপুর রক্ষা, মাগধদিগের বাণিজ্য বৃত্তি।

(১) সত্যবটে মন্বাদি গ্রন্থে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের অভেদ বিঘোষিত হয় নাই। কিন্তু হইবে কি প্রকারে? তখন ত বৈদ্য শব্দটার বহুল প্রচার বশতঃ উহা জাতি বাচক হইয়া যায় নাই। কিন্তু মনু ত আমাদিগকে চিকিৎসক বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তবে এইমাত্র বুঝিতে হইবে শঙ্খ সংহিতা, বৃহদ্ধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণ প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই যে অম্বষ্ঠ আমরা বৈদ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলাম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এই সকল গ্রন্থ দুই এক হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্ন পরবর্ত্তী নহে। সুতরাং আমরা নাচারে পড়িয়া অম্বষ্ঠ নাম লইয়াছি, ইহা জাতি বিচার প্রণেতা প্রভৃতি মুখর ছোকরা দলের মুখরব ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

(জাতিতত্ত্ব বারিধি উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত
১৩০৯ সালের ১ম সংস্করণ)

উশনা বলিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যা জীবোভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ॥
ধর্ম্ম প্রচার, জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতি মিত্র ও অম্বষ্ঠ দীপিকা ধৃত।
পুনা স্মৃতি সমুচ্চয় ৪৭ পৃঃ

ব্রাহ্মণের বৈধ বিবাহিতা বৈশ্যা পত্নীতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ; কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য ও চিকিৎসা তাহাদের বৃত্তি।

কাহারও মতে বৈদ্যগণ উশনা কথিত অম্বষ্ঠ নহে কারণ তাহাদের কৃষি, আগ্নেয় ও সেনাপত্য বৃত্তি নাই। কোন জাতির যে কয়টী বৃত্তি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সব গুলিই যে প্রচলিত থাকিতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আর কোন কালেও যে বৈদ্যগণের দেশ ভেদে এই সকল বৃত্তি ছিল না তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো মুনি সত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
পরাশর সংধৃত ও জাতি মালাধৃত পরশুরাম সং।

এই বচন গোপী চন্দ্র সেন গুপ্ত তাঁহার বৈদ্য পুরাবৃত্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ। হে মুনি সত্তম, মুনি শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এখানেও বৈদ্য শব্দ ধরেন নাই। সম্ভবতঃ তখনও বৈদ্য শব্দ জাতি-বাচক রূপে ব্যবহৃত হয় নাই।

মৎস্য পুরাণে চিকিৎসকই যে বৈদ্য তাহা লিখিত আছে।

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥

মৎস্যপুরাণ বচন, বাচস্পত্যাভিধান ধৃত।

অমর কোষে বৈদ্য ও চিকিৎসক যে একার্থ বাচক তাহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষক্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।

রোগহারী অগদঙ্কার, ভিষক্ ও বৈদ্য এই চারিটী চিকিৎসকার্থ বাচী।

উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহার জাতিতত্ত্ব বারিধিতে বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ জাতি তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাজাত হইলেও তাঁহারা আচারাদিতে ব্রাহ্মণ সদৃশ ও গৌণ ব্রাহ্মণ ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। কিন্তু বৈদ্য প্রবোধনীর মতে "বঙ্গীয় বৈদ্যগণ মূল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ নহে; বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি হওয়া অসম্ভব। অম্বষ্ঠ নামক একটি দেশ ছিল, তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিত তজ্জন্য কুলজী গ্রন্থে ক্বচিৎ বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যগণ বৈশ্যা সমুদ্ভূত নহে তাহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ"। ইহাই এখন বৈদ্য প্রবোধনীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহারে ৩৮ পৃষ্ঠায় বৈদ্য প্রবোধনীর নিবেদন এই যে, "বৈদ্যগণ যে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন, একথা স্বর্গীয় মহর্ষি কল্প গঙ্গাধর কবিরাজ, পণ্ডিতবর উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্যারী মোহন, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই পূর্ব্বে নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন"।

উমেশ বিদ্যারত্ন ও গোপীচন্দ্র বৈদ্য জাতিকে মূল ব্রাহ্মণ ও তাহারা বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত অম্বষ্ঠ বর্ণ নহেন, এরূপ কথা কখনও বলেন নাই।

উমেশ বিদ্যারত্ন তাহার জাতি তত্ত্ব বারিধিতে বৈদ্যগণ জারজ নহেন এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করাতে তাহাতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা একটী স্বীকৃত সত্য এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ যে একই বস্তু তাহাও একটী সর্ব্ববাদি পরিজ্ঞাত সত্য, সুতরাং উক্ত কারণে বৈধ বিবাহ প্রভব অম্বষ্ঠগণের জারজত্বাপবাদ কিছুতেই সমূলক হইতে পারে না।" জাতি তত্ত্ববারিধি ১৩১৮ সনের ২য় সং পৃ ২২১।

২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বৈদ্য শব্দ মন্বাদি সংহিতা মতে কোন জাতি বাচক শব্দ নহে উহার অর্থ চিকিৎসক। মন্বাদি অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব একটী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গোপী চন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ বিগত ১৩১২ সালে বৈদ্য পুরাবৃত্তে ব্রাহ্মণাংশ পূর্ব্ব খণ্ডে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত অম্বষ্ঠ জাতি ও বঙ্গীয় বৈদ্য জাতি অভিন্ন। তিনি লিখিয়াছেন—

"অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যগণ অম্বষ্ঠকেই যে কখন বৈদ্য কখন অম্বষ্ঠ বলিতেন, আর্য্য শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সেই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে।" সবর্ণা জাত পুত্র হইতে অসবর্ণা জাত পুত্র কিছুতেই হীন হইবে না, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

রাজনগরাধিপ মহারাজ রাজবল্লভ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে উপনয়ন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, কান্যকুব্জ, মিথিলা, বীরভূম, সেনভূম, বাকলা, নবদ্বীপ, ধানুকা প্রভৃতি স্থানের রাজনগরে সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন, তাহাতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ এবং উপনীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তান সন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিবেন এইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হয়। উক্ত ব্যবস্থা পত্র ও অনুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। মহারাজার সময় রাজনগরে তাঁহার আশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহার তর্থেরও কোন অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহাকে সমগ্র ভারতের পণ্ডিতগণ প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন ইহা কল্পনাতীত। ঐ সময় পঞ্চকোট ও রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত বৈদ্য সন্তানই নিয়মিতরূপে উপবীত গ্রহণ করিতেন এবং মহারাজ রাজবল্লভের শ্রীখণ্ডের সমাজের সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল। তিনি বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীখণ্ড গ্রামে ভূতনাথ দেবের যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই মন্দির সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিখিত আছে।

প্রাসাদং সমকারয়ৎ নবমমুং শ্রীভূতনাথস্তবৈ।
যোঽগ্নিষ্টোমমহাধ্বরাদি মযজদ যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ॥
দাতা শ্রীযুত রাজবল্লভনৃপোঽম্বষ্ঠারবিন্দার্য্যমা।
শাকে তর্ক মহীধ্র রাগ রজনীনাথেচ মাঘে সিতে॥

যিনি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি জগতে বাজপেয়ী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ কুল পদ্মের বিকাশক সেই নৃপতি রাজবল্লভ ১৬৭৬ (১৭৫৪ খৃঃ) শাকের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সোমবার ভূতনাথ দেবের রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। (শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্তের মহারাজ রাজবল্লভ সেন) ঐ সময় রাঢ় ও বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য পণ্ডিতের অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহারা সকলেই তত বড় হস্তিমূর্খ ছিলেন যে নিজেরা কোন্ জাতি ও তাঁহাদের অশৌচ কত দিন, তাহা জানিতেন না—এইরূপ অনুমান করা উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ বই আর কি বলিব? ইহার বহুকাল পরে ১২৮৪ সনে কলিকাতা ভবানীপুরে যে অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভা স্থাপিত হয়, ঐ সভা হইতে প্রকাশিত

অম্বষ্ঠ দীপিকা গ্রন্থে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ এবং তাহাদের অশৌচ পঞ্চদশ দিন ব্যাপী, ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। সভা হইতে অনেকানেক পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সভার সভ্যগণ মধ্যে অনেক গণ্য মান্য শাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। কবিরাজ ৺যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ; এম, বি মহাশয়ের পিতা ৺পঞ্চানন রায়, ৺গৌরীনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত সকল এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজ রাজবল্লভের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অম্বষ্ঠ বলিয়াই আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও এতকাল দ্বিজধর্ম্মী অম্বষ্ঠ বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছি। এখন বৈদ্য প্রবোধনীর মতে কতকগুলি নূতন প্রমাণ আবিস্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহাতেই হাজার হাজার বৎসর পরে আমাদের পিতৃ পুরুষগণের ভুল ধরা পড়িয়াছে! আমরা এতকাল যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া আসিতেছিলাম তাহা সমস্তই পণ্ড হইয়াছে এবং অবৈধরূপে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করায় পূর্ব্ব পুরুষগণের এখনও প্রেতত্ব মোচন হয় নাই। যাহা হউক এখন নূতন আবিস্কৃত তথ্য সকলের আলোচনা করা যাউক।

(১) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৬ষ্ঠ অঃ। বৈদ্যপ্রবোধনীর অনুবাদ "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ।" প্রকৃত পক্ষে এখানে বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক নহে। এখানে শ্লোকাংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ সন্দর্ভ ফুট নোটে দেওয়া হইল। (১)

---

(১) দ্রুপদ উবাচ। ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি জীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ। দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষুকৃত বুদ্ধয়ঃ॥ কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।

নীলকণ্ঠ টীকা :—বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞা। মনু ১।৯৬-৯৭ তুলনীয়।

উদ্যোগপর্ব্বের প্রারম্ভে কৌরবদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া একজন দূত পাঠান হয়। মহাভারতে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

"অনন্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কৌরব গণের নিকট প্রেরণ করিলেন। (১) রাজা দ্রুপদ নিজ পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণিগণ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যাবান্, বিদ্যাবানের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞের মধ্যে যাহারা জ্ঞানানুরূপ কর্ম্মকারী ও কর্ম্মকারীর মধ্যে ব্রহ্মবেত্তাই শ্রেষ্ঠ। আপনি কৃতবিদ্য ব্যক্তির মধ্যে প্রধান, অতি বিশিষ্ট বংশোৎপন্ন, পরিণত বয়স্ক, বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন; অতএব আপনাকে কৌরবগণের কোন পরিচয় দিতে হইবে না, আপনি সবিশেষ বিলক্ষণ অবগত আছেন।" এখানে বৈদ্য জাতির কথা কোথা হইতে আসিল? দ্রুপদ নিজ পুরোহিতের দৌত্য কার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করার অভিপ্রায়ে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বৈদ্যাঃ শব্দের অর্থ বিদ্যাবন্তঃ ও কৃত বুদ্ধয়ঃ অর্থ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ করিয়াছেন এবং তাহাই সমীচীন। মনুর ১৷৯৭ শ্লোকে স্পষ্টই লিখিত আছে, ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃত বুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ মনুর এই শ্লোকে বৈদ্যাঃ স্থলে বিদ্বাংসো আছে কাজেই নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা মনুর মতানুযায়ী।

এই পুরোহিত যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। চতুর্থাধ্যায়ে দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "রাজন্ আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণকে (অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং মম রাজন্ পুরোহিতঃ) ধৃতরাষ্ট্র,

(১) [illegible] প্রজ্ঞাবয়ো বৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুরোহিতম্।
[illegible] প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠির মতে স্থিতঃ॥ উদ্যোগ ৫ অঃ ১৮ শ্লোক।

দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাঠান হউক। ইহার পরে যখন পুরোহিতকে পাঠান স্থির হইল তখন দ্রুপদ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা সকল বলিয়াছেন।

(২) অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ।

বৈদ্য প্রবোধনীর অনুবাদ "যাহারা বৈদ্য নহে, তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।"

যুদ্ধের আয়োজন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "আপনি কখনও অধর্ম্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কর্ম্মও করেন নাই। * * * হে ধর্ম্মরাজ আপনি জ্ঞাতিদ্রোহরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কদাচ সজ্জনানুগত পথ পরিত্যাগ করিবেন না।"

ইহার উত্তরে যুধিষ্ঠির অনেক কথার পর নিজের জাতিধর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের জাত্যুক্ত ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করা যে উচিত নহে তাহা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, মনীষিগণের তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণার্থে সজ্জন সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত কিন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নহে, তাহাদের স্ব স্ব জাতি ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করাই শ্রেয়ঃ। আমাদিগের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষ সকল, তদ্ভিন্ন প্রজ্ঞান্বেষী মহাত্মাগণ এবং কর্ম্ম সন্ন্যাসিসমুদয় পূর্ব্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমি তনাস্তিক, সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করিতে পারি না।"*

* মনীষিণাং সত্ত্ব বিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সৎসু বৃত্তি সদৈব।
অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ সর্ব্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যতে তেভ্যঃ॥

নীলকণ্ঠ লিখিলেন—যেতু অব্রাহ্মণা অপি বৈদ্যাঃ বিদ্যানিষ্ঠা ন ভবন্তি তেষাং ভিক্ষাচর্য্যাস্যাবিধানাৎ তেভ্যঃ তেষামর্থে স্বর্ব্বোৎসঙ্গম্ উৎসঙ্গং সর্ব্বেষাং সমীপং স্বধর্ম্ম সংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্যতে॥ যাহারা অব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) অথচ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্যানিষ্ঠ নহে তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যার বিধান না থাকায় জাত্যুক্ত স্বধর্ম্ম পালন করাই উচিত।

সঞ্জয় বলিলেন "আপনি পরম ধার্ম্মিক হইয়া কিজন্য এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্মে (যুদ্ধরূপ কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইতেছেন।" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে ঐরূপ বলিলেন। ইহার ভাবার্থ, আমি ব্রাহ্মণ নহি তদুপরি ব্রহ্মবিদ্যা-নিষ্ঠ নহি, কাজেই ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য; কাজেই অধর্ম্মাচরণ করিতে হ না। প্রবোধনীর মতে **"যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদ বাচ্য, অপর ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।"** ইহা পাগলের প্রলাপ উক্তি বই আর কি? তাঁহার জবাবে বৈদ্যের কথা আসিবার কোন কারণ নাই।

(৩) সর্ব্ব বেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদঃ।
চিকিৎসা কুশল শ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে॥

(৺প্যারীমোহন ধৃত উশনার বচন)

প্রবোধনীর অনুবাদ—"সর্ব্ব বেদজ্ঞ ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হন।" এরূপ কোন বচন উশনা সংহিতায় নাই। আর এই শ্লোক দ্বারা বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ এরূপ অর্থ আসে না। এখানে বৈদ্য শব্দের অর্থ পণ্ডিত। বৈদ্যেন বিদুষা ইতি দায়তত্ত্বম্। (শব্দকল্পদ্রুম)।

(৪) স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ।

(শঙ্খ বচন)

প্রবোধনীর অনুবাদ-বৈদ্য অবৈদ্যকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিবে না।

(৫) নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ।

(কাত্যায়ন সং)

প্রবোধনীর অনুবাদ-বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

এই দুইটী বচনের দ্বারা, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, কোথা হইতে আসিল ?

এই বচন দুইটী সংস্পৃষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ্যে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির বিভাগের বিধান। সংস্পৃষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন **বৈদ্য** হয় এবং অপরে **অবৈদ্য** হয়, বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। তাৎপর্য্য এই, কোন ব্যক্তির স্বয়ং উপার্জ্জিত বিদ্যাহৃত ধনে অপর ভ্রাতার কোন অধিকার থাকিবে না। ইহা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধীয় বিধান। গৌতম সংহিতায় এরূপ লিখিত আছে "সংস্পৃষ্টবিভাগঃ প্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংস্পৃষ্টিনি প্রেতে অসংস্পৃষ্টী ঋকৃথভাক্ বিভক্তজঃ পিত্র্যমেব। স্বয়মর্জ্জিতং বৈদ্যোঽবৈদ্যেভ্য কামং ভজেরন্॥ গৌতম সং ২৯ অঃ। অর্থাৎ সংস্পৃষ্টী ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংস্পৃষ্টী জ্যেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে, সে কেবল পিতৃধনের অংশ লাভ করিবে। নিজ বিদ্যাবলে স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ অপর অবিদ্বান্ ভ্রাতা পাইবে না। ভগবান মনুর ৯ম অধ্যায়ের ২০৪।২০৫।২০৬ শ্লোক আলোচনা করিলে (৪) ও (৫) সংখ্যক বচনের প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে।

ভগবান মনু ঐ তিন শ্লোকে বলিয়াছেন :—পিতার মরণোত্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জ্জন করিবে উহাতে বিদ্বান্ কনিষ্ঠের অংশ হইবে। ভ্রাতৃগণ মিলিয়া কেহ কৃষি কেহ বাণিজ্য দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করে, তাহার বিভাগ সময় সকলে সমান পাইবে। বিদ্যাধন যাহার তাহারই থাকিবে। প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়া যে ধন লব্ধ হয় তাহার নাম বিদ্যাধন; উহা যাহার তাহারই, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। (১) রঘুনন্দন-মনু, ব্যাস ও কাত্যায়নের বচন উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন। যথা—

---

(১) যৎকিঞ্চিৎ পিতরিপ্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ॥ মনু ৯ অঃ ২০৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমবিদ্য ও অধিকবিদ্য দায়াদকে বিদ্যাধনের ভাগ দিতে পারে ; কিন্তু অবিদ্য ও ন্যূনবিদ্য দায়াদকে দিবে না। (২)

(৬) ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ ॥ রামায়ণ অযো
পর্ব্ব ৭৭ অঃ।

প্রবোধনীর অনুবাদ—"তৎপর প্রকৃতিমান্, পিতৃপুরোহিত, বৈদ্য বশিষ্ঠদেব ভরতকে উঠাইয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন। শক্তি গোত্র ও বশিষ্ঠ গোত্র বৈদ্যগণ এই বংশসম্ভূত ইহা সুপ্রসিদ্ধ।"

এখানে বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক নহে, ইহার অর্থ পণ্ডিত। রামানুজ অর্থ করিয়াছেন—বৈদ্য সর্ব্বজ্ঞঃ। বশিষ্ঠ দেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনি সূর্য্যবংশের পুরোহিত ছিলেন ; তিনি যে, খাটী ব্রাহ্মণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বশিষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে কামধেনু দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন বিশ্বামিত্র এইভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, প্রশান্ত চিত্ত ব্রাহ্মণের বল বীর্য্য কোথায় ? যদি অর্ব্বুদ গো গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দিনীকে না দেন তাহা হইলে স্বজাতিসুলভ বল প্রকাশ করিয়া গোধন লইয়া যাইব। (৩) তৎপরে বিশ্বামিত্র হরণ করিতে উদ্যত

অবিদ্যানাস্তু সর্ব্বেষামীহাজ-শ্চেদ্ধনং ভবেৎ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদপিত্র্য ইতি ধারণা ॥ মনু ৯।২০৫
বিদ্যাধনন্তু যদ্‌যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ ॥ ২০৬

(২) তেন সমবিদ্যাধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, নতু ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ বৈদ্যোক্ত বিদুষা। রঘুনন্দন।

৩। বিশ্বামিত্র উবাচ—ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃ স্বাধ্যায় সাধনঃ। ১৮
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু।
অর্ব্বুদেন গবাং যস্ত্বং ন দদাসি মমেপ্সিতম্ ॥ ১৯
স্বধর্ম্মং ন প্রহাস্যামি নেষ্যামি চ বলেন গাম্। ২০

হইলে নন্দিনীকে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন "ক্ষত্রিয়দের তেজই বল এবং ব্রাহ্মণগণের ক্ষমাই বল।" (১)

যেখানে যেখানে বৈশ্য শব্দের প্রয়োগ আছে সর্ব্বত্রই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্য জাতিকে বুঝিতে হইবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার। তাহা হইলে কুন্তী যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

এতদ্ধর্ম্মমধর্ম্মং বা জন্মনৈবাভ্যজায়থাঃ।
তে তু বৈশ্যাঃ কুলে জাতা অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ॥
মহাভারত উদ্ ১৩২ অঃ ২৭ শ্লোক।

নীলকণ্ঠ টীকা করিলেন—

এতৎ মদ্বাক্যং ধর্ম্মং ধর্ম্মযুক্তং অধর্ম্মং বা জন্মনৈব স্বভাবত এব অভ্যজায়থাঃ অভিজানীষে, হে কৃষ্ণ! তে তু পাণ্ডবাস্তু বৈশ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।

বৎস! আমি যাহা কহিলাম, উহা ধর্ম্মোপেত বা অধর্ম্মযুক্ত, তাহা জানিনা; কিন্তু উহা আমার স্বভাবতঃ সমুৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। দেখ বেদজ্ঞ (বিদ্যাবন্ত) ও সৎকুলজাত হইয়াও জীবিকার অভাবে তাহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতেছে।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

এইরূপে ভূরি ভূরি স্থানে বৈশ্য শব্দের প্রয়োগ আছে। অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৯ অঃ ভীষ্ম বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিতেছেন "বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ। অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহ মহাবলঃ।" ৩১ তাঁহার নাম বেদ্য, বৈদ্য, যোগী, বীরঘাতী ইত্যাদি—

বৈদ্য প্রবোধনী এখানে বেদ্য ও বৈদ্য শব্দের কি অর্থ করিতে চাহেন?

(৭) ক্ষীরোদ মথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ॥ গরুড় পুরাণ

(১) বশিষ্ঠ উবাচ—ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ২৯

বৈদ্য প্রবোধনীর অনুবাদ—"সমুদ্র মন্থনকালে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বৈদ্য ধন্বন্তরি দেব প্রাদুর্ভূত হইলেন।"

এই ধন্বন্তরি অযোনিসম্ভব, সমুদ্র গর্ভ হইতে সমুদ্ভুত। ভাগবতে তিনি বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥ ৮।৮।২৩ (১)

গরুড় পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকের "বৈদ্য" শব্দের অর্থ বিদ্বান্ বা চিকিৎসক যাহাই হউক, তদ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে প্রমাণ হইল? পুরাণ ও সাহিত্যে অনেক ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কোন্ ধন্বন্তরি বৈদ্যদিগের মধ্যে গোত্র প্রবর্ত্তক তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। "ধন্বন্তরি" উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইত। সুশ্রুত সংহিতার বক্তা ধন্বন্তরি দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন। (২) সুশ্রুতের টীকাকার ধন্বন্তরি শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ধনুঃ শল্যশাস্ত্রং তস্য অন্তং পারম্ এতি গচ্ছতীতি।"

(৮) বৈদ্য প্রবোধনী চন্দ্রের স্তোত্র হইতে—

"যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ।"

উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—"চন্দ্র দেব বৈদ্য ব্রাহ্মণ না হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মণ হইলে পুরুষানুক্রমে রাজা হইতে পারিতেন না।" ইহার অর্থ কি বুঝা যায় না। চন্দ্র দেবতাকে স্তব করিতে গিয়া

---

(১) তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশে সমুৎপন্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। ধন্বন্তরি নামে খ্যাত ও যজ্ঞের ভাগ হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২) বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস বারানসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বর বল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরি সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদ বিদাংবরঃ॥

বৈদ্য ও বিদ্যাবিশারদ বলা হইয়াছে—বিষ্ণুকেও ত সহস্র নামে বলা হইয়াছে "বেদ্যো বৈদ্যঃ"। মহাদেবেরও নাম বৈদ্যনাথ। বটুকভৈরব কেও অষ্টোত্তর শত নামে বলা হইয়াছে "সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।" তাহা হইলে এই দাড়াইল যে চন্দ্র, বিষ্ণু, মহাদেব, বটুক ভৈরব ও কুন্তীপুত্রগণ সকলেই "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" ছিলেন!

প্রবোধনী লিখিয়াছেন "বল্লাল সেনাদি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।" ইহার দ্বারা চন্দ্র দেবতা যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ তাহা কিসে প্রমাণ হইল? চন্দ্রবংশীয় রাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বল্লাল সেন অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি হইয়াও যদি কখনও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বই আর কি বলিব? প্রবোধনীর মতে বল্লাল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইলে "চন্দ্র বংশীয়" কথাটা খাপ খায় না। ধাতুময় ফলক হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি তদনুসারে অর্থ ও পাঠোদ্ধার করিয়া থাকেন। ধাতুময় পদার্থ বহু শত বৎসর কর্দ্দম প্রোথিত ও জলসিক্ত হইয়া থাকায় জঙ্কার পড়িয়া অনেক স্থান অবোধ্য ও অপাঠ্য হইয়া থাকে। একই ফলক হইতে বল্লালকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং অপরপক্ষ অম্বষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন; কেহ বা সেনশর্ম্মা প্রভৃতি তাঁহার ঘাড়ে চাপাইতেছেন। সেন রাজগণ কখনও কখনও ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করিতেন তাহা চট্টোপাধ্যায় নুলু পঞ্চানন (১) ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আপন গোষ্ঠী কথায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

(১) ইহার প্রকৃত নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম বয়সে উহার হাতের শক্তি কম ছিল বলিয়া লোকে নুলো বলিত, শেষে উহাই তাঁহার গৌরবান্বিত উপাধি হইয়াছিল। তিনি একজন অসাধারণ তেজস্বী কুলাচার্য্য ছিলেন। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠী-কথা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিক। এই সকল গোষ্ঠী-কথা লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। সম্বন্ধ নির্ণয় ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রথম মুদ্রিত হয়। উপরের

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ, কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥
রাজপুত ক্ষত্র বল্‌তে বদ্ধ পরিকর।
আজি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই বর্ণের শঙ্কর॥

লালমোহন বিদ্যানিধি সম্বন্ধ নির্ণয় ৩য় সং ৭৩৪ পৃঃ।

নুলো পঞ্চাননের কারিকাতে প্রকাশ আদিশূর ও বল্লাল সেন বৈদ্য, শাস্ত্রানুসারে দ্বিজাতি, তাহাদিগের আচার মাতৃকুলের বৈশ্যাচার। তবে রাজা বলিয়া ক্ষত্রিয়ের ভান করিতেন।

আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি॥ নুলো পঞ্চানন।

সম্বন্ধ নির্ণয় ৭৩৪

৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বল্লাল মোহমুদ্গরে লিখিয়াছেন "সেন রাজগণ সর্ব্বত্র অম্বষ্ঠ শব্দে পরিচিত, অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা, সুতরাং তাহাতে ক্ষত্রিয়ের সংস্রব আদবেই নাই এবং ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ভিন্ন কখন অম্বষ্ঠ বলিয়াও সমাখ্যাত হইতে পারেন না। ফলতঃ সেনরাজগণ বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন না, পরন্তু ষোল আনাই ভান করিতেন। তাম্র ফলকে এমন একটি কথাও বলেন নাই যে উহারা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়। আমরা "চন্দ্র বংশীয়" একথা বলিয়াছেন কিন্তু আমরা চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলেন নাই। তদীয় দান-সাগরে কুত্রাপি বর্ম্মা শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাই তাঁহারা সেন

লিখিত গোষ্ঠী-কথা সম্বন্ধে সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে "হুগলী জিলার ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল শিবনাথ রায় সংগৃহীত, পূর্ব্বস্থানীর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ভটাচার্য্য প্রদত্ত।" এই সকল গোষ্ঠী-কথা সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহার বল্লাল মোহমুদ্গরে ও বসন্তকুমার সেন তাহার বৈদ্য জাতির ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দেব লিখিতেন, দেব বর্ম্মা নহে। প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইলে "রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ" "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" কথাগুলির ব্যবহার করিতেন না।"

আর্য্য শাস্ত্রানুসারে রাজপদ ক্ষত্রিয়ের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার। অন্য জাতি রাজা হইলে অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এজন্যই "চন্দ্র বংশীয়" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিবেন। প্রবোধনী লেখক চন্দ্র বংশীয় কথা দ্বারা বল্লাল সেন যে ব্রাহ্মণ তাহা কিরূপে স্থির করিলেন বরং ক্ষত্রিয় বলিলে কথাটা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইত।

বল্লাল সেনের উত্তর বংশীয়গণের যে পত্র বল্লাল মোহমুদ্গার গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে—তদ্বারা বল্লাল যে অম্বষ্ঠ বৈদ্য তাহাই প্রমাণিত হয়। পরিশিষ্টে ঐ পত্রখানি দেওয়া হইল। বৈদ্য জাতির যে কুলজী গ্রন্থ আছে এবং যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্বারায়ও ঐ কথা সমর্থিত হইতেছে। পুরা বৈদ্য কুলোদ্ভূত বল্লালসেন মহীভুজা। (কবি কণ্ঠহার কুল পঞ্জিকা।)

The universal belief in Bengal is that the Sens were of the medical caste, and families of Vaidya are not wanting in the persent day who trace their lineage from Ballal Sen. Indo Aryan Vol. II. P. 263.

বল্লাল "সেন দেব" বলিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণত্ব বোধক নহে। সকল জাতীয় রাজগণ **দেব** শব্দ ব্যবহার করিতেন। আসামে কোচ বংশীয় রাজগণ অদ্যাপি দেব শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।

বল্লাল সেন অম্বষ্ঠবৈদ্য কি ক্ষত্রিয়, ইহা নিয়া বহুকাল বিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষ তাহাকে অম্বষ্ঠবৈদ্য ও অপর পক্ষ প্রধানত কায়স্থগণ তাহাকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে কত যত্ন ও প্রয়াস

পাইয়াছিলেন। বৈদ্য উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বল্লাল মোহ মুদ্গর নামে একখানি ৫৫২ পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বল্লাল যে অম্বষ্ঠ বৈদ্য তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছিলেন "ইহা একটী সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত স্বীকৃত সত্য যে বঙ্গদেশের সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নির্ব্যূঢ় ভাবে জানিতেন যে মহারাজ আদিশূর ও বল্লাল সেন অম্বষ্ঠাপরনাম-বৈদ্য-বংশ-প্রসূতি।" তিনি বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত তাহা সমস্ত বৈদ্য কুল পঞ্জিকা, ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী ও কোন কোন কায়স্থ কুলপঞ্জীও উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দন। কায়স্থ ঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত কায়স্থ কুল দীপিকা।

অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্রজাত। কায়স্থ ঘটক কারিকা।

ধনঞ্জয় কৃত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী—কুলপ্রদীপ আদিশূর সম্বন্ধে বলিয়াছেন "অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ"

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ। ব্রাহ্মণ দেবীবর (শব্দকল্পদ্রুম) অম্বষ্ঠ দীপিকাধৃত।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ। কুরুতেঽতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥ (শব্দকল্পদ্রুম) অম্বষ্ঠ দীপিকাধৃত।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ধৃত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল পঞ্জী—বল্লাল সেনকে বলিয়াছেন "বৈদ্যকুলোদ্বহঃ" ও "সদ্বৈদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভব" এবং আদিশূরকে বলিয়াছেন শ্রীলশ্রীআদিশূরনামা রাজা সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরম ধার্ম্মিক আসীৎ।"

কবি কণ্ঠহার প্রণেতা রামকান্ত দাস ১৫৭৫ শকাব্দে কণ্ঠহারে লিখিয়াছেন—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভূজা।
ব্যবস্থাপিত কৌলীন্যং তুহীসেনাদিবংশজে॥

এই সকল কুল পঞ্জীতে বৈদ্য কুল অর্থ অম্বষ্ঠ বৈদ্য কুল। কোন কোন পঞ্জীতে অম্বষ্ঠ এবং কোন কোন পঞ্জীতে বৈদ্য শব্দ লেখা আছে। তখনও বৈদ্য অর্থ "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" হয় নাই। যাহা হউক বল্লালের সৌভাগ্য কিনা জানিনা, অধুনা সাব্যস্ত হইল যে, তিনি অম্বষ্ঠ বৈদ্য কি ক্ষত্রিয় নহেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এতকালের জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জী মিথ্যা সাব্যস্ত হইল এবং উমেশ বিদ্যারত্নের প্রচেষ্টা পণ্ড হইল। যাহা হউক বল্লালসেন এখন তিন পক্ষের টানে পড়িলেন।

(৯) বৈদ্য প্রবোধনী বলিতেছেন—

"উৎকৃষ্টবিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই **বৈদ্য** বলা হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে যে বিপ্রগণ সর্ব্ব **বিদ্যা সম্পন্ন হইয়া চিকিৎসা দ্বারা** সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃস্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই "বৈদ্য" "তাত বৈদ্য" (তাত—পিতা) "সর্ব্ব তাত" (সকলের পিতৃ স্বরূপ) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহাঁরাই লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া 'ভিষক্' এবং আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ পুনরায় বেদোক্ত আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধি অনুসারে উপনীত হইয়া সর্ব্ব বিদ্যাবান্ হইতেন বলিয়া "ত্রিজ" নামে অভিহিত হইতেন। এই সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(ক) "যত্রৌষধী সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ॥

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত]

ইহার সায়ণ ভাষ্য—বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ।
অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ॥

যে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধি শক্তিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে।

(খ) ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ ঋক্ ঐ

সায়ণ ভাষ্য—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থ, যে রুগ্নকে ওষধি শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন।

এই দুইটি মন্ত্র দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইল যে চিকিৎসক (বৈদ্য) সেই ব্রাহ্মণ ?

এই অর্থ কোথা হইতে আসিল। এখানে বলা হইল, যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শী তাহাকে চিকিৎসক বলে। এই মন্ত্রে বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। মানুষ মর্ত্ত্য, সেজন্য যেখানে যত জীব জন্তু মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই মানুষ, এইরূপ যুক্তি অসার। ঋষিগণ যুগে যুগে সকল প্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আসিয়াছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতাও ঋষিগণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণই ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। ক্রমে যখন অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইল তখন ঋষিগণ অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া "আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ" (১) আয়ুর্ব্বেদ খানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন তদবধি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা

(১) আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূদ্ অম্বষ্ঠখ্যাতি সংযুতঃ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম পুঃ
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ পরশুরাম সং

ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল। চরক—সংহিতার বক্তা ভগবান্ মহর্ষি অত্রিনন্দন পুনর্ব্বসু এবং শ্রোতা অগ্নি বেশ প্রভৃতি ঋষি। তিনি গ্রন্থের অবতারণায় বলিলেন, কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন, পরে অশ্বিনী কুমার-দ্বয় দক্ষের নিকট এবং ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষিদিগের অনুরোধে ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া ছিলেন। রোগ সকল প্রাদুর্ভাব হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা ও আয়ুর বিঘ্ন হইল। তখন জীবদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। এই সভায় অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গোতম, অগস্ত্য, মার্কণ্ডেয়, আশ্বরথ্য, ভার্গব, চ্যবন, শাণ্ডিল্য, সাঙ্কৃত্য, মরীচি, মৈত্রেয় ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে ইন্দ্রই এ বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা, তিনি রোগে শান্তির উপায় স্থির করিয়া দিবেন। কে সুরভবনে গমন করিবেন, এই কথা উপস্থিত হইবামাত্র ভরদ্বাজ ঋষি বলিলেন এজন্য আপনারা আমাকে নিযুক্ত করুন। তখন ঋষিদিগের অনুমতি মতে ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে গমন করিয়া ত্রিস্কন্ধ অয়ুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়া ঋষিদিগকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিয়া ছিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বসু সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ছয় জন শিষ্যকে পবিত্র আয়ুর্ব্বেদ দিয়া ছিলেন। তাহাদের নাম অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপানি। তখন দেবতারা অধিষ্ঠাতৃরূপে অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতির সংগ্রহসকল, যাবতীয় মহর্ষির অনুমোদিত হইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ পূর্ব্বক ভূতগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। (কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কর্তৃক চরক সং অনুবাদ)

উল্লিখিত বেদ মন্ত্র দুইটী উদ্ধৃত করিয়াও বৈঃ প্রঃ আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে বৈদ্য শব্দ পাইয়া "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সূত্রটি এই ঃ—

বৈদ্যং চরিত্র বন্তং ব্রাহ্মণমুপবেশ্য সপলাশমার্দ্রশাখংযূপং নিধায়।

বৈদ্য প্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন "যিনি স্বয়ং শূলগব যাগ করিয়াছেন তদ্রূপ বৈদ্য ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে উপবেশন করাইবে ইত্যাদি"। এখানে বৈদ্য অর্থ চিকিৎসক নহে। যাগ সম্পাদন কার্য্যে চিকিৎকের কোন প্রয়োজন হইতে পারে না। বৈদ্য অর্থ পণ্ডিত ও বেদজ্ঞ—যিনি শূলগব যাগ প্রতিপাদক বেদ ভাগ অধ্যয়ন করিয়া ঐ যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং চরিত্রবান্ অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে এই যাগ করিয়াছেন।

(১০) বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন জন্য বৈদ্য প্রবোধনী চরক সংহিতা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্য শব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ব মার্ষমথাপি বা।
ধ্রবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্য স্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

চরক সং চিকিৎসিত স্থানম্ ১ অঃ

জ্ঞানং পাঠ নহে, জ্ঞানাৎ হইবে! প্রবোধনী অর্থ করিতেছেন—বিদ্যা সমাপ্তির পর ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের তৃতীয় জন্ম হয় তখনই তাঁহারা "বৈদ্য" উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও সর্ব্ববিদ্যাবত্তাসূচক বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যা সমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্মসত্ব অথবা আর্ষ জ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এই জন্য বৈদ্যকে ত্রিজ বলা হয়।

এই শ্লোকে প্রবোধনীর কথিত বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয় নাই। ভিষক্ শব্দের অর্থ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোথায় পাইলেন ?

তৃতীয়া জাতি ও ত্রিজ পাঠ শুদ্ধ বলিয়া ধরিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইলে চিকিৎসক তৃতীয় জন্ম প্রাপ্ত হন তখন তাহাদিগকে বৈদ্য বলে, জন্ম দ্বারা কেহ বৈদ্য হয় না। বিদ্যা (চিকিৎসা বিদ্যা) সমাপ্ত করিলে তাহাতে জ্ঞানের আবেশ হয় তজ্জন্য বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসকের ত্রিজ নাম হয়। (তৃতীয় বার জন্মিয়াছেন এইরূপ বলা হয়) এই শ্লোকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা ইহার পূর্ব্ব শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন।

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥

শীলবান্ মতিমান্ সংযত দ্বিজাতি ও শাস্ত্র (চিকিৎসা শাস্ত্র) পারগ ব্যক্তি সকল প্রাণীর গুরুর ন্যায় পূজ্য, তাহাকে প্রাণাচার্য্য বলে।

এখানে দ্বিজাতি মাত্রেরই কথা। যে দ্বিজাতি চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী হয় সে সকলের সম্মানার্হ এবং পরের শ্লোকে তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন। এখানে "বৈদ্য শ্রেণীব ব্রাহ্মণের" কোন কথা নাই। তখনও চিকিৎসক বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি হয় নাই। সুশ্রুতের বক্তা কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৮ ক।

এ পর্য্যন্ত আমরা "তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে" ও "ত্রিজঃ স্মৃতঃ" পাঠ শুদ্ধ ধরিয়াই আলোচনা করিলাম।

মহামহোপাধ্যায় চরক চতুরানন শ্রীমৎ চক্রপানি দত্তের টীকা সম্বলিত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ যে চরক সংহিতা দেব নাগর অক্ষরে কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ পাঠ আছে—

বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজো দ্বিতীয়া জাতি রুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্য শব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষ মথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যো দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ।
প্রাণাচার্য্যম্বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্॥

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের টীকা:—

বৈদ্যশব্দ দ্বিজ শব্দযোঃ প্রবৃত্তি নিমিত্তমাহ—বিদ্যেত্যাদি। তেন, বিদ্যাযোগাদ্ বৈদ্যত্বং তথা বিদ্যা সমাপ্তি লক্ষণ জন্মনা দ্বিজত্বং ভবতীত্যুক্তং ভবতি; ব্রাহ্মং বা আর্ষং বা ইতি বিকল্পো বৈদ্য বিশেষাভিপ্রায়াদ্ ভবতি, তয়োর্যোনৈষ্টীক চিকিৎসার্থঃ, তস্য ব্রাহ্মম্ ইতরস্য তু লোকানুগ্রাহিণ আর্ষমিতি ব্যবস্থা। (১)

এখন আমাদিগকে কোন পাঠ ধরিতে হইবে—"ত্রিজঃ" কি "দ্বিজ"

বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত যে দ্বিজ পাঠ ধরিয়াছেন তাহাই ঠিক—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বোম্বাইর সংস্করণেও দ্বিজ পাঠ আছে। অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্নের মুদ্রিত চরকে "ত্রিজঃ" পাঠ আছে কিন্তু তিনি চক্রপাণি দত্তের টীকা ছাপান নাই। ঐ টীকা আলোচনা করিলেই ঠিক পাঠ ধরা পড়িত। তিনি

(১) বৈদ্য ও দ্বিজ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইতেছেন। বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্য বৈদ্যত্ব। আর বিদ্যাসমাপ্তিরূপ জন্ম লাভ করার জন্য দ্বিজত্ব হইয়া থাকে। বৈদ্য বিশেষে ব্রাহ্ম বা আর্ষ শব্দের প্রয়োগ হইবে। যিনি নিয়ম মত (অর্থাদি লইয়া) চিকিৎসা করেন তাঁহার সম্বন্ধে "ব্রাহ্ম" শব্দের এবং অন্যের পক্ষে অর্থাৎ যিনি অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক চিকিৎসাদি করেন তাহার পক্ষে আর্ষ শব্দের প্রয়োগ হইবে।

মুখবন্ধে কবিরাজ হরনাথ বিশারদের সাহায্য প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন সত্য কিন্তু যেরূপেই হউক অনবধানতা বশে এই ভ্রান্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ঠ প্রবোধিনী অবিনাশের পুস্তকে ত্রিজ শব্দ পাইয়া তাহার উপর তাহাদের গবেষণা দাঁড় করাইয়াছেন।

সুশ্রুত সংহিতায় সূত্র স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে আয়ুর্ব্বেদ পাঠের জন্য চিকিৎসক যে শিষ্যকে নির্ব্বাচন করিবেন সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হওয়া আবশ্যক এবং তাহার বংশ, বয়স, শীল, শৌর্য্য, শৌচ, বিনয়,শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি প্রশস্ত হওয়া চাই। মোট কথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির উক্ত সকল গুণ সম্পন্ন ছেলে হওয়া চাই। তৎপর ঐ সকল বালককে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকরণ মতে উপনয়ন দীক্ষা দিবে, কাষ্ঠ দ্বারা হোম, প্রণব ও মহাব্যাহৃতি সহকারে ঘৃতাহুতি প্রদান করাইবে। দেবতা ও ঋষিদিগের উদ্দেশ্যেও স্বাহা উচ্চারণ করিবে। আর শিষ্যকে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যের উপনয়ন (আয়ুর্ব্বেদোক্ত) করিতে পারিবেন। অনন্তর অগ্নিকে তিন বার প্রদক্ষিণ ও সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে কহিবেন তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কর্কশ বাক্য, মিথ্যা বাক্য ও অযশস্কর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; নখ ও লোম যথা সময়ে কর্ত্তন করিবে। কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবে। সত্যব্রত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও অভিবাদন পরায়ণ হইবে। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, প্রব্রজিত, শরণাগত সাধু, অনাথ ও আগন্তুকদিগকে আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বের ন্যায় মনে করিয়া আপনার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে, তাহাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। (১)

(১) দ্বিজ-গুরু-দরিদ্র প্রব্রজিতোপনত-সাধ্বনাথানামুপ
গতানাং চাত্মবান্ধবানামিব স্বভৈষজ্যৈঃ প্রতি কর্ত্তব্য মেবং সাধু ভবতি।

(১১) বৈদ্যগণকে তাত বৈদ্য বলিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ প্রবোধনী রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ দিয়াছেন—

কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।

বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভি মন্যসে। রামা অযো ১০০ সর্গ। (১)

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। তাত শব্দ ভরতের সম্বোধন। ঐ শব্দের সহিত বৈদ্য শব্দের কোন সংশ্রব নাই।

প্রাচীন টীকাকারগণ "বৈদ্যান্ ব্রাহ্মণান্" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু নিপুণাঃ তান্ ব্রাহ্মণান্ অভিমন্যসে বহু মন্যসে" তুমি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়াছ ত? অথবা বৈদ্যান্ পৃথক পদ ধরিলে চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিতেছ ত?

তখন ত্রিবর্ণই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারিতেন কাজেই বৈদ্যান্ পদের দ্বারা আমরা বৈদ্য ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে চিকিৎসকের সংস্থান অতি আবশ্যক বলিয়া চিকিৎসকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এ কথা আসে না। তিনি ভৃত্য, গুরু, পিতৃ তুল্য বৃদ্ধ সকলের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

(১২) বৈদ্য প্রবোধনী বলিয়াছেন মনুর ১২ অধ্যায়ের ১০০ শ্লোকে "বেদজ্ঞ অর্থাৎ বৈদ্যগণই সৈনাপত্য, রাজ্যপালন, দণ্ডনেতৃত্ব ও সর্ব্ব লোকের আধিপত্য করিবার যোগ্য।" তিনি এখানে বেদজ্ঞ অর্থে বৈদ্য-গণ কোথায় পাইলেন? তাহার মতে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ এ সকল কাজ করিবার যোগ্য নহে। এ সকল অধিকার ক্ষত্রিয়ের বলিয়াই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বেদজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী তাঁহারাই এই

(১) এই সর্গের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১০ম, ১৪শ, ১৫শ, ২১শ, ২৫শ, ৩৮শ শ্লোকেও ভরতের সম্বোধনে 'তাত' আছে।

সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। মনু বলিয়াছেন (১) "বেদ শাস্ত্রবিৎ" তাহা হইলেই কি প্রবোধনীর শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে?

(১৩) প্রবোধনীর মতে বৈদ্যের গুরুবৃত্তি ব্রাহ্মণত্বের একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে গুরু গিরির একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতি অনেক স্থানে গুরুগিরি করিয়া থাকেন, তা বলিয়া যিনি গুরুগিরি করিবেন তিনিই যে ব্রাহ্মণ একথা খাটে না। সত্য বটে ব্রাহ্মণ গণকেই শাস্ত্র গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কলিতে ইহার ব্যভিচার বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যথেষ্ট আছে। আসাম প্রদেশে বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কায়স্থ ও শূদ্র গুরু আছে। দিহিং, কমলাবাড়ী, বড়দোয়া প্রভৃতি সত্রের সত্রাধিকারগণ কায়স্থ। তাঁহাদের হাজার হাজার শিষ্য আছে। কয়েক পুরুষ পরে এই অজুহাতে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে পারেন। ঢাকা জেলার ভিতর "সানাড়া" নামক গ্রামে একটী কায়স্থ পরিবার বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামী ও গুরু বলিয়া সুদীর্ঘকাল সম্মানিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতেই ইহাঁরা গুরুগিরি করেন। এই কায়স্থ গোস্বামী পরিবারে যাঁহারা এখনও রহিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানে, আচারে ও চরিত্রে বংশ মর্য্যাদা সর্ব্বথা রক্ষা করিতেছেন। (বীরভূমি ১৩৩৩। পৌষ) এই সকল গুরু বৃত্তি ধারী বৈদ্যগণ যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তাহারা পুরুষানু-ক্রমে কি জন্য ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন ও নামান্তে

(১) সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্ব মেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥
তাৎপর্য্যার্থ, মূর্খ লোককে এই সকল পদ দিবে না।

গোস্বামী লিখিয়াও শর্ম্মা লিখিতে বিরত আছেন? তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ নহেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

(১৪) প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণের অধ্যাপনার অধিকার আছে অতএব তাহারা ব্রাহ্মণ। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভগবান্ মনুর নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।

প্রব্রুয়াদ্ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয় ॥১০।১মনু (১)

এখানে ভগবান্ মনু বেদ পাঠের কথা বলিতেছেন। ত্রিবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদ পাঠ করিতে পারিবে কিন্তু বেদের অধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণই করিবে অন্যে কেহ করিতে পারিবে না। ইহার পরের ৩ শ্লোকে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শাস্ত্র সম্মত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ত থাকিয়া সর্ব্ব বর্ণকে জীবনোপায় বিষয়ে উপদেশ দিবেন। ব্রাহ্মণের বেদে উৎকর্ষপ্রযুক্ত ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। উপনয়ন সংস্কার আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজাতি।

---

(১) ভগবান মনু এই শ্লোকে বেদ পাঠের কথাই বলিয়াছেন। ১।৮৮ ও ২।৭৫ শ্লোকে ব্রাহ্মণের ষট্ কর্ম্ম মধ্যে যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও বেদ পাঠ। মনু সর্ব্বত্রই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, স্বাধ্যায়, আচার্য্য কথা বেদ পাঠ সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। ১।৮৮; ২।৭০।৭১।৭৩।১৪০।১৫৬।১৫৭ শ্লোকে সমস্ত স্থানেই বেদ পাঠের কথা বলিয়াছেন। মনু ১০।১ শ্লোকে বেদ ভিন্ন অন্য শাস্ত্র পঠন পাঠনের কথা বলেন নাই। মেধাতিথি, কুল্লুক, সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ, রাঘবানন্দ, নন্দন, গোবিন্দরাজ সকল টীকাকারই বেদ পাঠ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐরূপ অর্থ না করিলে ফল দাঁড়াইবে যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি কোন বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না,—নিজের ছেলেকেও বর্ণমালা পড়াইতে পারিবেন না। মনু এরূপ আজগুবী অর্থে অধ্যাপনা শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত বহুশত বৎসরের পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কুল্লুকের কোনরূপ ষড়যন্ত্র থাকিতে পারে না।

প্রবোধনীর মতে আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম বেদ কাজেই বৈদ্যগণ যখন আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করান, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ। মনু এখানে বেদেরই কথা বলিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদের কথা বলেন নাই।

বিষ্ণু পুরাণে যে, অষ্টাদশ বিদ্যার তালিকা দিয়াছেন তাহা এই :—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্ম শাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্ব শ্চেতিতে ত্রয়ঃ।
অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥ বিষ্ণু পুঃ

অঙ্গানি—শিক্ষা—কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, চতুর্ব্বেদ—সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব; মীমাংসা, ন্যায় দর্শন, ধর্ম্ম শাস্ত্র (মন্বাদি স্মৃতি) ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। তারপর বলিয়াছেন "আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ব বেদ ও অর্থ শাস্ত্র, এই চারিটী সহ অষ্টাদশ বিদ্যা।" বেদ কথাটা থাকিলেই যদি চতুর্ব্বেদ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ধনুর্ব্বেদ যাহা দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যা, গন্ধর্ব্ব বেদ যাহা দ্বারা গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও চতুর্ব্বেবেদের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কথা হইতেছে মনুর বচন নিয়া; মনু যে বেদ বুঝাইতেছেন তাহাই ধরিতে হইবে। মনু বলিতেছেন চারি বেদের অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ করিতে পারিবে না। আমরা বলিব আমরা আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করাইয়া থাকি অতএব আমরা ব্রাহ্মণ। এরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আয়ুর্ব্বেদ যে প্রকৃত বেদ তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া চরকের সূত্র স্থানের ১ অঃ ১৭ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।" উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, বেদজ্ঞের মতে আয়ুর্ব্বেদই পুণ্যতম বেদ।

তস্য আয়ুষঃ বেদঃ পুণ্যতমঃ অর্থাৎ সেই আয়ুর বেদ (জ্ঞান) অতি পবিত্র। আয়ুর্ব্বেদই পুণ্যতম বেদ এ অর্থ কোথা হইতে আসিল।

সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে, অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীতি আয়ুর্ব্বেদ। যাহার দ্বারা আয়ুর জ্ঞান জন্মে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। চরক ১৬ শ্লোকে বলিলেন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে ও পরের ১৭ শ্লোকে বলিলেন বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আয়ুর জ্ঞান (বেদ) অতি পবিত্র সামগ্রী।

এখানে যে "বেদবিদাং মতঃ।" সেই বেদই (ঋক যজু সাম ও অথর্ব্ব) মনু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকে অধ্যাপনা করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সুশ্রুত ত্রিবর্ণকেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন; কাজেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনার দ্বারা মনুর উল্লিখিত শ্লোক কথিত ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যাপনার অধিকার লাভ হয় না এবং আমরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করাই অতএব আমরা ব্রাহ্মণ, একথা খাটে না।

(১৫) বৈদ্য প্রবোধনীর আর একটী যুক্তি,—বৈদ্যগণের চিরদিনই ব্রাহ্মণোচিত ও ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাধি দেখা যায়। এই প্রবন্ধে পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র ও ভট্টাচার্য্য এবং মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, চূড়ামণি, বাচস্পতি প্রভৃতি যে কয়টী উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটীও ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি নহে। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস জাতীয় উপাধি। (১) বৈদ্যগণ বরাবরই গুপ্ত উপাধি লিখিয়া আসিতেছেন। কেহ কখনও শর্ম্মা লেখেন নাই। বৈদ্যের শর্ম্মা

(১) শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতং।
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতঃ॥ মনু ২।৩২

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মাদি কোন রক্ষা বাচক, বৈশ্যের ভূতি প্রভৃতি পুষ্টি বাচক এবং শূদ্রের দাসাদি কোন প্রেষ্য বাচক উপপদ রাখিবে।

উপাধি হালের আমদানি। জাতিতত্ত্ব বারিধি ও বল্লালমোহমুদ্গার প্রণেতা ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩১২ সন পর্য্যন্ত গুপ্ত ছিলেন ১৩১৮ সনে জাতিতত্ত্ব বারিধির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় হইতে শর্ম্মা লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৩২০ সনে তাঁহার প্রকাশিত মন্দার মালা পত্রিকায় শর্ম্মাপদের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেন তাহার ভণিতায় দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন নাই। বৈদ্য যে দ্বিজাতি তাহা শাস্ত্র ও ব্যবহারানুমোদিত। রামপ্রসাদ কখনও নিজকে শর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দেন নাই এবং ১০ দিন অশৌচও গ্রহণ করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি ইত্যাদি পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বৈদ্যগণ সময় সময় ধারণ করিলেও তদ্বারা তাহারা যে ব্রাহ্মণ তাহা প্রমাণ হয় না। বৈদ্যগণ দ্বিজাতি এবং শাস্ত্রে অধিকারী ছিলেন, কাজেই পণ্ডিত বৈদ্যের পক্ষে ঐ সকল উপাধি ধারণ করা বিচিত্র নহে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য দ্বারিকানাথ সেন ও বিজয়রত্ন সেন গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কখনও শর্ম্মা লিখিয়া ব্রাহ্মণত্বের ভান করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন মহামহোপাধ্যায় উপাধির জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বৃত্তি ব্রাহ্মণগণেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত; উহার প্রতি আমাদের লোভ সংবরণ করাই শ্রেয়ঃ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের ও শাস্ত্রের রক্ষক; হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের রক্ষার বিধান করিতেন। সমাজও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় বিদায় ও বৃত্তি আদির দ্বারা এতকাল ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষার বিধান করিতেছিলেন। বৈদ্য পণ্ডিতগণ কখনও ঐরূপ বিদায় কি বৃত্তি পান নাই। তখন তাঁহাদের মহামহোপাধ্যায়ের বৃত্তি নিয়া ব্রাহ্মণগণসহ কলহ সৃষ্টি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

পাঁড়ে, দোবে, ওঝা প্রভৃতি উপাধি গুলিও জাতি বাচক উপাধি নহে। এগুলি আধুনিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধির স্বরূপ ছিল, ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ বংশেই আবদ্ধ ছিল। কোন বৈদ্য কুলজি গ্রন্থে পাঁড়ে, দোবে ইত্যাদি কৌলিক উপাধি দেখা যায় না। ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভায় বৈদ্যের নিম্নলিখিত কৌলিক উপাধি লিখিয়াছেন যথা ঃ—

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌ চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্র চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।

অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, সোম, নন্দী, চন্দ, কুণ্ড ও রক্ষিত এই তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান।

কবি কণ্ঠহারবিরচিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা যাহা ১২৯২ সনে রাজকুমার সেনগুপ্ত ও চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহাতেও পাঁড়ে, দোবে প্রভৃতি কৌলিক উপাধি নাই। বৈদ্যপ্রবোধনীর কথিত পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র ও ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাচীন কুলজি গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হয় না। ঐগুলি কাল্পনিক ও আধুনিক বলিয়াই অনুমিত হয়। ঐরূপ ২।৪টী উপাধি কুত্রাপি দৃষ্ট হইলেও তদ্দারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হয় না।

(১৬) বৈদ্যপ্রবোধনী জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর চৈতন্য মঙ্গল হইতে আর একটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন—

বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব করে মনের হরিষে॥

ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্থ করিলেও পূর্ব্বে বৈদ্যের উল্লেখ থাকায় বৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত

হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্য "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে "বদ্যি বামুন" বলেন। এই সকল লোকপ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না"। অবশ্য এ লোকপ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না, কিন্তু বৈদ্যগণ যে আবহমানকাল অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন সে লোকপ্রসিদ্ধিও উড়ান যায় না।

শব্দের বিন্যাসের দ্বারা বৈদ্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণের উপর দাঁড় করাইতেছেন। "কায়েত বামুন" "ধোপা নাপিত" প্রভৃতি প্রচলিত কথা দ্বারা কি পূর্ব্ব শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে? তাহা হইলে কায়েতকে ব্রাহ্মণ ও ধোপাকে নাপিত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে? "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" এই সূত্র দ্বারা শব্দ বিন্যাসানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে? (১) শ্বন্ (কুক্কুর) (২) যুবন্ (যুবা) (৩) মঘবন্ (ইন্দ্র)। কুক্কুর ইন্দ্র অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম মঙ্গলের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য" স্থলে প্রবোধনী কি মন্তব্য করিতে চাহেন?

বৈদ্যগণ দ্বিজাতি ও এতকাল আচার নিষ্ঠ ছিল। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন এতকাল আর কোন দ্বিজাতি ছিল না। কাজেই ইতর জাতি কোন স্থানে যদি "বদ্দি বামুন" বলিয়া থাকে তাহা কি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ? বৈদ্যগণ এতকাল অম্বষ্ঠ বলিয়াই পরিচয় দিতেন এখন যদি বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাও প্রমাণ নহে। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলে সকল স্থানে সকল দেশেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

(১৭) বৈঃ প্রঃ বৈদ্যগণের আব একটী ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন—"কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডী কাব্যে বৈদ্য বর্ণনায় লিখিয়াছেন "উঠিয়া প্রাতঃকালে উর্দ্ধ ফোটা করি ভালে" ইত্যাদি। উর্দ্ধ ফোঁটা ধারণ যে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণাচার তাহা

সর্ব্বজনবিদিত।” কবিকঙ্কণ যে অংশে ঊর্দ্ধ ফোঁটার কথা বলিয়াছেন তাহা সমগ্র আলোচনা করা আবশ্যক।

বৈদ্যজনের তত্ত্ব, গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কারো যশ কেহ প্রয়োগের বশ,
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা করে ভালে,
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি কাখে করি নানা পুথি,
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ,
বুকে ঘা মারয়ে সর্ব্বদায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ,
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৩৭ খৃঃ বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণায় দামুন্যা গ্রামে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং ১৫৭৭ খৃঃ চণ্ডী রচনা আরম্ভ করেন। তিনি কলিঙ্গ দেশ হইতে প্রজাগণ গুজরাটে বসত করার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের আগমন বলিয়া এক অধ্যায় লিখেন, পরের অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির আগমন বর্ণনা করেন। শেষোক্ত অধ্যায়ে প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়, তৎপর বৈশ্য ও তৎপর বৈদ্যগণের গুজরাটে বসবাস বর্ণনায় উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ এমন কথা বলেন নাই বরং যে অধ্যায়ে ব্রাহ্মণগণের কথা লিখিয়াছেন,

বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলে ঐ অধ্যায়ে তাহাদের কথা না লিখিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রকরণে বৈদ্যদের কথা সন্নিবেশিত করার কারণ ছিল না। গুজরাটে বৈদ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া উদ্ধ ফোঁটা দিতেন ইহাই মাত্র বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বর্ণনা স্থানে লিখিয়াছেন—

ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে যজু
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত ॥
* * • * *
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ করে কথা,
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানা দেশ হইতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে,
দেই বীর হয় গজ দান ॥
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের বোচকা বান্ধে টান।

(কবিকঙ্কনন চণ্ডী ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস প্রকাশিত দ্বিতীয় সং ৮৭।৮৮।৮৯ পৃঃ।) ব্রাহ্মণের বর্ণনায় মুখুটী, চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, ঘোষাল, পূতি তুণ্ডি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। গুজরাট বর্ণনা যে কবির কল্পিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুজরাটে এই সকল উপাধিধারী ব্রাহ্মণ কোন কালেও ছিল না। বৈদ্যগণ প্রাতঃকালে উর্দ্ধফোঁটা দিতেন, এতদ্বারায় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ তাহা

নির্দ্দেশ করেন নাই বরং ব্রাহ্মণের অধ্যায়ে বৈদ্যগণের বর্ণনা না করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। কবি গোপীনাথ দত্তের "দত্ত বংশাবলী"তে লিখিত আছে যে বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বংশধর শ্রীবৎস দত্ত, যিনি "দত্ত খাঁ" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি ঊর্দ্ধতিলক দিতেন—"ঊর্দ্ধ তিলক দিত ললাট পুরিয়া"

পরে

একদিন তাঁর কাছে বিপ্র একজন।
নমস্কার করিলেক জানিয়া ব্রাহ্মণ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল পরে।
মোর বংশে কেহ যেন তিলক না ধরে॥
সেই হইতে ঊর্দ্ধ তিলক হইল মানা।
এই বংশ তিলক না ধরে কোন জনা॥

আবার বৈদ্য বিজয় গুপ্তের প্রণীত মনসা মঙ্গলে ফুল্লশ্রী গ্রামের বর্ণনায় দেখিতে পাই—

চারি বেদাধ্যায়ী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি নিজ শাস্ত্রে অতীব কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখনের শুর।
অন্য জাতি বৈসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥

ইহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলে একজন বৈদ্য বিজয় গুপ্তের পক্ষে এরূপ ভ্রান্তি কখনও সম্ভবপর হইত না। বিজয় গুপ্ত এই গ্রন্থ ১৪০৬ শাকে (১৪৮৪

খৃঃ) রচনা করিয়াছিলেন।(১) রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে আছে—

চলে রায় পাছে করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিধিধ জাতি দেখে রোজ-গারী।
বেনে, মনি, গন্ধ, সোণা, কাঁসারী, শাঁখারী॥

এখানেও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

(১৮) বৈদ্য প্রবোধনী মুগ্ধবোধ রচয়িতা বোপদেবকে তাঁহাদের ন্যায় "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পূর্ব্বে বোপদেব কোন দেশীয় লোক ছিলেন তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। বোদেবের রচিত শত শ্লোকী গ্রন্থের "দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহাস্থানং" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈঃ প্রঃ লিখিয়াছেন বরদা তট বগুড়া জিলার করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী মহাস্থান নামক জনপদে বোপদেবের বাস ছিল।

১) তিনি নিজ গ্রন্থের এইরূপ সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক॥

অর্থাৎ ১৪০৬ শক।

শ্লোকে আছে "সার্থাভিধানং মহাস্থানং"—তিনি সার্থ নামক দেশবাসী ছিলেন। মহাস্থান দেশের নাম নহে সার্থ দেশের নাম।

বোপদেবের রচিত হরিলীলা বিবরণ গ্রন্থে আছে—

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি হেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥

মন্ত্রি হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই হেমাদ্রি কে ও কোথাকার লোক ছিলেন তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

হেমাদ্রি দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা মহাদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রামদেবের মন্ত্রী (শ্রীকরণাধিপ) ছিলেন। রাজা মহাদেব দেবগিরিতে (১২৬০ খৃঃ—১২৭১ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। বোপদেব যে মন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত ছিলেন, তাহা অন্যত্রও প্রকাশ আছে। মুক্তাফল গ্রন্থেও এই হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্বদ্ধনেশ শিষ্যেণ ভিষক্ কেশব শূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফল মচীকরৎ॥

বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য ও ভিষক্ কেশবের পুত্র হিমাদ্রির আশ্রিত বোপদেব মুক্তাফলগ্রন্থ রচনা করিলেন।

বোপদেবের জন্মস্থান সার্থ নামক দেশে ছিল ঐ সার্থ বেরার দেশস্থ বরদা নদীর তটস্থিত ও মহারাষ্ট্র দেশের দৌলতাবাদ নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী। দেবগিরির যাদবগণ সেই স্থানে রাজত্ব করিতেন এবং হেমাদ্রি ঐ বংশীয় রাজা মহাদেব ও রামদেবের মন্ত্রী ছিলেন।(১)

(১) Shripada Krishna Belvalkar, M.A., PhD., তাঁহার System of Sanskrit Grammar এ লিখিয়াছেন—Bopadeva

কাজেই বোপদেব বঙ্গদেশের করতোয়ার তীরবর্ত্তী মহাস্থানের লোকছিলেন না ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি মন্ত্রী হেমাদ্রির অনুগত দাক্ষিণাত্যের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এখন দেখা যাউক তিনি কোন জাতীয় লোক ছিলেন। তিনি যে **গোস্বামী** ছিলেন তাহা স্বীকার্য্য। মুগ্ধ বোধে তিনি নিজকে বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং **বিপ্রো** বেদপদাস্পদম্॥

এখানে তিনি নিজেকে বিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে তিনি গোস্বামী উপাধিধারী বিপ্র (ব্রাহ্মণ) ছিলেন।

সত্য বটে বঙ্গদেশে বৈদ্য ও কায়স্থ গোস্বামী আছে কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতিতে গোস্বামী পদবী মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোপদেব মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বেকার লোক ছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৮৫ খৃঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

was the son son of a physician named Kesava and his teacher's name was Dhanesa. Bopadeva's birth-place is said to have been some where near the modern Doulatabad in the Maharatta country, then ruled by the Yadavas of Devagiri. Bopadeva is quoted by Mallinath (cir 1350) in his commentary on the Kumara and he is know to have been the protege of Hemadri, who was a minister to Mahadeva the Yadava king of Davagiri (1260-1271 A. D) and to his successor Ramadeva. Bopadev's father as well as teacher lived at a place called Sartha situated on the banks of Varada. He was thus a native of the Berars. (Dr. Bhandarkar's Early History of the Deccan page 89)

বৈঃ প্রাঃ যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহা এই :—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভি ধানং মহাস্থানং
বেদপদাস্পদাগ্রজগ্রণ্যঃ সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশ কেশব বিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্য সুতস্তয়োঃ কৃতমিমাং শ্রীবোপদেব কবিঃ॥

এখানে বৈদ্য শব্দ জাতি বাচক নহে। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র বৈদ্য শব্দ জাতিবাচকরূপে প্রচলিত নাই। বোপদেবের গুরু ধনেশ ও পিতা কেশব উভয়ই বিদ্বান্ ছিলেন বলিয়া বৈদ্যৌ দ্বিবচন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হরিলীলা বিবরণ গ্রন্থে "বিদুষা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মুক্তাফলে ও মুগ্ধবোধে বিদ্বৎ ধনেশ প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানেও বৈদ্যৌ বিদ্বান্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। গুরু ধনেশ চিকিৎসক ছিলেনা, চিকিৎসক অর্থে বৈদ্য শব্দ তাহার প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। উপরে লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

(১) বোপদেব দাক্ষিণাত্য দেশবাসী ও মন্ত্রী হেমাদ্রির অনুগৃহীত লোক ছিলেন। হেমাদ্রি রাজা মহাদেবের (১২৬০—১২৭১ খৃঃ) মন্ত্রী ছিলেন।

(২) তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। মল্লিনাথ ১৩৫০ খৃঃ কুমার সম্ভবের টীকায় বোপদেবের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) বোপদেব গোস্বামী উপাধিধারী বিপ্র ছিলেন।

(৪) তাঁহার পিতা কেশব একজন ভিষক্ (চিকিৎসক) ছিলেন। অবশ্য ইহা দ্বারা তিনি যে বৈদ্য ছিলেন তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না কারণ ভারতের অনেক দেশে ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির মধ্যে চিকিৎসক রহিয়াছে। এই বঙ্গদেশেও চিকিৎসা ব্যবসায়ী অম্বষ্ঠ

জাতির বিদ্যমানতা সত্বেও ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কবিরাজ পদবী দেখিয়া কোন কোন "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" গীত গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীকে স্বশ্রেণীর মধ্যে টানিয়া আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নবদ্বীপাধিপতি লক্ষণসেনের রাজত্বকালে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার পিতা ভোজদেব, মাতা রামা দেবী। গীত গোবিন্দের শেষে এইরূপ আছে—

সমাপ্তশ্চেদং শ্রীগীত গোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্। কৃতিঃ শ্রীভোজ দেবাত্মজ শ্রীরামা দেবী পুত্র শ্রীজয়দেব পণ্ডিতরাজস্যেতি শ্রেয়ঃ। অথ লক্ষ্মণ সেন নাম নৃপতি সময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ প্রতিষ্ঠা।

এখানে ২টী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন "শ্রীজয়দেব পণ্ডিতরাজ" ও "শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ প্রতিষ্ঠা" "পণ্ডিত রাজ" যে অর্থে করিয়াছেন "কবিরাজ" ও সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে কবিরাজ চিকিৎসক কি বৈদ্য জাতির চিহ্ন বোধক রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কবিরাজ অর্থ কবিশ্রেষ্ঠ। তিনি গোস্বামী উপাধিধারী খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে সময় ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদ্য কি কায়স্থের মধ্যে গোস্বামী উপাধি ছিল না।

সাহিত্য দর্পণ রচয়িতা উৎকল দেশবাসী ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ কবিরাজকেও "বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ" বৈদ্য বলিয়া দাবী করিতেছেন। "কবিরাজ" শব্দ দেখিলেই কি 'বৈদ্য' বুঝিতে হইবে? বিশ্বনাথের পিতার নাম চন্দ্রশেখর, ইহার কবিরাজ উপাধি ছিল না; কাব্য প্রকাশের টীকাকৃৎ চণ্ডীদাস ছিলেন বিশ্বনাথের খুল্ল পিতামহ, ইহারও 'কবিরাজ' উপাধি ছিল না; নারায়ণ ছিলেন বিশ্বনাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ,

ইহারও উপাধি কবিরাজ ছিল না। কবিরাজ যদি বৈদ্যবাচক উপাধি হইত তবে ইহাদের কাহারও না কাহারও নামে সেই উপাধি দেখিতে পাওয়া যাইত।

৩০০শত বৎসর পূর্ব্বে আসাম দেশে কামরূপ জিলার বৈকুণ্ঠ নাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য্য কথা গীতা নাম দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গীতা অসমীয়া ভাষায় গদ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পণ্ডিত পুত্র গদাধর **কবিরাজ** নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আজিও ইহাদের বংশধরগণ পাট বাউসী ও বিয়াহ কুচি সত্রের অধিকার (মোহন্ত) পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন (১)। ইহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ এবং ইহাদের বহু মন্ত্র শিষ্য আছে। ইহাদের বংশে আর কাহারও কবিরাজ উপাধি ছিল না ও নাই। কাজেই কবিরাজ শব্দ সকল স্থানে বৈদ্য চিকিৎসক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন ও আছেন। পরের লোক টানিয়া আনিয়া হাস্যাস্পদ হওয়ায় সার্থকতা বুঝা যায় না। এবার মানিকগঞ্জের কায়স্থ কন্‌ফারেন্স বল্লালসেনকে কায়স্থ করিয়াছেন। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কি এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন?

বৈঃ প্রঃ বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উড়িষ্যা ও আসামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৈদ্য কুলজী চন্দ্রপ্রভায় উড়িষ্যাবাসী **বৈদিক-ব্রাহ্মণের** সহিত বাঙ্গালী বৈদ্যের অনেকগুলি যৌন সম্বন্ধের কথা লিখিত আছে।" দৃষ্টান্তও দিয়াছেন যথাঃ—

(ক) রাম সেনেন জগৃহে নিজ দুর্দ্দৈব দোষতঃ।
শ্যাম দাসস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটকস্থিতেঃ॥ চন্দ্রপ্রভা

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামীর সম্পাদিত কথা গীতা।

(খ) অথো শরণকৃষ্ণেণ বালেশ্বর নিবাসিনঃ।
কন্যা মহেশ দাসস্য গৃহীতা দৈব দোষতঃ॥ চন্দ্রপ্রভা

(ক) রামসেন নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ কটক নিবাসী শ্যামদাস মিশ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন।

(খ) শরণকৃষ্ণ দৈবদোষে বালেশ্বর নিবাসী মহেশ দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

অতঃপর বৈদ্য প্রবোধনী বলেন "ইহাদিগকে উড়িষ্যা প্রবাসী বৈদ্য সন্তান বলিবার উপায় নাই। তাহা হইলে তাঁহাদের কন্যা গ্রহণে দৈবদোষের উল্লেখের প্রয়োজন হইত না।"

বৈঃ প্রঃ মতে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ তবে তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করিয়া দৈবদোষগ্রস্ত কিরূপে হইলেন? আর চন্দ্রপ্রভা কুলজী গ্রন্থের রচয়িতা ভরত মল্লিক নিজে অম্বষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন ও সেই ভাবে তিনি ভট্টির টীকায় আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় বৈদ্য কোন উড়িষ্যাবাসী **ব্রাহ্মণের** কন্যা বিবাহ করিলে ভরত কুলজীতে স্পষ্ট উল্লেখ করিতেন। বৈদ্যগণ নানা দেশে গিয়া হীনাচার অবলম্বন করিয়া ও স্থানভ্রষ্ট দোষবশতঃ গর্হিত হইয়াছিলেন একথা চতুর্ভুজ ও দুর্জ্জয় দাস উভয়েই তাহাদের কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

স গত্বা মগধেদেশে ভস্থৌ তত্র মুদান্বিতঃ।
শূদ্রাচারোঽভবৎ সোঽপি **স্থান দোষাতি** গর্হিতঃ॥

* * * * *

বৈদ্যধর্ম্মং পরিত্যজ্য শূদ্রাচাররতোঽভবেৎ।
অতোঽসৌ লোধ্র দেশীয়োরাজেতি পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স এব গতবান্ পূর্ব্বং মগধেচ কৃতাশ্রয়ঃ।
অম্বষ্ঠে চাভবৎ হীনঃ স্থান দোষাত্তি গর্হিতঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

ময়ূরে গতবান্ দত্তঃ শূদ্রাচার পরায়ণঃ।
স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য নীলাচলং সমাশ্রিতঃ।
সুনামি দেবো বিখ্যাতোঽম্বষ্ঠে তু কুলাধমঃ॥ চতুর্ভুজ

এইরূপে বৈদ্যগণ নানা দেশে গিয়া আচার ও স্থানভ্রষ্ট নিবন্ধন হেয় হইয়াছিলেন।

নীলাচল অর্থাৎ **জগন্নাথ ক্ষেত্র** আশ্রয় করিয়া বিখ্যাত সুনামি দেব অম্বষ্ঠের মধ্যে কুলাধম হইয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্যাম দাস ও মহেশ দাস স্থানভ্রষ্ট দোষে এবং সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠাচার পরিত্যাগ করিয়া হীনাচার অবলম্বন করায় তাহাদের সহিত স্বস্থানের আচারবান্ বৈদ্য সন্তান যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় **দৈবদোষ** উল্লেখ করিয়াছেন। শ্যামদাসের মিশ্র উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয় না। মিশ্র উপাধি জাতিবাচক উপাধি নহে। উড়িষ্যায় গিয়া সম্ভবতঃ আজকাল পাঁড়ে, দোবে, চৌবে প্রভৃতি উপাধি গ্রহণের ন্যায় মিশ্র উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহারা ব্রাহ্মণ হইলে ভরত মল্লিক অবশ্য তাহাদের নামের শেষে শর্ম্মা যোগ করিতেন অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিতেন।

ভরত মল্লিক নিজে কথনও ব্রাহ্মণত্বের ভান করেন নাই এরূপস্থলে একজন অম্বষ্ঠ বৈদ্য কোন ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিলে, একথা তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেন।

বৈঃ প্রঃ মতে "আসামে ব্রাহ্মণ বৈদ্যের যৌন সম্বন্ধ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।" ইহা সম্পূর্ণ অলীক।

আসামে বৈদ্যজাতি নাই। তাঁহারা বেজবড়ুয়াদিগকে বৈদ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং বেজ বড়ুয়া অর্থ করিয়াছেন বৈদ্য-ব্রাহ্মণ— বৈদ্যের অপভ্রংশ বেজ্ এবং ব্রাহ্মণ বাচক বটুশব্দের অপভ্রংশ বড়ুয়া। জানিনা এ ব্যাখ্যা কাহার কল্পিত। বড়ুয়া একটী রাজদত্ত উপাধি, সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। শূদ্র জাতীয় অনেক বড়ুয়া আছে এমন কি মুসলমানের মধ্যেও রহিয়াছে। মঙ্গলদৈর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ বড়ুয়া জীবিত রহিয়াছেন। বেজ বড়ুয়া বলিয়া কোন জাতি বা শ্রেণী নাই। আসাম রাজার সময় কোন একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ দেশান্তর হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন রাজা তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেজ বড়ুয়া উপাধি দিয়াছিলেন। বেজ অর্থ চিকিৎসক বড়ুয়া অর্থ প্রধান। উক্ত ব্রাহ্মণের বংশীয়গণ মাত্র অদ্যাপি বেজ বড়ুয়া পদবী ব্যবহার করিতেছেন এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণসহ চিরকাল অবাধে আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

বৈঃ প্রঃ দেশান্তরে বৈদ্যের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যদিগকে গয়ালী ও সারস্বত ব্রাহ্মণের দায়াদ বলিতেছেন। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ আর গয়ালী ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। যাহারা সারস্বত ব্রাহ্মণ তাহারা গয়ালী ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিত দ্বিজ এবচ।
বরাহস্য তু ধর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে পুনঃ॥

ভৃগু-ভারত সং (লালমোহন সম্বন্ধ নির্ণয়)

বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও

উৎকল এই পঞ্চদেশ সমুদ্ভব পঞ্চ গৌড় ব্রাহ্মণগণকেই কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। মাগধ (গয়ালী) ও মাথুর (মথুরার) ব্রাহ্মণদিগকে নির্দ্দেশ করা হয় না। বৈঃ প্রঃ মাথুর ব্রাহ্মণের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ছাড়েন নাই। সারস্বত, মাগধ (গয়ালী) ও মাথুর (মথুরার) ব্রাহ্মণ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। মাগধ ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-কল্পিত ও মাথুর ব্রাহ্মণ বরাহ অবতারের ঘর্ম্মবিন্দু হইতে জাত।

"এই কারণে এই দুই প্রকার বিপ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য নন। তবে তীর্থস্থানে থাকেন বলিয়া তাঁহাদের এত মহিমা। তীর্থ স্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিশেষ আদরণীয় হয় না।"(১)

মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকামলৌ
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি॥

অত্রি সং (পুনা স্মৃতি সমুচ্চয়)

মগধ দেশীয় গয়ালী, মথুরাবাসী, কপটাচারী প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।

কেহ আবার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের দায়াদ বলিতেছেন (২)। বৈদ্য-"ব্রাহ্মণ"গণ সম্মানিত নিজের অম্বষ্ঠ জাতি ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ হইবার জন্য উৎফুল্ল হইয়াছেন, কখন কি বলিবেন ঠিক পাইতেছেন না। কেহ বলিতেছেন গৌণ ব্রাহ্মণ (৩) কেহ বলিতেছে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বৈঃ প্রঃ আর একটী ধূয়া যে আমরা অম্বষ্ঠ দেশবাসী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ নামে

---

(১) লালমোহন সম্বন্ধ নির্ণয় তৃতীয় সং ৩৭।৩৮ পৃঃ

(২) গোপী চন্দ্র সেন গুপ্তের বৈদ্য পুরাবৃত্ত ৮৭ পৃঃ

(৩) উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন জাতিতত্ত্ব বারিধি ১৮০ পৃঃ

"যাহারা বংশ পরম্পরা ক্রমে চিকিৎসক তাহারা কখনই গৌণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না।"

(১৯) ইহার পরে বৈদ্য প্রবোধনী বলিতেছেন "আর যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করাও যায় যে, বৈদ্যগণ মনূক্ত "অম্বষ্ঠ" জাতীয়, তাহা হইলেও বৈদ্যগণ অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণের ন্যায় অসবর্ণা বিবাহ-জাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ নহেন। পুরাণাদিতে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অসবর্ণা বিবাহ জাত।" এই বলিয়া পরাশর, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিরনাম করিয়াছেন। সত্যসংকল্প ঋষিগণের চরিত্র আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, মহাপুরুষের চরিত্র দুর্ব্বোধ, অননুকরণীয়, রহস্যময় এবং তাঁহাদের আদেশই যথাধিকার প্রতিপালনীয়। রাসলীলা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিরসন করিতে গিয়া শুকদেব এই কথাই বলিয়াছিলেন ;

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥

ভাগ ১০।৩৩।৩০

অগ্নি সকল দ্রব্যই দহন ও ভক্ষণ করিলেও যেমন তাঁহার অভক্ষ্য ভোজন বা বধাদি জন্য কোন দোষ হয় না, সেইরূপ তেজস্বী ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে কোন দোষ স্পর্শ করে না। যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র জীব তাহারা ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিগণের আচরণ, বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা ত দূরের কথা, মনেও কখন আচরণ করিবে না ; এই কথা বলিয়া পরে শুকদেব মহাদেবের কালকূট পানের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। মহাদেব লোক হিতার্থে কালকূট পান করিয়াছিলেন বলিয়া অন্য লোকে পান করিলে যেরূপ তাহার প্রাণ নাশ হয়, তদ্রূপ জীবগণ মূঢ়তা বশতঃ ঈশ্বরগণের ন্যায় আচরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তবে জীবগণের কর্ত্তব্য কি ?

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্য তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তং সমাচরেৎ ॥
ভাঃ ১০।৩৩।২

শ্রীধরস্বামী অর্থ করিলেন—আচরিতুং তু ক্বচিৎ সত্যমতঃ,
তেষাং বচসা যদ্ যদ্ যুক্তমবিরুদ্ধং তত্তদেব চরেৎ।

ঈশ্বরগণ লোক শিক্ষার জন্য যে শাস্ত্রবিধি প্রনয়ণ করিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। তাঁহাদের সকল প্রকার আচরণ আমাদের পক্ষে সত্য অর্থাৎ অবলম্বনীয় নহে। তাঁহাদের যে সকল আচরণ তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ তাহাই আমাদিগের পালনীয়।

শাক্তিপুত্র পরাশর দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়ন-শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন 'কে আমাকে অনুসরণ করিতেছে?' তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'হে মহাভাগ! আমি আপনার পুত্র শক্তির সহধর্ম্মিনী-তপস্বিনী।' মহর্ষি কহিলেন 'পুত্র! পূর্ব্বে শক্তিমুখে যেরূপ সাঙ্গ-বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ষড়ঙ্গ-বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে?' অদৃশ্যন্তী কহিলেন, 'আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির এক পুত্র হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল, ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।' তৎপর অদৃশ্যন্তী ভর্ত্তৃসদৃশ এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। সত্যসন্ধ তপোধনগণ যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহাই হইত। শক্তির ঔরসে মহা তপস্বিনী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে গৃহীতবেদ পরাশর জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা যে সকলের পক্ষেই সম্ভব হইবে তাহা নহে।

ঋষিবর পরাশর মুহূর্ত্তমধ্যে কুজ্ঝটিকা ও দ্বীপ সৃষ্টি করিলেন এবং মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে যোজনগন্ধা করিলেন। সত্যবতী বর চাহিলেন "যাহাতে আমার পিতামাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয়

তাহাই করুন। এবং আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন ও অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎ প্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সর্ব্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার যৌবন যেন সর্ব্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে (১)। পরাশর বলিলেন, সুন্দরি! শ্রবণ কর, তোমার পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে। তোমার পুত্র পুরাণকর্ত্তা, বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগ কর্ত্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিশ্রুত হইবে। ঋষি উপভোগান্তে প্রস্থান করিলেন। সত্যবতী সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্যায় গমন করিলেন। মাতাকে বলিয়া গেলেন স্মরণ মাত্রেই আপনাকে দর্শন দিব। এই উপাখ্যান শেষ করিয়া সূত কহিলেন—

ঋষিগণ! এই দ্বৈপায়ন জন্মে কোনও সন্দেহ করিবেন না; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনিজনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই গ্রহণ করা উচিত। ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণে সঙ্ঘটিত বলিয়া জানিবেন নচেৎ মুনিবর কামাসক্ত হইয়া এরূপ অনার্য্য সেবিত কার্য্য করিতে পারেন না (২)। এখানে ব্যাসের জন্মেও সত্যসন্ধ ঋষির সত্যসংকল্প রহিয়াছে। বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য উভয়ই মিত্র ও বরুণের তেজঃ-পূর্ণকুম্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমত ভগবান্ অগস্ত্য উৎপন্ন হন কিছুকাল পরে ইক্ষাকুগণের কুলদৈবত তেজস্বী বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের তেজঃ প্রভাবে সেই কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠদেব মহারাজ নিমির শাপে অশরীর হইয়া অন্য স্থূল শরীর লাভের বাসনায় পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন —হে "মহাভাগ! তুমি মিত্রাবরুণ সম্ভূত তেজে প্রবিষ্ট হও। তুমি

(১) যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ!।
কন্যা ব্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম!॥
পুত্রশ্চত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্ভুত বীর্য্যবান্।
গন্ধোঽয়ং সর্ব্বদা মে স্যাদ্ যৌবনঞ্চ নবং নবম্॥

দেবী ভাগবত ২।২।২৮।২৯

(২) দেবী ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়।

অযোনিজ হইবে এবং বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার প্রজাপত্য লাভ করিবে। (১)

গাধিরাজের কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। সত্যবতী ও তাঁহার মাতা, পুত্র কামনা করিয়া, মহর্ষি ঋচীককে যজ্ঞ করিতে বলেন। সেই যজ্ঞে দুই প্রকার চরু প্রস্তুত হয়। সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপত্তির জন্য সত্যবতীর নিমিত্ত ব্রাহ্ম-মন্ত্রে এবং শ্বশ্রূর নিমিত্ত ক্ষত্র-মন্ত্রে চরু প্রস্তুত করেন। কিন্তু কন্যা ও মাতা একের চরু অন্যে ভক্ষণ করেন। ঋষি চরু-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া সত্যবতীকে বলিলেন "চরু-বিপর্য্যয়ে দুই গর্ব্ভে দুই বিপরীত সন্তান জন্মিবে। তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি হইবে এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" সত্যবতীর অনুনয়ে, ঋচীক কহিলেন—"তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইবে না বটে ; কিন্তু তোমার পৌত্র রুদ্র-ভাবাপন্ন হইবে।" তদনুসারে সত্যবতীর গর্ব্ভে জমদগ্নি এবং তাঁহার মাতার গর্ব্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। চরু-বিপর্য্যয়ে এইরূপে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, এবং জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সংহার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। (২)

ভগবান্ অগস্ত্য স্বীয় সন্তান পরম্পরা বিস্তার করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া কুত্রাপি যোগ্যা ও সদৃশী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না ; পরে যে সমস্ত প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তিনি সেই সকল সংগ্রহ করতঃ তদনুরূপ একটি অপূর্ব্ব স্ত্রী রত্ন নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিদর্ভ রাজকে আত্মার্থে নির্ম্মিতা সেই কন্যা প্রদান করিলেন। সেই কন্যা বিদর্ভরাজ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। মহীপাল বিদর্ভ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে তাঁহারা কন্যাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। অগস্ত্য এই লোপামুদ্রাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করেন। লোপামুদ্রা স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইয়া অগস্ত্য সহ অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল পরে লোপামুদ্রা তাঁহার গর্ভে প্রভূত বীর্য্যসম্পন্ন অপত্যের প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য পরম শ্রদ্ধাসহকারে

---

(১) রামায়ণ উত্তর কাণ্ড ৬৫।৬৬ সর্গ

(২) বিষ্ণু পুঃ চতুর্থ অংশ ৭ম অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ পঞ্চদশ অধ্যায়।

গর্ভাধান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পরে সপ্তম বৎসর অতীত হইলে এক মহাকবি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ সদ্যোজাত কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াই সাঙ্গোপনিষদ বেদ জপ করিতে লাগিলেন। তেজস্বী অগস্ত্য-নন্দন বাল্যকালেই পিতার আলয়ে ইধ্ম অর্থাৎ অগ্নিসন্দীপন কাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হইয়াছিল। তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্য এইরূপে অত্যুত্তম অপত্য উৎপাদন করিলেন। তদীয় পিতৃলোক পরম গতি লাভ করিলেন। (১) যিনি নিজে কন্যা সৃষ্টি করিতে পারেন এবং যাহার পুত্র সপ্তম বৎসরকাল মাতৃগর্ভে উপচিত হইতে পারে, সেই ঋষি ইচ্ছামত পুত্র লাভ করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি! আবার যেখানে ঋষির সংকল্প নাই সেখানে ঋষির ঔরসে জন্মলাভ করিলেও মাতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দৃষ্টান্ত—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। যেখানে ঋষিও তাঁহার সংকল্প নাই সেখানে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় দেবমীঢ়ের দুই স্ত্রী—একটী ক্ষত্রিয়া ও অপর বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শূর ও তৎপুত্র ক্ষত্রিয় বসুদেব এবং বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে পর্জ্জন্য ও তৎপুত্র বৈশ্য নন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈঃ প্রঃ "পুরানাদিতে অসংখ্য প্রমাণ আছে" বলিয়া কয়েকটী সত্য সংকল্প ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ঋষিগণ মন্ত্র দ্রষ্টা ছিলেন তাঁহাদের সংকল্প সত্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা ছিল। কাজেই ঐ সকল দৃষ্টান্ত অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে। মন্বাদি কোন স্মৃতি শাস্ত্র অনুলোম জাতির মাতৃ সবর্ণতা লাভ ভিন্ন পিতৃ সবর্ণতা লাভের বিধি নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্র দ্বারা এক বাক্যে আমাদের মাতৃজাতিত্ব আদিষ্ট হইয়াছে। গালব ঋষির মন্ত্রপূত কুশ পুত্তল দ্বারা অম্বষ্ঠ জাতির সৃষ্টির একটী প্রসঙ্গ স্কন্দ পুরাণের নামে প্রচলিত আছে। একদা মহর্ষি গালব যজ্ঞীয় কাষ্ঠ ও দর্ভ আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে বৈশ্যা কন্যা বীরভদ্রা জলপূর্ণা কলসী সহ গৃহে যাইতেছে। উহার নিকট ঋষি পিপাসা দূরীকরণার্থ জল প্রার্থনা করিলেন। ঋষি জল পান করিয়া

(১) মহাভারত বনপর্ব্ব।

তৃপ্ত হইলেন এবং বৈশ্যা কন্যাকে একটী কুলপাবন সৎপুত্র লাভকর বলিয়া বর প্রদান করিলেন ; কন্যা বলিলেন, 'আমি অনূঢ়া'। গালব ঋষি উহাকে লইয়া আশ্রমস্থিত মুনিদিগের নিকট উপনীত হইয়া বরদানাদি বৃত্তান্ত বলিলেন। আশ্রমস্থ ঋষিগণ বলিলেন আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই বলিয়া তাঁহারা একটী কুশপুত্তল নির্ম্মাণ ও বেদমন্ত্র-পূত করিয়া বীরভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। উক্ত পুত্তলটী একটী সচেতন বালকে পরিণত হইল। ঋষিগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া উক্ত বালক বেদ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে "বৈদ্য" (বেদোদ্ভবো বৈদ্যঃ) এবং অম্বাক্রোড়ে অথবা অম্বাকুলে স্থিতিকরিবে বলিয়া, অম্বষ্ঠ নামে সমাখ্যাত করেন। উহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া তাহার ধর্ম্ম বৈশ্যবৎ হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। (১)

এই আখ্যায়িকার মূল্য যাহাই হউক অম্বষ্ঠ জাতির স্মৃত্যুক্ত মাতৃকুলাচার সমর্থিত হইতেছে। কুলাচার্য্য চতুর্ভুজ সেনও এই আখ্যায়িকা তাঁহার কুলগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া বৈদ্যের বৈশ্যাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ, প্রাদুর্ম্মুদং বেদতএব জাতঃ।
বৈদ্যস্ততোয়ং জননী কুলে চ, স্থাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥
এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে, মুনয়ঃ দেবরূপিণঃ।
অমৃতাচার্য্য ইত্যস্য চক্রুর্বৈশ্যাভিধানকং॥

*   *   *   *

বৈশ্যবৎতস্য কর্ম্মাণি নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ।
অম্বষ্ঠানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ততো মাতৃকুলে স্থিতিঃ॥
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্কন্দ পুরাণ)
(উমেশ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক জাতিতত্ত্ব বারিধিতে উদ্ধৃত বচন)

একটী দেশ ছিল আমরা তদ্দেশ বাসী ছিলাম। "তজ্জন্য কুলজী গ্রন্থে ক্বচিৎ বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম দেখিতে পাওয়া যায়।" একথার কোন মূল্য নাই, অবশ্য অম্বষ্ঠ দেশের সকল লোক ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না এবং অম্বষ্ঠ বলিলেই তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ বুঝা যাইতে পারে না। ঐ দেশবাসীর মধ্যে ক্ষত্রিয়াদি নানাবর্ণের অধিষ্ঠান অবশ্যই ছিল। বৈঃ প্রঃ সভা পর্ব্বের ৫১ অধ্যায় হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেই আছে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি দেশের ক্ষত্রিয় বর্গ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিয়াছিলেন। বৈঃ প্রঃ ২৬ পৃষ্ঠায় অম্বষ্ঠ দেশের ৬০ হাজার পদাতিক, ৬ হাজার অশ্বারোহী ও ৫ শত রথীর উল্লেখ করিয়াছেন।

মনু প্রভৃতি স্মৃতি কারগণ অম্বষ্ঠ জাতিকে চিকিৎসা বৃত্তি দিয়াছিলেন। সেই অম্বষ্ঠ ও বৈঃ প্রঃ যাহাদিগকে অম্বষ্ঠ দেশবাসী বলিতেছেন তাহারা এক লোক নহে ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে (মনু ১০।৮) বলিয়া মনু যে অম্বষ্ঠের বর্ণনা করিয়াছেন সেই অম্বষ্ঠকেই ৪৭ শ্লোকে "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" বলিয়া চিকিৎসা বৃত্তি দিয়াছেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সেই অম্বষ্ঠ জাতীর এবং তজ্জন্যই তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়। কাজেই বৈঃ প্রঃ আমাদিগকে অম্বষ্ঠ দেশবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া যে ব্যাখ্যা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহার কোন মূল্য নাই। সেইরূপ হইলে কুলজী গ্রন্থেও অম্বষ্ঠ দেশবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখিত থাকিত।

(২০) বৈদ্য প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন, যেহেতু তাঁহারা কার্পাস নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন এবং ভবতি ভিক্ষাং দেহি বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্রের ও বৈশ্যের মেষ লোমের উপবীতের ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু সকল দেশে সকল

দ্বিজাতিগণ কার্পাসোপবীত ধারণ করেন। পশ্চিম দেশের ক্ষত্রিয়গণ এবং মাড়োয়ার দেশের আগরওয়ালা- বৈশ্যগণ কার্পাসের যজ্ঞ সূত্র ধারণ করেন; তাহারা কি সকলেই ব্রাহ্মণ? মেখলা সম্বন্ধেও ঐ কথা। কালক্রমে পার্থক্য উঠিয়া গিয়াছে (১)। কলিকাতায় উড়িষ্যা দেশবাসী মুটিয়া মজুরের গলায় কার্পাস নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দেখা যায়, ইহারা সকলেই কি ব্রাহ্মণ? ভবতি শব্দের অগ্রপশ্চাৎ প্রয়োগ কিছু একটা প্রমাণ নহে। ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য জাতির যজ্ঞোপবীত দিয়া থাকেন; তাঁহারা অতটা তলাইয়া দেখেন না এবং এরূপ পার্থক্য যে আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাঁহারা নিজে যে ভাবে ভিক্ষা করিতেন তদ্রূপই বলিতে শিক্ষা দেন। আর সর্ব্বত্রই যে এইরূপ প্রয়োগ হয় তাহার প্রমাণ কোথায়? আজকাল ব্রহ্মচর্য্যই নাই তার আবার ভিক্ষা কি? বৈদ্য প্রবোধনী বলেন "উপনয়ন রাঢ় দেশে চিরকালই অখণ্ডিত।" একথা কেহ অস্বীকার করে না। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার প্রমাণ, যে দেশে উপনয়ন অখণ্ডিত সে দেশ হইতেই পাওয়া যায়। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারও দশ দিন অশৌচ, এত বড় একটা মোটা কথায় কাহারও ভুল হইত না।

(২১) বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার আর একটা ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া ২টা বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

---

(১) শাস্ত্রে পৃথক পৃথক জাতির বিভিন্ন বস্ত্র ও উত্তরীয়ের বিধান করিয়া পরে সকলের পক্ষেই কার্পাস বস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা

সর্ব্বেষাঞ্চ কার্পাসসঙ্কারিকৃতং। কাষায়মপ্যেকে।

বাক্ষং ব্রাহ্মণস্য মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রে ইতরয়োঃ॥ গৌতম ১ম অঃ

দণ্ড সম্বন্ধে মহর্ষি গৌতম পৃথক পৃথক কাষ্ঠের ব্যবস্থা দিয়া পরে বলিয়াছেন সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠ দণ্ড ধারণ করিতে পারে। গৌতম ১ম অধ্যায়।

(১) দৃষ্ট্বা জ্যোতিষিকান্ বৈদ্যান্ দদ্যাৎগাং কাঞ্চনং মহীম্।
(২) রিক্তপাণির্ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুং॥

জ্যোতিষিক, রাজা ও চিকিৎসককে রিক্ত হস্তে দর্শন করিতে নিষেধ করিযাছেন। শেষোক্ত বচনের পাঠ শব্দ কল্পদ্রুমে "রিক্ত পাণি" স্থলে "রিক্ত হস্ত" আছে।

ইহার দ্বারা বৈদ্যকে কিছু দর্শনী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র। শব্দ কল্পদ্রুমে ঐ বচনের পূর্ব্বে আছে "দূতো রোগী চ রিক্তহস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেৎ।" যে দূত চিকিৎসককে আনিবার জন্য প্রেরিত হইবে সে ও রোগী চিকিৎসককে কিছু দিবে। ডাক্তার কবিরাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কোন চিকিৎসককে রক্ষা করিবার জন্য যদি কেহ কখনও বৃত্তি স্বরূপ ভূমি দান করিয়া থাকেন তাহা কি এই মনু কথিত নিষেধ বাক্য মধ্যে আসে। রাজগণ ভূমিদান করিয়া নানা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতেন, ইহার বহুল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। আসাম দেশে হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ অনেক ভূমি দান করিয়া ছিলেন। ঐ সকল দান গ্রহীতার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছে। (১)

ভগবান্ মনু ১০ অধ্যায়ের ৭৫—৭৮ শ্লোকে নিম্ন লিখিত মত ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা :—

সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। ষট্ কর্ম্ম মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং

(১) ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধে ঈশ্বর ঘোষ যে গোপ জাতীয় ছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় ১৩২০ সনের ভাদ্র মাসের প্রকাশিত ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় দেখাইয়াছেন।

সৎপ্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। দান, অধ্যয়ন এবং যাগ এই তিনটী উহাদের কর্ত্তব্য এবং ক্ষত্রিয়বৎ ঐ কার্য্য বৈশ্যের পক্ষেও নিষিদ্ধ। প্রজা-গণের রক্ষা বিধানার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি; পশু পালন কৃষি বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা। দান, যাগ ও অধ্যয়ন উভয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের প্রজা পালন, ও বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশু পালন। মনু ব্রাহ্মণেতর জাতিকে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চিকিৎসকের অর্থ গ্রহণ দান নহে এবং ইহাকে প্রতিগ্রহ বলা যাইতে পারে না। (১)

(২২) প্রবোধনীয় মতে "রাঢ়ীয় সমাজের বহু বৈশ্য চিরদিনই শালগ্রাম শিলা পূজা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইতেছে। দুর্গা পূজা ও কালীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন।"

দ্বিজাতি মাত্রই শালগ্রাম পূজনের অধিকারী, ইহা ব্রাহ্মণত্বের নিদর্শন নহে। সৎ শূদ্রের অর্থাৎ বৈষ্ণব শূদ্রেরও শালগ্রাম পূজার অধিকার বৈষ্ণবদের অনুমোদিত (হরিভক্তি বিলাস) (২) পশ্চিম দেশে

---

(১) অধুনা যে সকল বৈদ্য সন্তান নবপর্য্যায়ে শর্ম্মা হইয়া শ্রাদ্ধাদিতে প্রতিগ্রহ করিতে লোলুপ তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের নিম্নলিখিত বাক্যের আলোচনা করিবেন। আজিও অনেক সদাচারী ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন না। প্রতিগ্রহেন তেজোহি বিপ্রাণাং সাম্যতেঽনঘ। মহা অনু ৩৫।২৩

হে অনঘ! দান গ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে।

(২) বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং শালগ্রামশিলার্চ্চন।

অধিকারো ন শূদ্রাণাং হরের্র্চ্চার্চ্চনে ক্বচিৎ। ব্রঃ বৈঃ পুঃ

এ প্রমাণ বৈদ্য প্রবোধনী নিজেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক শালগ্রামশিলার্চ্চনে। পদ্ম পুঃ

ক্ষত্রিয়গণ শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকেন। বৈদ্যগণের পৌরহিত্য কার্য্য করার কোন নিদর্শন নাই। নিজের বাড়ীর দুর্গা পূজা কি কালী পূজা করিবার কোনও বাধা নাই। চণ্ডী পাঠ সকল দীক্ষিত ব্যক্তিই করিতে পারেন। পুরাণ পাঠে সকল জাতির সমান অধিকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের বিধান মত আগমোক্ত পূজা গুরুর অভাবে যজমান নিজেই করিবে। (১)

প্রবোধিনী বলেন "মৌদ্‌গল্য, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ কৌশিক প্রভৃতি বৈদ্যগণের গোত্র প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণও যে বৈদ্য ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাওয়া যায় (চরক সূত্র ২১—২১ অঃ দ্রষ্টব্য)।" ইহার অর্থ কি ? প্রবোধিনীর মতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; সেরূপ স্থলে কেবল এই কয়জন ঋষি কেন, সমস্ত ঋষিগণই বৈদ্য ! আর বৈদ্য অম্বষ্ঠবর্ণ হইলে ইহারা কেহই যে অম্বষ্ঠ ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। গোত্র বিষয়ে নানা প্রকার বিতর্ক আছে। রঘু নন্দন বলেন—

"প্রত্যেক বংশের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ব জাতিরই গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ব স্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্ব পুরুষীয় পুরোহিত-দিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র বুঝিতে হইবে।" এই মত ঠিক হইলেও অম্বষ্ঠ বৈদ্যের প্রতি বর্ত্তিতে পারে না। অম্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যা কন্যাজাত তখন যে ব্রাহ্মণ আদি পুরুষ হইতে জন্ম হইয়াছে তাঁহার নাম অনুসারে বৈদ্যের গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই

(১) আগমোক্ত পূজনেতু অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং।
গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ॥

বৈদ্য কুল চন্দ্রিকা বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ স্বীকার করিয়া গোত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তান সম বিশ্রুতঃ।
তত্তদ্‌গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠাদ্যস্তু সকর্ম্মণা॥

যে যে মুনির সন্তান তাহার গোত্রও তাঁহার নামানুসারে হইয়া থাকে এবং নিজের কর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে। একই গোত্রের বৈদ্য কেহ বা কর্ম্ম দোষে নীচ ও কেহ বা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। বৈদ্যদিগের মধ্যে সিদ্ধ সাধ্য ও কষ্ট কুল আছে।

সিদ্ধং সাধ্যং তথা কষ্টং ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।
কবি কণ্ঠহার কুলপঞ্জিকা।

এখন কথা হইতেছে যে, বৈদ্যগণ যদি সত্যই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে বঙ্গদেশে তাঁহারা কিরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব হারাইলেন। কিরূপে উপবীত ধারী বৈদ্যগণ দশাহের পরিবর্ত্তে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন, নামান্তে শর্ম্মা লেখার পদ্ধতিই বা কেন পরিত্যক্ত হইল এবং কেনই বা সেন, দাস, দত্ত, ধর, কর লিখিয়া অন্তে শর্ম্মার পরিবর্ত্তে শাস্ত্রীয় বৈশ্যোপাধি গুপ্ত লিখিতে লাগিলেন? এই সকল কথার সৎ উত্তর কি? যাঁহারা শর্ম্মা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই একটা জবাব ঠিক করিয়াছেন। এখন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বৈদ্য প্রবোধনীর মতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ বৈদ্য-দিগকে অম্বষ্ঠ জাতি রূপে পরিচিত এবং বৈশ্যাচারী করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে সেই আজ্ঞা পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর স্মৃতিকণ্ঠ এবং গোপাল কবিরাজ মহাশয় কোলব্রুক সাহেবের হিষ্টরি অব দি রিচুয়ালস অব বেঙ্গল নামক হস্ত লিখিত পুস্তক দেখিয়া রাজা

গণেশের সেই আজ্ঞা পত্রখানি অবিকল লিখিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা এই :—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু বৈদ্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তা বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-গণেশচন্দ্রনৃপতেরনুজ্ঞয়া বিপ্রাণামনুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যন্তি মূলব্রাহ্মণঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণা অমীভিঃ সহ ভোজনাদি করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি॥ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞানশালী ও বিদ্বান্ ছিলেন, এখন তাঁহারা শক্তিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধ অনুসারে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতি আজ্ঞা করিতেছেন যে অদ্য হইতে **অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ** বৈশ্যাচারী হইবেন এবং **অপর ব্রাহ্মণেরা** তাঁহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন না। যদি অপর কোন ব্রাহ্মণ **অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের** সহিত ভোজনাদি করেন তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পতিত হইবেন। (বৈদ্য প্রবোধনী)। মূলে **অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ** শব্দ নাই কেবল অম্বষ্ঠ বলিয়াই আছে। অপর কোন ব্রাহ্মণ স্থলে মূল **ব্রাহ্মণ** আছে।

অনুবাদ এইরূপ দাঁড়াইবে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞান যুক্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন। সম্প্রতি তাহারা শক্তিহীন ও আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এইজন্য ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতি আজ্ঞা করিতেছেন যে অদ্য হইতে অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাচারী হইবেন। মূল ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ উহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন তাহারা পতিত হইবেন।

যাহাতক এই আজ্ঞা প্রচারিত তাহাতক বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচার

ছাড়িয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলেন এবং রাতারাতি সকলে পনর দিন অশৌচগ্রহণ ও শর্ম্মা উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্য হইয়া গেলেন। "এক জন না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

এটা অতি রহস্য পূর্ণ কথা বটে; আর এতকাল কুলজী গ্রন্থকারগণ মধ্যে কেহই কিছুই জানিলেন না। বৈদ্যদিগের মধ্যে কোন কালেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না; কিন্তু সকলেই রাজার মোহাজ্ঞায় পড়িয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন। এই নৃপাজ্ঞার কোনরূপ জনশ্রুতি বা প্রবাদ রহিল না; হঠাৎ একদিন এসিয়াটীক সোসাইটী হইতে এই অমূল্য রত্ন আবিস্কৃত হইল। বৈদ্যগণ বৈশ্য হইলেন এবং শর্ম্মা উপাধিও ত্যাগ করিলেন; কিন্তু গোস্বামী উপাধি গ্রহণ ও মন্ত্র দেওয়া কার্য্যে কোন বাধা হইল না। বল্লাল ও লক্ষণ সেনের বিবাদের একটা স্মৃতি আজিও রহিয়াছে এবং কুলজী গ্রন্থেও মহারাজ রাজবল্লভ যে ব্যবস্থা নিয়াছিলেন তাহাতেও লিপিবদ্ধ আছে। রাজা গণেশ বল্লালের অনেক পরের লোক অথচ বল্লালের স্মৃতি রহিয়া গেল কিন্তু গণেশ রাজার কথা সাফ্ মুছিয়া গেল। এটা কি একটা প্রহেলিকা নহে? লক্ষণ ও বল্লালের বিবাদের স্মৃতি কত স্থানে আছে। লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ভট্ট কবি মহাত্মা গোবিন্দ ভট্ট লক্ষ্মণ সেনের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "অনাচারী বৈদ্যকা উপবীত তোড় দিয়া, সাধু সমাজকো সম্মান বাড়ায়া হ্যায়।"

যে সকল বৈদ্য বল্লাল সেনের গৃহে অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন এবং ধন লোভে কি রাজ ভয়ে বল্লাল সেনের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন লক্ষ্মণ সেন সেই অনাচারী বৈদ্যগণের উপবীত ছিন্ন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা "পূর্ব্ববৎ ব্যবহার সে দেশে করিলা"। যে সকল বৈদ্য রাঢ় দেশে চলিয়া যায়, তাহাদের পূর্ব্বের আচার অক্ষুণ্ণ রহিল।

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নুলো পঞ্চানন লিখিয়াছিলেন

বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতি হীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি স্থতে।

এই সময় বল্লালের অবৈধ আচরণে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা যায় এবং কতক বৈদ্য ভিন্নদেশে পলাইয়া যায়।

রামজীবন এই কাহিনী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—

লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত॥

যাহারা বল্লালসহ সংসৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই সকল অনাচারীর "উপবীত তোড় দিয়া" আর যাহারা পৈতা ত্যাগ করিয়া সদাচার রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা পুনরায় পৈতা গ্রহণ করিয়া "পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত" প্রাপ্ত হইলেন, পূর্ব্বরীত ত্যাগ করিলেন না। যাহারা রাঢ় প্রভৃতি দেশে পলাইয়া গিয়া অনাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা "পূর্ব্ববৎ ব্যবহার সে দেশে করিলা।" এই রামজীবন মহারাজ রাজবল্লভের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কুল পঞ্জিকাতে লিখিয়াছিলেন—

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসেন শাস্ত্রের প্রমাণ॥

দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনঃ করে দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত॥

এ সময়ও কেহ বৈদ্যের পূর্ব্বরীত পরিত্যাগ করিলেন না। যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিলেন তাঁহারা পূর্ব্বের মত দ্বিজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। অথচ কেহ রাজা গণেশের অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানিলেন না। সকলেই বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া পনর দিন অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন। এত বড় রাজা যে বল্লাল সেন, তাঁহার শাসনেও সকল বৈদ্য পূর্ব্বাচার ত্যাগ করেন নাই; আর রাজা গণেশ বলিলেন, আজ অবধি তোমাদের ১৫ দিন অশৌচ হইল, অমনি রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ সমস্ত দেশের বৈদ্য সমাজ এক যোট হইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলেন। রাজা গণেশ ত বাড়ী বাড়ী পাহারা দেন নাই, তাঁহারা নিজ ঘরে ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া গোপনে পিতৃপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করায় কি বাধা ছিল? ঐ সময় বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে ধর্ম্মভাব লুপ্ত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতার শ্রাদ্ধ পতিত করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা কল্পনার অতীত।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পরও কি বৈদ্যগণ নিজ নিজ অশৌচ ও আচার গ্রহণ করিতে পারিলেন না? রাজা গণেশ মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪১৪।১৫ খৃঃ পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ্ শাহ নামে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কাজেই সে সময় বৈদ্যগণের পূর্ব্বাচার গ্রহণের কোন বাধা ছিল একথা বলিতে পারা যায় না।

কথিত রাজাজ্ঞার অস্তিত্ব ও যথার্থতা সম্বন্ধে কোন রূপ আস্থা স্থাপণ করা অসম্ভব। এ কথার কোন মূল থাকিলে চতুর্ভুজ সেন ১৩৪৭ খৃঃ তাঁহার প্রণীত কুলজী গ্রন্থে বৈদ্যগণকে বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠ (১)

(১) বৈদ্য • পৃষ্ঠা।

বলার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বৈদ্য প্রবোধনীর মতে আমরা সে সময় খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলাম! কুলাচার্য্য পণ্ডিত দুর্জ্জয় দাস ১৪০০ খৃঃ কাছাকাছি কোন সময়ের লোক ছিলেন (১)। তাঁহার কুলজীতে আমরা এ প্রসঙ্গের নিদর্শন পাইতাম। কাজেই রাজা গণেশের জাতি-পাত করার প্রসঙ্গ অলীক ও অপ্রামাণ্য। উদ্ধৃত আজ্ঞা পত্রে দেখা যায়, সে সময় দুই শ্রেণী ছিল—এক শ্রেণী অম্বষ্ঠ ও অপর শ্রেণী মূল ব্রাহ্মণ। অম্বষ্ঠগণ আচার হারাইলেন কিরূপে, তাহার কোন উল্লেখ নাই আর বিপ্রগণই বা হঠাৎ কেন ঈর্ষা পবতন্ত্র হইয়া এরূপ অনুরোধ করিলেন তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। প্রবোধনীর মতে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একটী স্বতন্ত্র জাতি নহেন; বৈদ্যগণ বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অম্বষ্ঠ নহেন। একথা সত্য হইলে হঠাৎ রাজাজ্ঞায় অম্বষ্ঠ শব্দ কোথা হইতে আসিল। আর একটী কথা বিবেচ্য, চারি ভাইয়ের মধ্যে দুইজনে বিদ্যাবলে বৈদ্যত্ব (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করিল, অবশিষ্ট দুইজন মূল ব্রাহ্মণ রহিয়া গেল। রাজাজ্ঞায় বৈদ্য দুই জনই জাত্যন্তরিত হইল। এরূপ অবস্থায় বংশাবলী দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকিত। শ্রীহট্ট প্রদেশে বহু পুরুষ পূর্ব্বে কোন পরিবারের এক শাখা মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এক শাখা এখনও হিন্দু আছে। ইহাদের সম্বন্ধ এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই এবং বংশাবলীর দ্বারা অদ্যাপি সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে। বক্ষমান বিষয়ে যাঁহারা বৈশ্যাচারে অপসারিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত বংশাবলী দ্বারা অপর শাখার সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় থাকিত। কত সহস্র বৎসর হইল রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ বিভিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু আজিও কুলজিগ্রন্থ দ্বারা সম্বন্ধ ও বংশ স্থির করার উপায় আছে। এ

(১) বৈদ্য হিতৈষিণী (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) পৃঃ ১০৮।

ভাবে পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ আজ্ঞা পত্র যে অলীক ও অসার তাহাই প্রমাণিত হয়। বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের চিকিৎসা বৃত্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ত অতি হেয়, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন (১)। যে সকল বৈদ্য, ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কি তবে এই হেয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণ হইতে প্রস্তুত আছেন? বৈদ্যগণের বৃত্তি যখন চিকিৎসা, তখন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইয়া অতি নীচ ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িবেন।

ভগবান মনু ১০অঃ ৪৬ শ্লোকে বলিলেন—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

যাহারা দ্বিজগণের অপসদ (২) ও অপধ্বংসজ (৩) পুত্র তাহারা দ্বিজদিগের পক্ষে যে সকল কর্ম্ম গর্হিত (নিন্দিত) তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

---

(১) চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংস বিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ মনু ৩য় অঃ ১৫২

চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমা পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রয়ী এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে হব্য কব্যে পরিত্যাগ করিবে।

(২) অপসদ পুত্র ছয়টী মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ (মনু ১০।১০) ইহারা অনুলোম জাত বৈধ পুত্র।

(৩) অপধ্বংস পুত্র ছয়টী—সূত, মাগধ, বৈদেহ, অযোগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল (মনু ১০।১১।১২) ইহারা প্রতিলোমজ বর্ণশঙ্কর ও অধম সন্তান।

৪৭ শ্লোকে বলিলেন—

স্থতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রী কার্য্যং মাগধানাং বনিক্ পথঃ ॥

স্থত জাতির বৃত্তি অশ্বসারথ্য; অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা; বৈদেহ জাতির বৃত্তি অন্তঃপুর রক্ষা এবং মাগধ জাতির বৃত্তি স্থল ও জলপথে বাণিজ্য। ইহার পরে মনু অন্যান্য জাতির বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করা হইল না।

এই ২টী শ্লোকের আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, অম্বষ্ঠকে যে চিকিৎসা বৃত্তি দিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নিন্দিত ও হেয়। এ জন্য চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (মনু ৩।১৫২)

অত্রি বলিলেন—

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র পাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি ॥ ৩৭৮ অত্রিসং

অজাজীবী অর্থাৎ মেষ ব্যবসায়ী, চিত্রকর, **চিকিৎসা ব্যবসায়ী**, নক্ষত্রজীবী এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।

বিষ্ণু ৮২ অধ্যায়ে

পিত্র্যকার্য্যে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে নক্ষত্রজীবী, দেবল, **চিকিৎসক** ও অন্যান্য কতকগুলি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙ্ক্তি দূষক (অর্থাৎ ইহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে আহার করা দোষজনক) ব্রাহ্মণাপসদাহেতে কথিতাঃ পঙ্ক্তি দূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্নাচ্ছ্রাদ্ধ কর্ম্মণি পণ্ডিতঃ ॥

সৌর পুরাণ ১৯ অঃ

নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক্ শাস্ত্রোপজীবিনঃ।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*　　*　শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ॥

নক্ষত্র তিথি বক্তা ও বৈদ্যশাস্ত্রোপজীবী অর্থাৎ চিকিৎসা বৃত্তিক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ডের ৩১ অধ্যায়ে ৫৫।৫৬ শ্লোকে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের পক্ষে নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন—

বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ।
লাক্ষা লৌহাদি ব্যাপারী রসাদি বিক্রয়ী চ যঃ॥ ৫৫
স যাতি নাগ বেষ্টঞ্চ নাগৈর্ব্বেষ্টিত এব চ।
বসেত স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ॥ ৫৬

যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞ বৃত্তি বা বৈদ্য বৃত্তি উপজীবীকা এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লৌহ ও রসাদি বিক্রয়কারী সে নাগবেষ্ট নামক নরকে নাগগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও দংশিত হইয়া নিজ লোম পরিমিত বৎসর বাস করে।

ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি সমস্ত শাস্ত্রে নিন্দিত। চিকিৎসাজীবী ব্রাহ্মণ পতিত ও অপাঙ্‌ক্তেয়। কোন শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মনু (১০।৮১।৮২) বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ যদি নিজ বৃত্তি অধ্যাপনা, যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহ দ্বারা কুটুম্ব সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক জীবীকানির্ব্বাহে অসমর্থ হন, তবে গ্রাম রক্ষাদি ক্ষাত্রিয় বৃত্তি দ্বারা জীবীকানির্ব্বাহ করিবেন। নিজ বৃত্তি ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি এই উভয় বিধকর্ম্ম দ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিবে তখন কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয় হইবে।

কোন অবস্থায় এমন কি আসন্ন বৃত্তি রূপেও মনু ব্রাহ্মণকে চিকিৎসা বৃত্তির অধিকার দেন নাই।

চিকিৎসা যে বৈদ্যগণের জাতীয় বৃত্তি বা ব্যবসা এ সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই। "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ" দলের একজন প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "এ কথা অবিসংবাদী সত্য চিকিৎসাই আমাদের জাতীয় ব্যবসা।" শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ"গণের মহা সমস্যা উপস্থিত! তাহাদের চিকিৎসা বৃত্তি ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের দাবী উভয়ই রক্ষা করিতে হইবে কাজেই কেহ বলিতেছেন চিকিৎসা ব্রাহ্মণের যাজনের অন্তর্ভুক্ত। আবার বৈদ্য-জাতির বর্ণ ও গৌরব প্রণেতা বলিতেছেন "ব্রাহ্মণের ষড়্ বৃত্তির অতিরিক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি বিশেষ বৃত্তিতে অধিকার থাকা প্রযুক্তই বৈদ্য, ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে পরিগণিত"।

ব্রাহ্মণের পক্ষে সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। চিকিৎসা যাজনের অন্তর্ভূত হইলে মনু অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্ (মনু ১০।৪৭) বলিয়া চিকিৎসা অম্বষ্ঠদিগের বৃত্তি কেন নির্দ্দেশ করিবেন এবং কেনই বা মনু ১০।৪৬ শ্লোকে বলিবেন যে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে যে বৃত্তি নিন্দিত তাহা অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণের বৃত্তি হইবে ও পরের ৪৭ শ্লোকে অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কাজেই মনুর ১০ অধ্যায়টী বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বর দাবীর পরীপন্থী হইয়া পড়িয়াছে।

"বৈদ্য-ব্রাহ্মণ" সমাজের নেতাগণ সুর তুলিয়াছেন মনুর দশম অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত এবং বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির সহকারী সভাপতি ও পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তকে প্রমাণ স্থলে দাঁড় করাইয়াছেন। এই

রমেশচন্দ্র দত্তই আমাদের অপৌরুষেয় বেদকে চাষার গান বলিয়াছিলেন! সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের মধ্যে মনুর প্রাধান্য, আর মনুর বিপরীত অন্য স্মৃতির কথা গ্রাহ্য নহে (১)। মনুসংহিতাখানি সমগ্র ভারতের গ্রন্থ; পাশ্চাত্যদেশে ও নানাস্থানে ইহার মূল ও অনুবাদ রহিয়াছে। আর এখন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া একটী অধ্যায়কে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু অম্বষ্ঠ জাতির কথা ও তাহার বৃত্তির কথা যে অন্যান্য শাস্ত্রে আছে তাহার উপায় কি হইবে?

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ জাতি সে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। শাস্ত্র, সদাচার, লোক ব্যবহার, কুলজী-গ্রন্থ সমস্তই সমস্বরে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নহে, এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, এই উক্তির অনুকূলে যে সকল যুক্তি ও হেতু উপস্থাপিত করা হইতেছে তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্রসঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে?

(২) বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্রসঙ্গত এবং তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

১০ অঃ ৮ শ্লোক।

কুল্লুক টীকায় লিখিযাছেন—"কন্যাগ্রহণাদত্র ঊঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং।" ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ।

---

(১) মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। বৃহস্পতি

এখন এই অম্বষ্ঠ কোন বর্ণ হইবে এবং তাহাদের আচার কিরূপ হইবে ?

ভগবান্ মনুর ১০ অঃ ৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন অনুলোম জাত পুত্রগণ পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে। শ্লোকটী এই ঃ—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাষু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

বৈঃ প্রঃ এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষত যোনি ও দ্বিজত্ব সামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনুলোমজ সন্তান (অর্থাৎ উত্তম বর্ণ কর্ত্তৃক নিম্নতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তান) জাতিতে পিতৃ বর্ণই হইয়া থাকে।

এইটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অনুবাদ ; এখানে "আনুলোম্যেন" শব্দ দ্বারা উত্তম বর্ণ কর্ত্তৃক নিম্নতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তান বুঝাইতেছে না।

মনুর ভাষ্য ও টীকাকার মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এখানে "আনুলোম্যেন" শব্দের অর্থ "যথাক্রমে," "ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং" "ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যনুক্রমেণ"।

এইটী সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সকল বর্ণের সন্তান বিষয়ক বিধি। এই শ্লোকের প্রকৃত অনুবাদ—ব্রাহ্মণজাতীয়া (বিবাহের পূর্ব্বে) অক্ষত যোনি বিবাহিতা পত্নীতে ব্রাহ্মণ পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ, ঐরূপ ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষত্রিয়, ঐরূপ বৈশ্যাতে বৈশ্য পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র বৈশ্য এবং ঐরূপ শূদ্রাতে শূদ্র পতি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র শূদ্র হইবে। পরের শ্লোকে ভগবান্ মনু অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা ঃ—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ মনু ১০।৬

কুল্লূক—আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ, যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং, তান মাতুর্হীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃ সজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃ-সদৃশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃ জাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ।

অনন্তরবর্ণজা পত্নীর অর্থাৎ পরের জাতীয় পত্নী, যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় পত্নী, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও বৈশ্যের শূদ্রা পত্নীতে জাত (মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ) সন্তানের বিষয় বলিতেছেন, ইহার পরের শ্লোকে "দ্ব্যেকান্তরাসু" জাত পুত্রের কথা বলিবেন।

৬ শ্লোকের অর্থ এই যে, অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান জনকের সহিত সবর্ণ হয় না। তাহারা নিশ্চয়ই জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি অর্থাৎ মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতৃ জাতি হইতে হীন হইবে। এই নির্দ্দেশ গৌরবার্থক বুঝিতে হইবে। (১)

(১) বৃদ্ধ হারীত বীজের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন জাতীয় গৌরব নিম্ন লিখিত মতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য (অম্বষ্ঠ), ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচ জন দ্বিজ; ইহারা গৌরবে প্রত্যেকে পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে নিকৃষ্ট ও পরবর্ত্তী হইতে উৎকৃষ্ট। অনুলোম জাত পুত্রগণ মাতৃসবর্ণ হইলেও বীজের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন গৌরবে [সম্মানে] উচ্চ নীচ হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র রহিয়াছে। শূদ্র জাতির অন্তর্গত বহু জাতি আছে তাহাদের মধ্যে গৌরবে উচ্চ ও নীচ ভাব বর্ত্তমান আছে। হারীত এই স্থানে কে কোন্ জাতি ও তাহার সংস্কার কোন্ জাতির ন্যায় হইবে তাহা বলেন নাই।

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্মং বিদ্যাদিমং বিধিম্। ৭

ভর্ত্তা হইতে অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়ের নিয়ম সকল বলা হইল। অতঃপর ভর্ত্তা হইতে এক বর্ণ ও দ্বিবর্ণান্তরজা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত তনয়ের বিষয়ে বক্ষ্যমাণরূপ বুঝিবে। এই বলিয়া পরের ৮।৯ শ্লোকে বলিলেন ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভ সমুৎপাদিত সন্তান অম্বষ্ঠ, পরিণীতা শূদ্রার গর্ভ সম্ভূত সন্তানেরা নিষাদ বা পারশব এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক শূদ্রাগর্ভ সম্ভূত সন্তান উগ্র নাম প্রাপ্ত হয়।

১০ শ্লোকে ভগবান্ মনু বলিলেন —

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃস্মৃতাঃ ॥ ১০

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন বর্ণের স্ত্রীতে জাত সন্তান ৩টী এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র ২টী এবং বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন ১টী মোট ছয় সন্তান সবর্ণ পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন।

কুল্লূক—ষট্পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।

এই কয়টী শ্লোক আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে ৫ম শ্লোকে অনুলোম বর্ণ জাত সন্তানের কথা নাই। যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে ঐ শ্লোকে "জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে" জাত্যংশে সে তাহাই হয় বলিয়া ১০ম শ্লোকে "ষড়েতেঽপসদাঃ" এই ছয় জন নিকৃষ্ট এবং ৬ষ্ঠ শ্লোকে

এই বচন জাতিতত্ত্ব বিবেক, অম্বষ্ঠ দীপিকা, শব্দ কল্পদ্রুম, গোপীচন্দ্র সেনগুপ্তের বৈদ্য পুরাবৃত্তে, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জাতিতত্ত্ব বারিধির ১৬৭ পৃঃ, বসন্ত কুমার সেনের বৈদ্য জাতির ইতিহাসে এবং রাজকুমার সেনগুপ্ত ও চন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সম্পাদিত সদ্বৈদ্য কুল পঞ্জিকার মুখবন্ধে উদ্ধৃত আছে। তাহারা সকলেই গৌরবার্থক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্লোকেও তাহাই আছে।

মাতৃ দোষ বশতঃ পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট বলার কোন সার্থকতা থাকে না।

যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ত্রীতে জাত পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইত তাহা হইলে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ বলিয়া পৃথক সংজ্ঞা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, সকলকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। ক্ষেত্রের দোষ অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণী অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ও তদপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী হীনা হইবে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কাজেই শাস্ত্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যায় উপজাত সন্তানকে পৃথক ভাবে নামাঙ্কিত করিয়া আপেক্ষিক হীনতা সূচিত করিতেছেন।

ব্যাস সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকে বলিতেছেন—

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্র বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মানি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ ৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ। ৮ (১)

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীজাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয় পত্নী জাত সন্তানের সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্য জাতির মত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য

---

(১) এই শ্লোকের পাঠের কিছু তারতম্য আছে। বঙ্গবাসী হইতে মুদ্রিত ব্যাস সংহিতায় "ক্ষত্র বিন্নাবু বিপ্রবৎ" আছে। পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত স্মৃতি সমুচ্চয়েও ঐরূপ পাঠ আছে। আলিগড় হইতে ১৮৬১ খৃঃ যে অষ্টাদশ স্মৃতি মুদ্রিত হয় তাহাতে "ক্ষত্র বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ" পাঠ আছে। ৺গোপী চন্দ্র সেন গুপ্তের ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বৈদ্য পুরাবৃত্তে "ক্ষত্র বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ" পাঠ আছে।

কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধম জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্র অপেক্ষা অধম। গোপী চন্দ্র সেন ৭।৮ শ্লোকের অর্থ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রগণের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ; ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রগণের জাত কর্ম্মাদি ক্ষত্রিয়বৎ (বিপ্রবৎ পাঠ ধরিলে বিপ্রবৎ) বৈশ্য কর্ত্তৃক স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রদিগের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে ও শূদ্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রবৎ করিবে। এই অর্থ সমীচীন নহে, কারণ তাহা হইলে ব্যাসের নিম্নলিখিত বচনের সহিত বিরোধ হয়।

যে তু জাতাঃ সমানাসু সংস্কার্য্যাঃ স্যুরতোঽন্যথা। (১)

যাহারা সমান জাতীয়া পত্নীতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদেরই স্বজাত্যুক্ত সংস্কার হইবে। আর, ব্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে সবর্ণা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করারও কোন অর্থ থাকে না। ভগবান মনুও যে ১০অঃ ১৪ শ্লোকে (২) অনুলোম জাত সন্তানগণ মাতৃজাতীয় সংস্কার যোগ্য এবং ঐ

(১) কুল্লুক ব্যাসের এই বচন মনুর ১০ অঃ ৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ ইত্যভিধায় বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ব্রুবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্যৈব ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। অর্থ- যাজ্ঞবাল্ক্যও "সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে স্বজাতি উৎপন্ন হয় বলিয়া পরে বিবাহিত পত্নীতে" এই কথা লিখিলেন—তাহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাহ্মণাদির দ্বারা সবর্ণা পত্নীতে উৎপাদিত পুত্রের ব্রাহ্মণাদির জাতি হইবে।

(২) পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তর নাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে। মনু ১০।১৪

অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০ শ্লোকে অনুলোম জাত পুত্র "অপসদাঃ" অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধ হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন ৬টী অপধ্বংসজা (নিন্দনীয়) পুত্র কোন্ কয়টী? তদুত্তরে ভীষ্ম বলিলেন ব্রাহ্মণের অসবর্ণাজাত ৩টী ক্ষত্রিয়ের ২টী ও বৈশ্যের একটী, এই ছয়টী। অনুলোম জাত সন্তানকে অপধ্বংস ও প্রতিলোম জাত সন্তানকে অপসদ বলিয়া উহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। উহারা কেহই

কুল্লুক—মাতৃজাতিব্যপদেশকথনং মাতৃজাতি সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।

অর্থ—দ্বিজাতিগণের অনুলোম ক্রমে (অনন্তর বর্ণজ, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর বর্ণজ) তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কার যোগ্য।

(১) যুধিষ্ঠির উবাচ।

ষড়পধ্বংসজাঃ কে স্যুঃ কে বাপ্যপসদাস্তথা।
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাতুং মে ত্বমর্হসি॥ অনু ৪৯।৬

ভীষ্ম উবাচঃ—ত্রিষুবর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজনস্য ভারত॥ ৭
একো বিড়্বর্ণ এবাথ তথাত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ষড়পধ্বংসজাস্তে হি তথৈবাপসদান্ শৃণু॥ ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন পিতামহ কীদৃশ পুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ জাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র এবং ক্ষত্রিয় জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র, বৈশ্য জাতি শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অপসদ পুত্রগণের কথা শ্রবণ কর। ইহা বলিয়া ভীষ্ম প্রতিলোমজাত পুত্রগণকে অপসদ বলিয়া তাহাদের কথা কীর্ত্তন করিলেন। মনু অনুলোমজাত পুত্রদিগকে অপসদ ও প্রতিলোম পুত্রদিগকে অপধ্বংসজ এবং মহাভারত অনুলোমজাত পুত্রদিগকে অপধ্বংসজ এবং প্রতিলোমজাত

সবর্ণজাত পুত্রের ন্যায় নহে। মহাভারত প্রতিলোমজাত সন্তানকে **অতি নীচ** ও মনু অনুলোম জাত সন্তান সবর্ণ হইতে হীন, এই অর্থে অপসদ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পর ব্যাসের ২য় অধ্যায়ের ১০।১১।১২ শ্লোক আলোচনা করা আবশ্যক। ঐ শ্লোক কয়টী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

> ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
> তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন **সবর্ণাৎ প্রহীয়তে**॥ ১০
> উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
> স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ ১১
> নানা বর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
> ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু॥ ১২

অনুবাদ—স্ববর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কাম বশত যদি অসবর্ণা কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তবে সেই অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তানগণ **কিঞ্চিৎ হীন হইবে** প্রকৃষ্ট রূপে হীন নহে। ১০। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচ বর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। ১১। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী। সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্ম ত্যাগ করে না ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা।১২

পুত্রকে অপসদ বলিয়াছেন। মনুও মহাভারত দ্বিজাতি মাতার গর্ভে জন্মা ৩টি অনুলোম জাত পুত্রকে (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য) দ্বিজাতি বলিয়াছেন। কাজেই এই ৩ পুত্র সবর্ণ পুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট—মনু অপসদ ও মহাভারত অপধ্বংসজ শব্দ দ্বারা এই নিকৃষ্টত্ব সূচিত করিয়াছেন।

ব্যাস ১ অঃ ৭।৮ শ্লোকে বলিলেন যে উত্তম বর্ণের পুরুষ কর্ত্তৃক নীচ বর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার মাতার ন্যায় হইবে। ইহার পরে ২য় অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে বলিতেছেন উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু সবর্ণা স্ত্রী বর্ত্তমানে সবর্ণা স্ত্রীরই প্রাধান্য থাকিবে। কাজেই "ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে" সবর্ণ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে ইহাই সমীচীন অর্থ। তাহা না হইলে ১ম অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকের, ২য় অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকের সামঞ্জস্য থাকে না। সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অপর অসবর্ণা স্ত্রী কাম পত্নী বলিয়া ব্যাস ২ অঃ ১০ শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ মনুও অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিয়াছেন। সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীও তাহাদের সন্তানগণ যদি এক পর্য্যায় ভুক্ত হইত তাহা হইলে দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীকে প্রশস্ত নির্দ্দেশ করিয়া অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিবার কোন সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। (১)

ভগবান্ মনুর ১০অঃ ২৮ শ্লোক ৬।৭।৮ শ্লোকের বিরোধী নহে। ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণা সম্ভূতা সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন শূদ্র অপেক্ষা মান্য, তদ্রূপ ইতর জাতির মধ্যে বৈশ্যের ক্ষত্রিয়া জাত সন্তানও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান শূদ্রের প্রতি লোমজ সন্তান অপেক্ষা

---

(১) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশো বরা। মনু ৩য় অঃ ১২

দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা, কাম বশত পুনর্ব্বিবাহে নিম্ন লিখিত স্ত্রীলোকই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়।

কুল্লুক কামতঃ কাম বশাৎ অর্থ করিয়াছেন। পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়া পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ। ধর্ম্মের জন্য প্রথম সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ কাম বশত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে।

শ্রেষ্ঠ। এখানে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ সম্ভূত সন্তানকে দ্বিজ বলিয়াছেন মাত্র, তাহারা সকলেই যে ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় ইহা বলেন নাই। ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন—স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।

ব্রহ্মাদি দ্বিজত্রয়ের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) স্বজাতি পত্নী গর্ভসম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত তনয়দ্বয় (ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে) ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত বৈশ্যার সন্তান এই ষড়্‌বিধ সন্তান দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী। এখানেও মনু পিতৃ জাতীয় বলেন নাই।

বৃদ্ধ হারীত শেষোক্ত সন্তানের উল্লেখ না করিয়া অপর পাঁচটীকে মাত্র দ্বিজ বলিয়াছেন।

অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের স্বজাতি ইহার প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহাভারতের প্রাধান্য স্মৃতি শাস্ত্রের উপরে নহে। বিশেষ বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তদ্বারা মনুর মত সমর্থিত হইতেছে।

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যচ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥

মহাঃ অনুশাসন ৪৭ অঃ।

তাহাদের সন্তানগণ "সমং ভবেৎ" ইহা মনুর 'সদৃশ" কথার প্রতিধ্বনি মাত্র।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়া মপি চৈবহি॥

মহাঃ অনু ৪৭ অঃ ২৮।

ব্রাহ্মণীর গর্ভ জাত সন্তান সহ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার সন্তানকে এক

পর্য্যায়-ভুক্ত করেন নাই। "তথৈব স্যাৎ" "চৈব হি" এইরূপ বলিয়াছেন মাত্র। ইহাতে ভগবান মনুর "সদৃশ" কথার অনুবাদ মাত্র।

এই দুই শ্লোকের অর্থ পরে বিশদীকৃত হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নৃপ! আপনি যখন বলিলেন যে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ, তিনই ব্রাহ্মণ, তখন কেন তাহাদের মধ্যে পিতৃ সম্পত্তি ভাগ বিষয়ে ন্যূনাধিক্য ঘটিল? (১)

এই কথার উত্তরে ভীষ্ম বলিলেন:—

হে যুধিষ্ঠির, যদিও সমুদয় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা নামে অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে (অন্য) তিন বর্ণের স্ত্রী বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। (কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) (২)

তৎপর ঐ ৪৭ অধ্যায়ে ৩৭।৩৮।৩৯ শ্লোকে (৩) বলিলেন, "যদিও

(১) কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণা স্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥
অনুন ৪৭ অঃ ২৯ শ্লোক

(২) ভীষ্ম উবাচ—দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নায়ং বিশেষঃ সুমহানভবেৎ॥ ৩০ শ্লোক
তিস্রঃ কৃত্বাপুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী। ৩১

(৩) ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যস্ত্বত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি॥ ৩৭
নতু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষাত্রয়া ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ভূয়ান্ স্যাদ্রাজ সত্তম॥৩৮
ভূয়ো ভূয়োঽপি সংহার্য্যং পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির।
যথা ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ॥ ৩৯

ক্ষত্রিয়ার গর্ভ সম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণী গর্ভ সম্ভূত পুত্রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ বর্ণ সম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভ সম্ভূত পুত্রগণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর গর্ভ সম্ভূত পুত্রই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্যা নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কখনই ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মানাস্পদ হইতে পারে না।

ইহার পরে ৪৪।৪৫ শ্লোকে (১) ভীষ্ম বলিতেছেন লোকের ধন ও স্ত্রী পুত্রাদি দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিয়ই তৎসমুদয় রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন গ্রহণ করিতে পারে।

ধন বিভাগ সম্বন্ধে অনুশাসন পুর্ব্বের ঐ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিলেন :—

এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃ ধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল শ্রেষ্ঠাংশ স্বরূপ গ্রহণ করিবে; তৎপর যে ধন থাকিবে তাহা ১০ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ মধ্যে ব্রাহ্মণীর পুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন অংশ ও বৈশ্যার পুত্র ২ অংশ ও শূদ্রার

(১) দস্যুভির্হ্রিয়মাণং চ ধনং দারাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৪
ভূয়ান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো পুত্রো বৈশ্যাপুত্রান্ন সংশয়ঃ।
ভূয়স্তেনাপি হর্ত্তব্যং পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫

পুত্র ১ অংশ গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পুত্র ধন গ্রহণের অনুপযুক্ত দয়া করিয়া অল্পমাত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমান বর্ণা হইতে উৎপন্ন সেই স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়।

কেন শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র ধন গ্রহণে অনুপযুক্ত তাহার কারণ ১৭ শ্লোকে নির্দ্দেশ করিলেন। শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র অব্রাহ্মণ আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত (১) অর্থাৎ শূদ্রা পুত্র দ্বিজাতি নহে বলিয়া অনুপযুক্ত অপর তিন পুত্র দ্বিজাতি বলিয়া ভাগের তারতম্য হইলেও অংশ পাইবে।

(১) লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎপ্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশ বৈ পিতুর্ধনাৎ॥ অনু ৪৭ অঃ ১১।
শেষং তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
তত্র তেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারোংহশাঃ পিতুর্ধনাৎ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহপ্য সংশয়ঃ।
স তু মাতুর্ব্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥ ১৩
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণ স্বাদ যুধিষ্ঠির॥ ১৪
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয় ধনং স্মৃতঃ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রপুত্রায় ভারত॥ ১৫
দশধা প্রবিভক্তস্য ধনস্যৈষ ভবেৎ ক্রমঃ।
সবর্ণাসু তু জাতানাং সমান্ ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ॥ ১৬
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষুবর্ণেষু জাতো—হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ৪৭ অঃ ১৭

এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ যে দ্বিজাতি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ৭ম শ্লোক দ্বারাও বুঝা যাইবে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥ অনুশাসন ৪৭ অঃ ৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি ইহাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের ন্যায়। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত সন্তান দ্বিজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে স্পষ্ট বলিলেন—

এবং জাতিষু সর্ব্বাসু সবর্ণঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।

মহর্ষিরপি চৈতদ্বৈ মারীচঃ কাশ্যপোঽব্রবীৎ ॥ ৬১

সকল বর্ণের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্র শ্রেষ্ঠ।
অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়াছেন।

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।

আনু পূর্ব্বাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ ॥ ৪

নীলকণ্ঠ—"আত্মা ব্রাহ্মন এবং ক্ষত্রিয়ায়ামপি জায়ত ইত্যর্থঃ। সচ কিঞ্চিন্নীচঃ যদাহ মনুঃ, স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতানিতি। মাতৃজাত্যৌ বৈশ্যায়াং বৈশ্যোঽম্বষ্ঠো নাম, শূদ্রায়াং শূদ্রো নিষাদো নাম পারশবাখ্যো ভবতি।

শ্লোকের অর্থ—ব্রাহ্মণের ৪ ভার্য্যা হইতে পারে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়। বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে জাতপুত্র বৈশ্য ও শূদ্র হয়। ক্ষত্রিয়াতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলা হইল, সে পুত্র ব্রাহ্মণ সদৃশমাত্র। নীলকণ্ঠ টীকায় বলিলেন "**স চ কিঞ্চিন্নীচঃ**" সে কিছু নীচ; এই বলিয়া মনুর ১০ অঃ ৬ ও ৮ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইলেন

যে ইহারা মাতৃদোষ বশতঃ বিগর্হিত হইবে। মনুর ৬।৮।১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

অপর ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত সন্তান প্রায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবে, কারণ উভয়ই উচ্চ বর্ণ; কিন্তু তথাপি কিঞ্চিৎ নীচ হইবে। আর, অপর বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান মাতৃজাতি হইবে। নীলকণ্ঠ টীকায় বলিলেন বৈশ্যায়াং বৈশ্যোঽম্বষ্ঠো নাম। বৈশ্যাস্ত্রীতে জাত সন্তান বৈশ্য, নাম অম্বষ্ঠ। অনুলোমজাত পুত্রগণকে যে অপধ্বংসজ বলিয়াছেন তাহা অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অঃ ৬।৭।৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে।

অসবর্ণা স্ত্রী জাত সন্তানের মর্য্যাদা সবর্ণাস্ত্রীজাত সন্তানের ন্যায় হইতে পারে না এবং তাঁহারা পিতৃ সবর্ণতা লাভ করেন না, ইহাই শাস্ত্রকারগণের বিধান এবং সামাজিক ব্যবহারও ইহার অনুকূল বটে।

বিষ্ণু সং ১৬ অঃ ১।২ সূত্র
সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।১
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ॥২

সমান বর্ণে উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রগণ সবর্ণ ও অনুলোমা (অসবর্ণে) উৎপন্না পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে। ৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ইহা কৃত্রিম বচন। কিন্তু কেবল এই বচনকে কৃত্রিম বলিলে চলিবে না।

৺উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন অগ্নিপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তিনি জাল বলেন নাই। তদনুসারেও—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতিঃ মাতৃসমা স্মৃতা ১৫১ অঃ ১০

যাজ্ঞবল্ক্যসং ১ অঃ ৯০ শ্লোকে এই মতই সমর্থন করিতেছেন—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজায়তঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥৯০

পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র পিতা মাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত পুত্র বংশ বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

ইহার পরে অনুলোমজ সন্তানের কথা বলিয়াছেন "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ এবং শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ কিংবা পারশব। (১)

ইহার পূর্ব্বে ৮৮শ্লোকে মহর্ষি সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীর পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন "সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয়া স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না।" (২)

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অঃ ৪ শ্লোক পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই আছে "মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ"।

ভগবান মনুর ১০ অঃ ১০।১৪ শ্লোক দ্বারা অনুলোম জাত সন্তানের মাতৃজাত্যুক্ত সংস্কারের বিধান সমর্থিত হইতেছে। ঐ দুই শ্লোক পূর্ব্বে ব্যাখা করা হইয়াছে। অনুলোম জাত পুত্রগণের মাতৃধর্ম্ম হইলেও

(১) বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥ যাজ্ঞ ১ অঃ ৯১

(২) সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ঐ ৮৮

তাহারা দ্বিজাতি এবং বর্ণসঙ্কর নহে। প্রতিলোম জাত সন্তানই বর্ণ-সঙ্কর ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। (১)

ধনবিভাগ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু নবম অধ্যায়ের ১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩ শ্লোকে এইরূপ বিধান করিলেন যথা :—

ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তান একটী কর্ষক, একটী বৃষ, একটী যান অলঙ্কার এবং একটী বাস ভবন ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ তিন অংশ ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড় অংশ এবং শূদ্রাসুত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। অথবা একজন বিভাগধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তির দশধা বিভক্ত করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ চারি অংশ ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যা সুত দুই অংশ, শূদ্রা সুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ১৫৬ শ্লোকে বলিলেন—দ্বিজাতিদিগের সমানবর্ণজাত সন্তানেরা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধারাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ঐ জ্যেষ্ঠের সহিত সমানভাগ করিয়া লইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন— ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশে বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণী পুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন, বৈশ্যা পুত্র দুই ও শূদ্রা পুত্র এক ভাগ পাইবে। যাজ্ঞ ২য় অধ্যায় ১২৮। অসবর্ণা জাত পুত্রগণ সকলেই সমান হইলে পিতৃ সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে এই প্রকার তারতম্য হইত না। ব্রাহ্মণী শ্রেষ্ঠ বর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভ সম্ভূত পুত্র অবশ্যই শ্রেষ্ঠ একথা ভীষ্ম স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, অসবর্ণা স্ত্রী ও তাহার সন্তান, সবর্ণা স্ত্রী ও তাহার সন্তান অপেক্ষা হীন। দায়ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য স্মৃতি

(১) আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্কর॥ নারদ

শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সংবাদে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মত অনুমোদিত হইয়াছে। সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহ বিষয়েও স্মৃতিকারগণ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্খ সংহিতায় আছে, "ব্রাহ্মণ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ কালে শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্য কন্যা বিবাহ কালে প্রতোদন (পাচন বাড়ী) গ্রহণ করিবে। যে স্ত্রী অগ্নিবহন করে, সেই ভার্য্যা, যে স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। এই সকল গুণ সম্পন্না ভার্য্যা প্রকৃষ্ট যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া। যে ভার্য্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ইহার অন্যথা নাই।" শঙ্খ সং ৪র্থ অঃ ১৪।১৫।১৬ শ্লোক। বিষ্ণু সংহিতার ২৪ অধ্যায়ে ৫।৬।৭।৮ শ্লোকে এই প্রকার বিধি আদিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্র সবর্ণা কন্যার ন্যায় অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহে হস্ত ধারণের বিধান করেন নাই। ইহা দ্বারা বিবাহ কার্য্যেও পার্থক্য সূচিত করিয়াছেন। ভগবান মনুও ৩য় অঃ ৪৩ শ্লোকে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। (১)

উপরি উক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

(১) বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) দ্বিজাতি কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে।

(১) পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥ মনু ৩ অঃ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যা প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥ ৪৪

সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিবে আর অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ বিধি জানিবে। উৎকৃষ্ট বর্ণ কর্ত্তৃক বিবাহের সময় ক্ষত্রিয়া শর, বৈশ্যা গোতাড়ন যষ্টি ও শূদ্রা বস্ত্রের এক দেশ ধারণ করিবে।

(২) বৈদ্য গৌরবে (সম্মানে) ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাবসিক্তের নীচে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে। ৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৩) বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) বৈশ্যবর্ণ কাজেই তাহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার মাতৃবৎ হইবে অর্থাৎ বৈশ্যের ন্যায় হইবে।

(৩) বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার অধিকার আছে কিনা ?

এই পরিচ্ছেদে আমরা অশৌচ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি। মনু ৫।৮৩

ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে।

পরের ৮৪ শ্লোকে বলিলেন অশৌচের দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নহে অর্থাৎ সাগ্নিকত্বাদি বশতঃ যাহার পূর্ণ অশৌচ কাল একদিন বা তিনদিন সে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানলাঘব হইবে মনে করিয়া দশ দিন অশৌচ লইবে না; তাৎপর্য্য এই, যাহার যেরূপ অশৌচ বিহিত সে ধর্ম্ম কার্য্যলাঘব করার অভিপ্রায়ে অশৌচের দিন বৃদ্ধি করিবে না (১)

---

(১) ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥

মনু ৫।৮৪

অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবে না। শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না। যদি পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করেন, তাহাতে তাহারা অশুচি হইবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ২২ শ্লোক—

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূদ্রের এক মাস এবং ন্যায়বর্ত্তী (অর্থাৎ পাকযজ্ঞ দ্বিজ শুশ্রূষাদি কর্ম্মে নিরত) শূদ্রের মাসার্দ্ধ।

মিতাক্ষরা এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যে টীকা ও মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে অঙ্গিরা সংহিতার বচন উল্লেখে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে তথা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরেতেষামিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ।

বৈদ্য প্রবোধনী এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল বর্ণের পক্ষে দশাহ অশৌচ আদিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অঙ্গিরা সংহিতায় এই বচন নাই।

তিনি ও মনুর ন্যায় বলিয়াছেন—

দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
পাক্ষিকং বৈশ্য এবাহ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

অঙ্গিরা ৫১ শ্লোক (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

উশনাও বলিয়াছেন

শুধ্যেদ্দ্বিজো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চ দশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

৬অঃ ৩৪।

কিন্তু উশনা ব্রাহ্মণের সেবকগণের জন্য পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। ৩৪ শ্লোকে ঐ রূপ অশৌচের বিধান করিয়া ৩৫ শ্লোকে বলিলেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সেবাতে ব্রাহ্মণবৎ দশাহে শুদ্ধি শাস্ত্রকারগণের মত।

সাধারণ বিধি দশাহ, দ্বাদশাহ, পঞ্চদশাহ ও একমাস তবে যাহারা ব্রাহ্মণের সেবক তাহাদের জন্য পৃথক একটী বিধি দিলেন। ইহা সকলের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে।

মিতাক্ষরা প্রথমত যাজ্ঞ্যবল্কের নিম্ন লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চ দশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায় বর্ত্তিনঃ॥

এই শ্লোকের টীকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক। "ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রানাং সপিণ্ড জননে তদুপরমে চ যথাক্রমেণ দ্বাদশ পঞ্চদশ ত্রিংশ দ্দিনান্যাশৌচং ভবতি। ন্যায়বর্ত্তিনঃ পুনঃ শূদ্রস্য পাকযজ্ঞদ্বিজ শুশ্রূষাদিরতস্য তদর্দ্ধং তস্য মাসস্যার্দ্ধং পঞ্চদশরাত্রমাশৌচম্। এবং চ ত্রিরাত্রং দশ রাত্রং বেত্যেতদ্দশরাত্রামাশৌচং পারিশেষ্যাদ্ব্রাহ্মণবিষয়ে ব্যবতিষ্ঠতে। স্মৃত্যন্তরেষু তু ক্ষত্রিয়াদীনাং দশাহাদয়োহপ্যাশৌচ কল্পা দর্শিতাঃ। যথাহ পরাশরঃ—ক্ষত্রিয়স্তু **দশাহেন** স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচি। তথৈব **দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ** শুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ।" তথাচ শাতাতপঃ **একাদশাহাদ্রাজন্যো বৈশ্যো দ্বাদশভিস্তথা।** শূদ্রো বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃত সূতকে॥ বশিষ্ঠস্তু "**পঞ্চদশ রাত্রেণ রাজন্যো বিংশতি রাত্রেণ** বৈশ্য ইতি॥ অঙ্গিরাস্ত্বাহ '**সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকে**

তথা। দশাহাচ্ছুদ্ধি রেতেষামিতি শাতাতপো-ঽব্রবীৎ ॥" ইত্যেবমনেকোচ্চাবচাশৌচকল্পা দর্শিতাঃ তেষাং লোকে সমাচারাভাবান্নাতীব ব্যবস্থাপ্রদর্শন মুপযোগীতি নাত্র ব্যবস্থা প্রদর্শ্যতে।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের সপিণ্ডজন্মে ও সপিণ্ডমরণে যথাক্রমে দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও ত্রিশ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু ধর্ম্মপথে অবস্থিত অর্থাৎ পাকযজ্ঞ-ব্রাহ্মণসেবাদিরত শূদ্রের অর্দ্ধমাস বা পঞ্চদশদিনমাত্র অশৌচ হইবে। তাহা হইলেই "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা" (১৮ শ্লোকে পরে দ্রষ্টব্য) ইত্যাদিতে উল্লিখিত দশরাত্র অশৌচ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেরই বুঝিতে হইবে। অন্যান্য স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়াদির দশাহাদি অশৌচের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা পরাশরস্মৃতিতে—স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় **দশদিনে** এবং বৈশ্য **দ্বাদশ দিনে** শুদ্ধিলাভ করিবে। আবার শাতাতপ-স্মৃতিতে—জন্ম ও মরণ নিমিত্তক অশৌচে ক্ষত্রিয় **একাদশদিনে** বৈশ্য **দ্বাদশ-দিনে** এবং শূদ্র **বিংশদিনে** শুদ্ধ হইবে। বশিষ্ঠ বলেন—ক্ষত্রিয় **পঞ্চদশদিনে** এবং বৈশ্য **বিংশদিনে** শুদ্ধ হইবে। অঙ্গিরা বলেন—জন্ম ও মরণ নিমিত্তক অশৌচে সকল বর্ণই দশদিনে শুদ্ধ হইবে শাতাতপ এইরূপ বলিয়াছেন। অশৌচের এইরূপ নানাপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়; কিন্তু সমাজে তাহার ব্যবহার নাই বলিয়া ব্যবস্থা দেখাইবার কারণ নাই, সেই জন্য সেরূপ ব্যবস্থা দেখান হইল না।

বৈদ্যপ্রবোধনী যাজ্ঞবল্ক্যের আর একটী বচন তুলিয়া সর্ব্ববর্ণের দশাহ অশৌচের বিধান দেখাইয়াছেন। সেই বচনটী এই :—

> ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচ মিষ্যতে।
> ঊনদ্বিবর্ষ উভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি। যাজ্ঞ ৩ অঃ ১৮ শ্লোক।

সপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (ব্রাহ্মণের) দশ রাত্র অশৌচ আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্ম মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ

মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্র জন্মে কেবল মাতার স্থায়ী অঙ্গাস্পৃশ্যতা হয় সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবল মাতাপিতারই অঙ্গস্পৃশ্যত্ব হইবে।

এই বচনটী সকল জাতির পক্ষে সাধারণ বিধি নহে, সপিণ্ড ও সমানোদক সম্বন্ধে অশৌচের ব্যবস্থা মাত্র; কোনস্থলে ১০ রাত্র ও কোন স্থলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে তাহারই ব্যবস্থা। এই শ্লোকটীর বৈদ্য প্রবোধনী যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তদনুসারে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করাও বৈধ হইবে। কারণ শ্লোকে "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা" আছে, তাহা হইলে আমরা ত্রিরাত্র অশৌচ পালন না করিয়া দশ রাত্রই বা এত কষ্ট স্বীকার কেন করিব!

মিতাক্ষরা এই শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্থির হইবে। টীকাকার বলিতেছেন শবনিমিত্তং শাবম্। সূতক শব্দেন চ জনন বাচিনা তন্নিত্তমাশৌচং লক্ষ্যতে। তস্মাজ্জাতমেব জননং মরণং চ নিমিত্তম্ তচ্চোভয় নিমিত্তমপ্যা শৌচং ত্রিরাত্রং দশরাত্রং চেষ্যতে মন্বাদিভিঃ। মন্বাদিভিরিষ্যত ইতি বচনং তদুক্তসপিণ্ডসমানোদকরূপবিষয়ভেদ প্রদর্শনার্থম্।

তথাহি দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেহপ্যেব মেব স্যান্নিপুণাং শুদ্ধি মিচ্ছতাম্।

জন্মন্যেকোদকানাং তু ত্রিরাত্রচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে। অতঃ সপিণ্ডাণাং সপ্তম পুরুষাবধিকানামবিশেষেণ দশরাত্রম্। সমানোদকানাং ত্রিরাত্র মিতি॥

বৈদ্য প্রবোধনী যে দুইটী বচনের উপর নির্ভর করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমটী মূল গ্রন্থে নাই। মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্কের ২২ শ্লোকে টীকায় এই বচন ও অন্যান্য বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজেই বলিয়াছেন, সমাজে এই

সকলের ব্যবহার নাই বলিয়া ব্যবস্থা দেখান হইল না। অপর, "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং" শ্লোকটী সাধারণ বিধি নহে, সপিণ্ড ও সমানোদকের কিরূপ অশৌচ হইবে তাহাই বলিয়াছেন মাত্র। প্রথম বর্ণের দশাহ অশৌচ কাজেই সেই অশৌচ সপিণ্ড পক্ষে ধরিয়া সমানোদকের পক্ষে ত্রিরাত্র বলিয়াছেন। বৈদ্য প্রবোধনীর ব্যাখ্যা ঠিক হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করিলেই ত চলিতে পারে কারণ "ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা" ত্রিরাত্র অথবা দশরাত্র এইরূপ বচন রহিয়াছে। অশৌচ কমাইবার যখন ঝোক্ উঠিয়াছে, তখন ৩ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আপদ শান্তি করা হয় না কেন! এখনই তথাকথিত শিক্ষিত লোক মধ্যে কেহ কেহ অশৌচ পালন করা বর্ব্বরতা মনে করেন। ক্রমে সেরূপ একটা আন্দোলন অবশ্যই উঠিবে। শাস্ত্র বচনের ইচ্ছানুরূপ অর্থ করার লোকের অভাব নাই। এই দুই শ্লোকের যে প্রকার কদর্থ করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। টীকা পড়িয়া দেখিলেই ও অন্যান্য স্মৃতিবচনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিলেই প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হইত।

সমগ্র বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতি স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বৈশ্যের জাত্যুক্ত অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। বৈদ্য চতুর্ভুজ সেন ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৪৭ খ্রীঃ আমাদের "বৈশ্যবচ্ছৌচ কর্ম্মাণি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বসন্তকুমার সেন তাঁহার বৈদ্য জাতির ইতিহাসে লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদ্যগণ ১৫ দিবস অশৌচ পালন করিয়া ষোড়শ দিনে শুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। **এই প্রথা কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য;** (১) তবে মহারাজ বল্লাল সেন প্রভৃতি নৃপতিগণ এবং

(১) বসন্তকুমার সেন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের সুর তুলিয়াছিলেন কাজেই তাঁহার একথা বলা আবশ্যক হইয়াছিল।

উক্ত সেন রাজগণের অভ্যুদয় কালে বঙ্গদেশের বৈদ্য সম্প্রদায় যে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করিতেন, তাহা প্রমাণসাধ্য প্রত্যক্ষ সত্য"। কেবল বল্লাল সেনের সময় বলিয়া কেন চিরকালই বৈদ্যগণ ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। কেবল গায়ের জোরে বলা ভিন্ন, ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। রাঢ় দেশের বৈদ্যগণের যজ্ঞোপবীত অখণ্ডিত রহিয়াছে তাহারা বরাবর ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন।

বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির "বিশিষ্ট" সভ্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন বৈদ্যজাতির বর্ণ ও গৌরব পুস্তকের ৯৫ পৃঃ লিখিয়াছেন "দেখা যায় মনু অশৌচ কাল বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু কোন শাস্ত্রকারই উহা সঙ্কোচ করিতে নিষেধ করেন নাই। সুতরাং পক্ষাশৌচারা দশ দিন অশৌচ অবলম্বন করিলে তাহাদের পক্ষে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

মনু ইচ্ছামত অশৌচ কমাইবার কথা কোন স্থানে বলেন নাই। মনু ৫ অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন—

সন্ধ্যাং পঞ্চমহা যজ্ঞান্নৈত্যিকং স্মৃতি কর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া॥ জাবালি

অশৌচের মধ্যে সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, নিত্য কর্ম্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র সম্মত এই সকলের অনুষ্ঠান করিবে না। দশাহের (অর্থাৎ যাহার যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল) পর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত অনুষ্ঠান করিবে।

স্মার্ত্তকর্ম্ম পরিত্যাগো রাহোরন্যত্র সূতকে।

যজ্ঞপার্শ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহণ ভিন্ন অপর অশৌচ ঘটিবামাত্র স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ।

দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ।
প্রেত পিণ্ড ক্রিয়াবর্জ্জং সূতকে বিনিবর্ত্ততে॥ শঙ্খ

অশৌচ কালে প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ব্যতীত দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) এবং পিতৃকর্ম্ম (শ্রাদ্ধ তর্পণাদি) সকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এখানে যে প্রেতের পিণ্ডদানের কথা বলিয়াছেন তাহা দশ পূরক-পিণ্ড। এই দশটী পিণ্ড অশৌচ কাল মধ্যেই দিতে হইবে। কিন্তু শ্রাদ্ধ অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিবসে করিতে হইবে ইহাকে প্রেত শ্রাদ্ধ বলে।

অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহহ্নিশ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ।
প্রেত শ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুল নায়িকে॥

মহা নিঃ ১০।৭৪

প্রেতশ্রাদ্ধ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধ অশৌচ নিবৃত্তির পরে করিতে হইবে। অশুদ্ধি অবস্থায়, **হিন্দু হইলে,** ইচ্ছামত দিন কমাইয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারে না।

অশুচির্ণাধিকারী স্যাৎ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধ কর্ম্মণঃ॥ ঐ ৭৮

আদ্যে! অশুচি ব্যক্তি অর্থাৎ যাহার অশৌচ হইয়াছে সে কুল পূজা (অবশ্য কৌলিক হইলে) ও প্রারব্ধ কর্ম্ম (অর্থাৎ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা

হইয়াছে) ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র্য (শ্রাদ্ধ তর্পণ) কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না।

আদ্য শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ সমেত ১৬টী শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই ষোলটী শ্রাদ্ধের কোন একটীর সময় যদি অশৌচ উপস্থিত হয় তাহা হইলে অশৌচান্তে সেই শ্রাদ্ধটী করিতে হইবে। প্রেতত্ব পরিহার জন্য ১৬টী শ্রাদ্ধই দরকার। কোন একটীকে পরিত্যাগ করা বা অশুচি অবস্থায় করা চলে না। যিনি শ্রাদ্ধের কার্য্যকারিতায় বিশ্বাসী তিনি অশৌচ কমাইয়া অশুদ্ধি অবস্থায় শ্রাদ্ধ করিতে পরেন না। যিনি লোক দেখান ভাবে বা জিদের বশীভূত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র।

অশৌচ কমাইবার পক্ষে আর একটী যুক্তি এই যে, সারা ভারতবর্ষে সকল বর্ণই দশাহ অশৌচ পালন করে। একথা সত্য নহে। কানপুর, ফরেক্কাবাদ, খেরী, সীতাপুর, হরদোই, উনাও, লক্ষ্ণৌ, রায়বেরেলী, ফতেপুর প্রভৃতি সমগ্র কান্যকুব্জ দেশে ও সমাজে, সমস্ত মিথিলা প্রদেশে, আসাম দেশে ও বঙ্গদেশে স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে চারি জাতির মধ্যে যথা ক্রমে ১০।১২।১৫।৩০ দিন অশৌচ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। নানা-দেশে নানা প্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে খুড়াত, পিসাত ও মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করার একটা প্রথা অছে (১)। এখন কি আমাদিগকে মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার-গণের বিধি উপেক্ষা করিয়া মান্দ্রাজের দৃষ্টান্তে কুলাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে ?

শাস্ত্র বলেন যে দেশের যে আচার প্রচলিত রহিয়াছে শাস্ত্রে না

(১) Golap Sastri Hindu Law 3rd edition page 97

থাকিলেও তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। ঐ আচার সেই দেশেই কর্ত্তব্য, দেশান্তরে নহে। যে দেশে, যে পুরে, যে গ্রামে, যে নগরে যে আচার ধর্ম্ম বিহিত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে কদাচ তাহা পরিবর্ত্তন করিবে না।

যস্মিন্ দেশে য আচারো ন্যায় দৃষ্টস্তু কল্পিতঃ।
স তস্মিন্নেব কর্ত্তব্যো ন তু দেশান্তরে স্মৃতঃ॥
যস্মিন্ দেশে পুরে গ্রামে ত্রৈবিদ্যে নগরেঽপিবা।
যে যত্র বিহিতো ধর্ম্মস্তং ধর্ম্মং নাবিচালয়েৎ॥

পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যধৃত দেবল বচন।

অবশ্য আমাদের ১৫ দিন অশৌচ সমর্থন করার জন্য এই বচনের আশ্রয় গ্রহণ করার আবশ্যক নাই কারণ আমাদের আচার মন্বাদি সমস্ত স্মৃতির ব্যবস্থার অনুরূপ।

অন্যত্রও আছে—

যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাব মন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ॥ কূর্ম্ম পু।

যে স্থানে যেরূপ শৌচ ও ধর্ম্মাচার বিদ্যমান আছে, তথায় ধর্ম্মও সেইরূপ জানিবে, উহার অবমাননা করিবে না। **কাজেই কোন কারণেই আমরা ১৫ দিন অশৌচ ত্যাগ করিতে পারি না।**

আর একজন বলিতেছেন পরাশরের ৩।২৭ শ্লোক মতে বৈদ্যের সদ্য অশৌচ এবং রঘুনন্দও নাকি তাহাই সমর্থন করিয়াছে।

শ্লোকটী এই—

শিল্পিনঃ কারুকা-বৈদ্যাদাসীদাসাশ্চনাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈবরাজানঃ সদ্য শৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরাশর ৩।২৭

শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রীয় এবং রাজা ইহাদের সদ্যঃশৌচ।

ইহা অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ইহাদিগকে অশৌচ কাল মধ্যে না ছুঁইলে কাজ চলে না বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে না। রঘুনন্দনও এই কথাই বলিয়াছেন।

বৈদ্যা অপি চিকিৎসায়ামেব।

তথাচ স্মৃতিঃ—চিকিৎসকো যৎ কুরুতে

তদন্যেন ন শক্যতে।' তস্মাচ্চিকিৎসকঃ স্পর্শে শুদ্ধো ভবতি নিত্যশঃ। (শুদ্ধিতত্ত্বম্ সদ্যঃশৌচ প্রকরণম্)

এখানে বৈদ্য অর্থ চিকিৎসক, জাত বৈদ্য নহে। চিকিৎসক যে কার্য্য করেন তাহা অন্যে করিতে পারে না এজন্য তাহার স্পর্শে দোষ নাই। এই নীতি পরাশরের উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তি সম্পর্কেও বুঝিতে হইবে। রঘুনন্দন আদি পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে শিল্পী, চিত্রকরগণ যে কর্ম্ম করে তাহা অন্যে জানে না বলিয়া নিজ কার্য্যে তাহারা শুদ্ধ। দাস দাসী যে কার্য্য অনায়াসে করিবে সেই কার্য্য অন্যে করিতে পারিবে না বলিয়া তাহারা শুচি অর্থাৎ তাহারা কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে ছুঁইতে পারিবে।

প্রাগুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহার গ্রন্থে মনুর ৫।৫৯ শ্লোকাংশ তুলিয়া মনু সর্ব্ব বর্ণের পক্ষে দশাহ অশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই নূতন আবিষ্কারটী বৈদ্য প্রবোধনীও করেন নাই। মনু ৫।৫৭ শ্লোকে (১)

(১) প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ৫।৫৭

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রেতশুদ্ধি এবং দ্রব্যশুদ্ধি যেরূপ বিহিত, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বলিলেন, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রেত শুদ্ধি এবং দ্রব্য শুদ্ধি যেরূপ বিহিত তাহা অনুক্রমে বলিতেছি। এই বলিয়া প্রথমেই ব্রাহ্মণের বিহিত অশৌচের কথা আরম্ভ করিলেন। ৫৯ শ্লোকে ব্রাহ্মণের অশৌচ দশাহ তাহাই বলিয়াছেন, এটা সকল জাতির পক্ষে নহে। ৮৩ শ্লোকে সকল জাতিয় ব্যবস্থা পাশাপাশি দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কাজেই গ্রন্থ কর্ত্তার ঐ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

আমাদের জাত্যুক্ত ১৫ দিন অশৌচ পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। আমাদের বৈশ্যবৎ আচার ও বৈশ্যবৎ অশৌচই পালনীয় এবং স্মরণাতীত কাল হইতে আমরা তাহাই করিয়া আসিয়াছি। শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিশ্বাসীর পক্ষে কথাটা অতি গুরুতর। পঞ্চ দশাহ অশৌচ ছাড়িয়া ইচ্ছামত ১০ দিন অশৌচ পালন করিলেই কি আমাদের একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবার যোগ্যতা হইবে এবং তাহাতে আমাদের পিতৃলোকের প্রেতত্ব মোচন হইবে? যাঁহারা শ্রাদ্ধাদিতে আস্থাহীন, তাঁহাদের কথা পৃথক; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রে আস্থাবান, তাঁহারা কোন্ সাহসে অশৌচ কালের মধ্যেই শ্রাদ্ধ করিবেন? ইহাতে তাহাদের পিতৃপুরুষের গতি লাভ হইবে কি?

বৈদ্য প্রবোধনী ভগবদ্গীতার ১৬।২৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য পণ্ড হয় ইহা আমরাও বলি। এই বাক্য, যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া চিরকালের কুলাচার পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, কি যাঁহারা শাস্ত্র বিধি মানিয়া চলিতেছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

বৈদ্যগণের সংখ্যা এত কম কেন ইহার একটা কৈফিয়ত অনেকে চাহেন। অনেক অম্বষ্ঠ বৈদ্য সন্তান কায়স্থ ও শূদ্র জাতির কুক্ষিগত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অমরকোষ প্রণয়ন কালে ঐ দেশবাসী অম্বষ্ঠ শূদ্র বর্গের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অমর বলিয়াছেন "অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনো."। টীকাকারও লিখিয়াছেন "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ অম্বষ্ঠশ্চিকিৎসাবৃত্তিঃ"। কিন্তু তা হইলে কি হইবে? শূদ্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কাজেই অমরকোষ শূদ্রবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এরূপ, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে লিপিবৃত্তিকত্ব নিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে যে সকল অম্বষ্ঠ জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছে তাহারা অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামে পরিচিত। পূর্ব্ব বঙ্গেও অনেক স্থানে বৈদ্যগণ শূদ্রের সহিত যৌন সম্বন্ধ করার জন্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে এখনও এই মিশ্রণ চলিতেছে। অনেক দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আচার লোপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আসাম দেশে কয়েক ঘর বৈশ্য আছে, তাহাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়া লোপ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা অবাধে শূদ্র সহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেছে। অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকার ১৬ পৃষ্ঠায় আছে পৌণ্ড্র দেশে বৈশ্যগণের ক্রিয়া লোপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ২২ পৃষ্ঠায় আছে—সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ অতএব যদ্যদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং শূদ্রত্বং সুতরাং তত্তদ্দেশ্যা-তিদিষ্টতত্তদ্দেশীয়ানামেবমূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠানাং শূদ্রত্বং।

অর্থাৎ সমান বর্ণা ভার্য্যাতে জাত পুত্র পিতার সবর্ণ, অনুলোমাতে জাত মাতৃবর্ণ। অতএব যে যে দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, সেই সেই দেশের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণেরও যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

(অতিদেষ্টুরাচার বিরহেতিদিষ্টস্যাপ্যাচার বিরহ ইতি বচনাৎ)।

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন জাতিতত্ত্ববারিধিতে লিখিয়াছেন "হিন্দু স্থানের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন এবং বাঙ্গালার সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, নন্দী, সোম, ধর, কর, নাগ, চন্দ্র, রক্ষিত, কুণ্ড, আদিত্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি উপাধিধারী উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ গণকেও আমরা বৈদ্যের বিপরিণতি বলিয়াই মনে করিয়া থাকি।"

মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি দেশে যে অম্বষ্ঠ জাতির অস্তিত্ব ছিল তাহা ঐ সকল দেশের প্রাচীন অভিধান দ্বারা প্রামাণীকৃত হয়।

মান্দ্রাজ প্রদেশের সংস্কৃত বৈজয়ন্তী কোষে আছে :—ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মী স্থতে মূর্দ্ধাবসিক্তকং। বৈশ্যাম্বষ্ঠং। (১) বোম্বে প্রদেশের চিন্তামণি অভিধানে আছে :- ক্ষত্রিয়ায়াং দ্বিজান্মূর্দ্ধাবসিক্তো বিট্স্ত্রিয়াং পুনঃ অম্বষ্ঠো ইত্যাদি।

নানার্থার্ণবসংক্ষেপ নামক অভিধানে অম্বষ্ঠের অর্থ বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতে। (২)

ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ সকল দেশে এক দিন অম্বষ্ঠ জাতির বিদ্যমানতা ছিল। কোন কারণে ঐ ঐ দেশে অম্বষ্ঠ জাতি লোপ পাইয়াছে অথবা অন্য জাতি সহ মিশিয়া গিয়াছে।

কাজেই মনুর ১০ম অধ্যায় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত

[১] Edited by Gustav Oppert P. H. D. Professor of Sanskrit and Comparative Philology Presidency College, Madras. Edition of 1893 p. 72. তিনি বৈজয়ন্তী প্রণেতা যাদব প্রকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "His birth place was the village of Terupputkuli near Conjivaram.

[২] Edited by T. Ganapati Sastri 1913 Trivandrum তিনি লিখিয়াছেন "This book was compiled from six plam leaf manuscripts, it was written by Kesava Swami a Chhandog Brahmin an inhabitant of village Rajandra Chola. It was written in the 12th century A. D. at the instance of Chola King."

হইয়াছে বলিলে চলিবে না যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে অম্বষ্ঠের প্রসঙ্গ রহিয়াছে এবং সুদূর মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ট্রিবেনড্রাম প্রভৃতি দেশেও এক কালে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল।

আবার দেশ ভেদে কোন কোন জাতির অস্তিত্ব দেখা যায় তাহা অন্য দেশে দৃষ্ট হয় না। যথা আসামের কলিতা, মান্দ্রাজের পৈতাধারী কামটী প্রভৃতি। এই কামটী জাতি সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় ১৩১৬।৭ই মাঘ তারিখে লিখিয়াছিলেন "এই কামটীগণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যবর্ত্তী, কতকটা আমাদের বঙ্গদেশের বৈদ্য জাতির ন্যায়।" ইহারা যে বঙ্গীয় বৈদ্য জাতির দায়াদ নহে তাহা কে বলিবে?

মহাত্মা ভরত মল্লিক নন্দী প্রভৃতি বৈদ্যগণের মহারাষ্ট্র দেশে বাসের প্রসঙ্গ রত্নপ্রভায় উল্লেখ করিয়াছেন "নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন"।

চতুর্ভুজ তাঁহার কুলপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

মহারাষ্ট্রে গতোনন্দী শূদ্রাচাররতোঽভবৎ।
মৈথিলে গতবান্ কুণ্ডস্তালীয় গুড়ভক্ষকঃ॥
দ্রাবিড়ে চ গতো দাসো শূদ্রভাব পরায়ণঃ॥
মদ্রদেশে গতঃ সোমঃ কুলাচার বিবর্জ্জিতঃ॥

* * * * *

বৈদ্যধর্ম্মং পরিত্যজ্য শূদ্রাচার রতোঽভবৎ।
অতোঽসৌ লোধ্র দেশীয়ো রাজেতি পরিকীর্ত্তিতঃ॥

* * * *

স্বকার্য্যবশতো দেবঃ শ্রীকেলী দেশমাশ্রিতঃ।
হীনাচারোঽভবৎ তস্মাৎস্থানদোষাচ্চ গর্হিতঃ॥

এইরূপে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) গণ নানা দেশে গিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র ও কায়স্থ মহা সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক অম্বষ্ঠ চিকিৎসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লিপি বৃত্তির সমাশ্রয়ে তথায় অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বৈদ্য শব্দের ন্যায় কায়স্থ শব্দও পূর্ব্বে জাতি বাচক ছিল না। কোষকার হলায়ূধ বলিয়াছেন "লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ"। ব্যবসা দ্বারা অনেক সময় জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। (১) অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা বৃত্তিক বলিয়া কাল ক্রমে যেমন "বৈদ্য" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ লিপিকর বৃত্তি নিবন্ধন অক্ষরজীবি অম্বষ্ঠগণ অম্বষ্ঠ কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতের অন্যত্র অম্বষ্ঠ জাতি বাছিয়া বাহির করিতে পারা যায় না।

ভারতে কত জাতি ছিল তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তাহারা হয় লোপ পাইয়াছে অথবা অন্য জাতির কুক্ষিগত হইয়াছে। অনেক জাতি পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে নূতন নাম গ্রহণ করিয়াছে।

অনেকে বলেন যে ভুঁইহার বাভণগণ সাবেক মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি। উড়িষ্যার রাজগণ মাহিষ্য জাতীয়। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মাহিষ্য জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। মাহিষ্য জাতি অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি এই চারি ভাগে বিভক্ত। মাহিষ্যের জনক ক্ষত্রিয়, জননী বৈশ্য হইলেও মাহিষ্যেরা পিতৃকুল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ দ্বারা বর্ণন করাইতেছেন। কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে সমর্থ হন নাই।

(১) সর্ব্বাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী। বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ত্তিতা। [ব্যাস সং]

৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাতা মহারাজ অনঙ্গ ভীমদেব আপনাকে "ক্ষত্রিয় কুলধর্ম্ম কেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অন্য জাতি রাজা হইলে অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বে ভান করিতেন এজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা বিজয় সেন প্রত্যুম্নেশ্বর মন্দিরে "ক্ষত্রিয় কুল ধর্ম্মকেতু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বল্লাল সেনও নিজকৃত দান সাগরে আপনাকে "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যামর্য্যাদারক্ষণ" বলিয়াছেন।

অনেকের মতে বঙ্গীয় কোন কোন কায়স্থ করণ জাতীয়। লালমোহন বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন "পূর্ব্ব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না"। উমেশ বিদ্যারত্ন তাঁহার জাতিতত্ত্ব বারিধিতে লিখিয়াছেন "এই বৈশ্যা শূদ্র প্রভব করণগণই আদি জাতি কায়স্থ।" তিনি প্রমাণ স্বরূপ মনুর ১০।৬ শ্লোকের টীকা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ইহাদের বৃত্তি রাজ সেবা। শব্দকল্পদ্রুমে দেখা যায়।

করণঃ পুং শূদ্রাবৈশ্যয়োর্জ্জাত জাতি বিশেষঃ। ইত্যমরঃ।
অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি (ভট্টিটীকায়াং ভরতঃ)

(৪) বৈদ্যগণের শর্ম্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার।

মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে চারিবর্ণের চারিটী উপাধির ব্যবস্থা আছে যথা ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস এবং দ্বিজাতিগণের স্ত্রীর নামের অন্তে দেবী ও শূদ্র জাতির দাসী প্রযুক্ত করান বিধান আছে (১)! বৈদ্যগণ এতকাল বৈশ্যের গুপ্ত উপাধিধারী ছিলেন, এখন তাহারা শর্ম্মা লিখিয়া ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষী।

(১) দেব্যস্তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা দাস্যান্তাঃ শূদ্রযোনয়ঃ

শর্ম্মা আমাদের উপাধি নহে সেজন্য এত কুলজী গ্রন্থে কেহ কখনও শর্ম্মা উপাধি দেখেন নাই।

বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ এত চেষ্টার পর দুইটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—

(১) রাঢ় দেশের কুল গ্রন্থে "সেন রাঘব শর্ম্মণঃ"

(২) চন্দ্রদেবের তাম্রশাসন শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মণে"

(১) রাঢ় দেশের কুলগ্রন্থে এরূপ কোন পাঠ নাই। আমাকে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় L. M. S. লিখিয়াছেনঃ—"শ্রীখণ্ডের সমাজ পতি রাঘবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজা মোহন রায় মহাশয় আমার মাসতুত ভাই। তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহাদের বংশের তালিকা আছে। ঐ কুলজী আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে কোনও স্থানে শর্ম্মা বলিয়া লেখা নাই। রাঘবচন্দ্র সেনের বংশ প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন। রাঘবচন্দ্র, বিনায়ক হইতে বহু পুরুষ পরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।" এই রাঘব সেনের কথা ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভায় (১৯৪ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

ধন্বন্তরি কুলে বীজী সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
কৃতী রাঘব সেনো যো বৈদ্য সম্মান কারকঃ॥

এখানেও রাঘব যে শর্ম্মা ছিলেন তাহার কোন নিদর্শন নাই; বরং নিম্নলিখিত শ্লোকে ভরত মল্লিক ব্রাহ্মণগণের সহিত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

খণ্ডং সমাজং বহুভির্ভিষগ্‌ভিঃ
চক্রে দ্বিজৈঃ সৎকবি পণ্ডিতৈশ্চ।
যং সন্নয়ো রাঘব সেন নামা
তস্যান্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি॥

(চন্দ্রপ্রভা)

সদ্বংশোদ্ভব রাঘব সেন বহু ভিষক্ ও কবি এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণ লইয়া শ্রীখণ্ড সমাজ (প্রতিষ্ঠা) করেন। ভরত তাঁহার বংশের বর্ণনা করিতেছেন। কোন স্থানেই রাঘব সেন যে শর্ম্মা ও ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কোন আভাস দেন নাই।

(২) "পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মণে"

যে অংশে গোত্র উল্লিখিত আছে তাহা সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বৈদ্য প্রবোধনী কেবল নিম্নলিখিত অংশ মাত্র মুদ্রিত করিয়াছেন :—

মক্কর গুপ্তস্য প্রপৌত্রায় বরাহ গুপ্তস্য পৌত্রায় সুমঙ্গল গুপ্তস্য পুত্রায় শান্তি বারিক শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মণে বিধিবদুদক পূর্ব্বকং তাম্র শাসনী কৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।

মন্তব্য বৈ: প্রঃ—এখানে গুপ্ত শর্ম্মা উপাধি দ্বারাই প্রতিগ্রহীতার বৈদ্যত্ব সূচিত হইতেছে। কারণ রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গুপ্ত উপাধি নাই!

বৈঃ প্রঃ সাহিত্য পত্রিকার ১৩২০ শ্রাবণ সংখ্যা হইতে তাম্রশাসনের উপরি উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কি জানি কি মতলবে গোত্রটা চাপা দিয়াছেন।

উক্ত শাসন পত্রের আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠক বুঝিবেন উহারা কোন জাতীয় ছিলেন।

মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ চন্দ্রদেবঃ কুশলী শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্ত্যন্তঃপাতি-নান্য মণ্ডলে নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাঠক ভূমৌ * * * * * * * * * * * * বথোপরি, লিখিতা ভূমিরিয়ং * * * * * * * * সমস্ত রাজ ভোগ—কর—হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা। শখল্য (শাণ্ডিল্য) স্য (স) গোত্রায় ঋষিপ্রবরায় মক্কর গুপ্তস্য প্রপৌত্রায়

বরাহ গুপ্তস্য পৌত্রায় সুমঙ্গল গুপ্তস্য পুত্রায় শান্তিবারিক শ্রীপীতবাসগুপ্ত শর্ম্মণে। বিধিবদুদক পূর্ব্বকং কৃত্বা * * * * তাম্রশাসনী কৃত্বা প্রদত্তা ঽস্মাভিঃ।

সাহিত্য ১৩২০ সন ৪০৩ পৃষ্ঠা।

এই তাম্র শাসনে পরিদৃষ্ট হয় যে মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ চন্দ্রদেব মঙ্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র শান্তি বারিক পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে যথাবিধি উদকস্পর্শ পূর্ব্বক পৌণ্ড্র ভুক্তির অন্তঃপাতি নান্যমণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক পরিমিত ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মা কোন্ জাতীয় ছিলেন। তিনি যে ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন, তাহা তাঁহার শর্ম্মা উপাধি দ্বারাই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। গুপ্ত তাঁহার কৌলিক উপাধি। পীতবাসের শাণ্ডিল্য গোত্র ছিল এবং তাঁহার তিন ঋষির (মূলে ত্রর্ষি) প্রবর ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রের তিন প্রবর যথা শাণ্ডিল্যাসিত দেবলাঃ।

এখন দেখা যাউক **গুপ্ত বৈদ্যের** শাণ্ডিল্য গোত্র আছে কিনা।

বৈদ্য কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় দাস গুপ্তবংশের তিন গোত্র বর্ণনা করিয়াছেন যথা :—

গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

গুপ্তবৈদ্যের তিন গোত্র— কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

গুপ্ত বৈদ্যের শাণ্ডিল্য গোত্র নাই, কাজেই উল্লিখিত পীতবাস শাণ্ডিল্য গোত্রীয় খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৈদ্য জাতীয় নহেন। গুপ্ত বৈদ্যদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র নাই।

বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মার দুটী পুঁজি ছিল, তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইল। বৈঃ প্রঃ অপব্যাখ্যা বৈদ্য গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবার আর অপব্যাখ্যা নহে, ধোঁকা দিয়া মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস!

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়, যিনি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তিনি, লিখিয়াছেন, "তাম্রশাসন সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা [স্বহস্ত—কাল—সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্] তাম্র শাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন তারিখ সংযুক্ত করিবেন; কিন্তু তাম্র শাসনে সন তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা কোনও কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে।"

সাহিত্য ১৩২০, ২৯৫ পৃঃ।

"কাল প্রভাবে তাম্রফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া যদুনাথ (ইহার পিতা জগবন্ধু বণিক্য রামপালের কোন মুসলমান হইতে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তাম্র-দ্রাবক অর্থাৎ Nitric acid, প্রয়োগ পূর্ব্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থলের অক্ষর বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।" (১৩২০ সাহিত্য পৃঃ ২৯৪।) আমি বৈদ্য বইর প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলাম "এই তাম্র শাসন যে জাল নহে এবং পাঠ যে শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহারই বা প্রমাণ কি?"

এই মন্তব্য সঙ্গত কিনা পাঠকগণ তাহা রাধা গোবিন্দ বসাক মহাশয়ের উদ্ধৃত বাক্যাবলী দ্বারা স্থির করিবেন। (১)

বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তাঁহারা ও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কখনও ব্রাহ্মণের জাত্যুচিত শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করেন নাই; বৈশ্যের ভূতি (২) বাচক উপাধিই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য আজকালকার কথা পৃথক, এখন ত শর্ম্মা, চৌবে, দোবে, মিশ্রের ছড়াছড়ি। যাহার যাহা ইচ্ছা লিখিলেই হইল।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে উপাধি দুই প্রকার—কৌলিক ও বর্ণোচিত।

চতুর্ভুজ, ভরত মল্লিক ও কবিকণ্ঠহার নিম্নলিখিত কৌলিক পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত, নাগ, আদিত্য ও ইন্দ্র। বর্ত্তমান সময়ে রাজ, নাগ, ইন্দ্র ও আদিত্য পদ্ধতি দেখা যায় না; ইহাঁরা বৈদ্যকুলে বিশেষ খ্যাত ছিলেন না। বর্ত্তমান যুগের রায়, চৌধুরী, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি উপাধির ন্যায় সেন, দাস, গুপ্ত, ধর, কর, দত্ত, নন্দী, দেব প্রভৃতি উপাধি বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। আবার কোন কোন দেশের লোকেরা এই সকল পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণের গৌড়ে আগমনের পূর্ব্বে কি পদ্ধতি ছিল তাহা

---

(১) আমার এই মন্তব্য প্রকাশের জন্য সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন আমার "পাগলামী" বলিয়াছিলেন।

(২) গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ। ব্যাস।

জানিবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণ গণের মধ্যেও ধর, কর, নন্দী, গুপ্ত, সেন, দত্ত প্রভৃতি কৌলিক উপাধি ছিল এবং এখনও স্থান বিশেষে আছে। একই কৌলিক পদ্ধতি নানাজাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু রাজগণের সময় অনেক পদ্ধতি রাজকীয় উপাধি রূপে ব্যক্তি বিশেষে প্রদত্ত হইত। সেন, সিংহ, শূর, সামন্ত উপাধি বীরত্ব বোধক বিধায় কালে অনেক যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ ঐ সকল উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিতে একই উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বারভাঙ্গার ব্রাহ্মণ বংশীয় মহারাজার ও সুশুঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজগণের সিংহ উপাধি রহিয়াছে। ৺বসন্ত কুমার সেন বৈদ্য জাতির ইতিহাসে লিখিয়াছিলেন যে, গয়ার একজন ব্রাহ্মণ উকিল যুগপৎ সেন সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন। বঙ্গদেশে সেন, দেব, ধর, কর, সিংহ, রক্ষিত, কুণ্ড, সোম, রাজ, নাগ, নন্দী, দত্ত উপাধি কায়স্থগণের মধ্যে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কাজেই এই সকল উপাধি দৃষ্টে কে কোন্ জাতীয় লোক তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। স্বর্ণ বণিকের মধ্যে চন্দ্র, দত্ত, দে, সেন প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত আছে।

সেন, ধর, কর, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি যে সকল ব্রাহ্মণের আছে, তাহারা সেন শর্ম্মা, ধর শর্ম্মা, কর শর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া ঐরূপ উপাধিধারী বৈদ্য, কায়স্থ ও স্বর্ণবণিকগণ তাহাদের দায়াদ এবং তাহাদেরও ঐরূপ শর্ম্মা ব্যবহার করিবার অধিকার আছে ইহা বলা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইবে।

বৈঃ প্রঃ উৎকলের ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত কারিকা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

কর শর্ম্মা ভরদ্বাজো ধর শর্ম্মা পরাশর (পাঠান্তর কৌশিকঃ)।

মৌদ্গল্যো দাশ শর্ম্মা চ গুপ্ত শর্ম্মা চ কাশ্যপঃ ॥
ধন্বন্তরি সেন শর্ম্মা দত্ত শর্ম্মা চ কৌশিকঃ ॥

এই কারিকার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। কেবল কুলগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ভীম সেন মহাপাত্র আমাকে যে সকল গোত্র ও পদবীর তালিকা দিয়াছেন তাহাতে ধন্বন্তরি গোত্র কি সেন, দত্ত গুপ্ত প্রভৃতি পদবীর উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরি গোত্রের ব্রাহ্মণ ঐ দেশে নাই। লাল মোহন বিদ্যানিধি তাহার নির্ণয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণের যে কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই :—

কর শর্ম্মা ভরদ্বাজো ধর শর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথ শর্ম্মা চ নন্দ শর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দাশ শর্ম্মা চ পতি শর্ম্মা চ মুদ্গলঃ ॥

নানা দেশে নানা প্রকার পদ্ধতি ও গোত্র প্রচলিত আছে। বসন্ত কুমার সেন বৈদ্য জাতির ইতিহাসে বাকুড়া, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ধন্বন্তরি গোত্রের সেন বংশীয় কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

সেন উপাধিক গয়ালী পাণ্ডাগণের গৌতম গোত্র এবং গুপ্ত্ উপাধিক গয়ালীগণের কন্বগোত্র। বঙ্গীয় সেন উপাধি ধারী বৈদ্যগণের আট গোত্র(১) গৌতম গোত্র নাই। বঙ্গীয় গুপ্ত বৈদ্যগণের ২ গোত্র। কন্ব গোত্র নাই। কৌলিক গুপ্ত উপাধি অনেক জাতির মধ্যে আছে। মহারাজ অশোকের প্রখ্যাতনামা গুরু উপগুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন। (৩) ত্রিকলিঙ্গাধিপতি শিবগুপ্ত ও তৎপুত্র মহাভব গুপ্ত হীন জাতির শবর ছিলেন। (৪)

(১) ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আদ্য, মৌদগল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, অঙ্গিরস
(২) কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।
(৩) (৪) বিশ্বকোষ।

গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ তাহাদের বংশ প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের নামানুসারে কৌলিক পদবী স্বরূপে গুপ্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। (১) চন্দ্রদেবের শাসন পত্রের লিখিত পীতবাস গুপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। কৌলিক পদবী ও গোত্র দ্বারা জাতি নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

ব্রাহ্মণের জাতিবোধক উপাধি শর্ম্মা, বৈশ্যের ও বৈদ্যের গুপ্ত এবং শূদ্রের দাস। নামের অন্তে ঐ সকল জাতি বাচক উপাধি না দেখিলে কে কোন্ জাতি বলা যায় না। বৈদ্যগণ চিরকাল তাহাদের কৌলিক উপাধির শেষে জাত্যুক্ত গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সকল বৈদ্য সকল সময় জাত্যুক্ত পদবী ব্যবহার করেন না সত্য, কিন্তু দৈব ও পৈত্রা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বৈদ্যগণ সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত, দত্ত গুপ্ত ইত্যাদি উপাধি উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্ম ক্রিয়ায় সংকল্প ও বিবাহে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন ইহা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত সত্য।

এখন বৈদ্যপ্রবোধনী ও তাহার অনুগামী লোকগণ বলিতেছেন যে আমরা মাত্র ৫০।৬০ বৎসর হইতে গুপ্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা যে মিথ্যা তাহা মহারাজ রাজবল্লভের সম্পাদিত ১১৬৫ বাঃ সনের দানপত্র দৃষ্টে বুঝা যাইবে। এই দানপত্র ১৩১১ সনে শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্তের রাজবল্লভের জীবনীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কোন জাত্যুক্ত উপাধি ব্যবহার করিতাম তাহা তাঁহারা বলেন না।

(১) পৃথিবীর ইতিহাস অষ্টম খণ্ড ১৪৭।১৪৮ পৃঃ। চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় লিচ্ছবি রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ ও বৈশ্য ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের পক্ষে শর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করা অশাস্ত্রীয় হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শর্ম্মা উপাধিতে আমাদের ন্যায্য দাবী থাকিলে এতকাল তাহা পরিত্যক্ত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। অনভিজ্ঞতাই কারণ, ইহা বলা যাইতে পারেনা, কারণ বৈদ্যদিগের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। কাজেই শর্ম্মা উপাধিতে আমাদের ন্যায়তঃ কোন অধিকার নাই। এই উপাধি-ব্যবহারের আন্দোলন শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজে আর একটী দলাদলি বাধাইবার প্রচেষ্টা মাত্র। কাল মাহাত্ম্যে কোন বর্ণই এখন স্বাধিকারে সন্তুষ্ট নহেন; সকলেরই উচ্চ বর্ণ হইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। বঙ্গদেশের বৈদ্যগণের দ্বিতীয় স্থান (১) ও ব্রাহ্মণোচিত অনেক অধিকার রহিয়াছে। সংস্কৃত কলেজে যখন অন্য জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না, তখনও বৈদ্য জাতির অধ্যয়নের কোন বাধা ছিল না! যতদিন বৈদ্যসমাজে সাধন ভজন ছিল ততদিন কেহ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে অন্তরায় মনে করেন নাই। রাম প্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য সাধক বৈদ্য সমাজে ছিলেন। সাধন মার্গে ও মন্ত্র শাস্ত্রে আমাদের যথেষ্ট অধিকার ছিল। এখন ঝগড়া হইতেছে ২টী বিষয় নিয়া। (১) দশাহ অশৌচ (২) শর্ম্মোপাধি। কৈ সেকালে আমাদের পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই দুইটী বিষয়ে ত কোন বাধা হয় নাই? সমস্ত প্রকার সাধন ভজনে আমাদের অধিকার রহিয়াছে। আমাদের সাবিত্রী দীক্ষা প্রচলিত আছে, বেদ অধ্যয়নে আমাদের অধিকার আছে। দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রণব ইত্যাদিতে অধিকার রহিয়াছে। তবে এ কলহ কেন? আর পিতৃ পিতামহের আচরিত পথ পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা কোথায়?

(১) পরিশিষ্টে রিজ্‌লী সাহেবের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

বৈদ্য প্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন—

পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন **তাহা যদি সৎপথ হয় তবে** সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না। বৈদ্যের বৈশ্যাচার যখন কদাচার বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে তখন পিতা পিতামহ তাহা পালন করিলেও তাহার পরিবর্ত্তনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

অসহযোগ প্রবর্ত্তনের সময় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়াছিল, ১৬ বৎসর বয়সের পরে পিতা মাতার কথা শুনার কোন প্রয়োজন নাই, বিবেক মত কাজ করিবে। "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ।" এই শ্লোকের এইরূপ অর্থই প্রচারিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা কত যুবক কুপথে চালিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এখন আবার ভগবান্ মনুর উক্তরূপ ব্যাখ্যা হইতেছে। টীকাকার কিন্তু ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"বহুবিধশাস্ত্রার্থসম্ভবেপিতৃপিতামহাদ্যনুষ্ঠিতএবশাস্ত্রার্থোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে নাধর্ম্মেণ হিংস্যতে॥"

শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে পিতৃপিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান করিবে। তাহা করিলে অধর্ম্ম করা হইবেনা অর্থাৎ পাপভাগী হইতে হইবে না। ইহার মধ্যে যদি নাই। **পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন তাহাই সৎপথ।**

উপসংহার।

(১) বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ (বৈশ্য) বর্ণ। "একতর ব্রাহ্মণ" নহে।

(২) বৈদ্যগণ নিকৃষ্ট চিকিৎসক ব্রাহ্মণ নহে।

(৩) বৈদ্যগণের সংস্কার বৈশ্যানুরূপ।

(৪) বৈদ্যগণের প্রকৃত সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশাহ। একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা শাস্ত্র বিগর্হিত এবং তাহাতে পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচনের ব্যাঘাত ঘটিবে।

(৫) বৈদ্যগণের উপাধি গুপ্ত, শর্ম্মা নহে। ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারানুমোদিত।

(৬) সমাজে বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নে এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্যের নমস্য।

সম্পূর্ণ।



পরিশিষ্ট।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভনিমন্ত্রিত মহারাষ্ট্রাদি নানাদিগ্‌ দেশায়পণ্ডিতৈর্ব্যবস্থাপত্রিকা।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদে জাতঃ পারশবোঽপবেতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্তঃ। তথাহুরুক্তবচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াং— যত্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, এবং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্যএব ইত্যাদি শঙ্খস্মরণাৎ তৎক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং নতু ক্ষত্রিয়াদি জাতিপ্রাপ্ত্যর্থং। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুক্তেরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অত্রচ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনামিত্যাদি পদাৎ পারশবস্য তত্তৎসংস্কারপ্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধমাহ, মনুঃ—"স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ।" অন্যচ্চ বিপ্রাদিত্যাদি বচনব্যাখ্যানে দীপকলিকায়াং বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়ামূঢ়ায়াং মূর্দ্ধাবসিক্তঃ, বিপ্রাদূঢ়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়ামম্বষ্ঠঃ এবং শূদ্রায়াং নিষাদঃ, অনূঢ়ায়াং তস্যাং পারশবঃ। পারশব ইতি সংজ্ঞান্তরং বিশিষ্টসংস্কারানধিকারার্থং এতেন মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানামেব সংস্কারঃ। পুনরপি মনুঃ—"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা। তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কারমর্হতি।" কুল্লুকভট্টো যথা—শোভনং বীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাৎ দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়ামানুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্জাতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ সর্ব্বমর্হতি নচ পারশবচণ্ডালাদিভিঃ; অত্রার্য্যপদং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপরং। এতেনাম্বষ্ঠানামুপনয়নাদি সংস্কার ইতি মনুনা মুক্তকণ্ঠেনোক্তং।

যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতা স্তেষামাপস্তম্বোক্তঃ—যস্য পিতাপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাংতস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহা দেনানুস্মরণং তস্য ষড় বার্ষিকং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যাজ্ঞবল্ক্য তৃতীয়াধ্যায় মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেণ। শ্রীমদ্বল্লালাত্ত্বম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণমপ্যস্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিদ্দূরীকৃতং কেষাঞ্চিদদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ। কড়ইধাত্রী গ্রাম নিবাসিনাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোক দর্শনেন চ! অনুপনীতাম্বষ্ঠ-জাতানামনুপনীতাম্বষ্ঠানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মক সংস্কারস্মরণেন ব্রাত্যাতিপাতক ক্ষয়ার্থিনাং ষড়বার্ষিক ব্রতাদ্যাচরণাশক্তেনবতি ধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং তদশক্তৌ আঢ্যানাংপঞ্চদশাধিক চতুঃশতকার্ষাপণী মধ্যানান্তু সপ্তত্যধিকশতদ্বয়কার্ষাপণী, দরিদ্রাণাঞ্চ নবতি কার্ষাপণী দেয়েতি। তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি। **উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎসন্ততীনাঞ্চ বৈশ্যবদ-শৌচাদ্যাচরণং তেষাঞ্চ সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চ-দশাহমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।** পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্ঠসূত্রাদ্যনুসারেণ পতিতসাবিত্রীকেণ উদ্দালক-ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ আঢ্যেন চতুঃপণাধিকাষ্টচত্বারিংশৎকার্ষাপণী মধ্যেন দ্বাদশপণাধিকসপ্তবিংশতিকার্ষাপণী, দরিদ্রেণ চ চতুঃপণাধিক নবকার্ষ্যপণী দেয়েতি। তেষাং তদনন্তরমুপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। (১)

(১) "ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভ জাত সন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ ও পারশব নামে খ্যাত।" যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদপ্রভৃতির যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত

এই ব্যবস্থা পত্রে মহারাষ্ট্র, কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, দ্রাবিড়, শ্রীক্ষেত্র, বীরভূম, সেনভূমি, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের ১২৬ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল।

অম্বষ্ঠাচার ধৃত ব্যবস্থা—

অথ নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতৈর্ব্যবস্থা পত্রিকা।

কৃতোপনয়নামম্বষ্ঠাদীনাং প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রেণাপি বিষ্ণুঃ পূজনীয় ইতি অম্বষ্ঠঃ শূদ্রস্য নমস্যশ্চেতি চ বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অশৌচ ব্যবস্থা (অম্বষ্ঠ দীপিকা উদ্ধৃত)

উপনীতোম্বষ্ঠেন সপিণ্ডজনন সম্পূর্ণাশৌচ জনন যোগ্যোপনীতোপনীত সপিণ্ড মরণাশৌচং **পঞ্চদশ রাত্র** মেব ব্যবহার্য্য ইতি ব্যবস্থা।

অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভা হইতে নীত পাতি। বহু পুরুষানুক্রমেণ উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ জনিত পাপ ক্ষয়কামা গঙ্গাভক্তাঃ পাপকর্ম্মরতভিন্না-

হইয়াছে। মিতাক্ষরায় ঐ বচনের সেইরূপ ব্যাখ্যাই উক্ত হইয়াছে। শঙ্খ লিখিত গ্রন্থে যে লিখিত আছে, "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাতে জাত সন্তান বৈশ্য" ইহা কেবল তাহাদের ধর্ম্মপ্রাপ্তি-সূচক, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বসূচক নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় উপনয়ন, দণ্ড, অজিন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি সংস্কার কর্ত্তব্য। এ স্থলে মূর্দ্ধাবসিক্তাদির 'আদি' পদদ্বারা পারশব জাতিরও ঐ সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন স্মৃতি অনুসারে ঐ জাতি 'পারয়ন' অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও 'শব' (মৃত)। অন্যত্র দীপকলিকা নামক গ্রন্থে 'বিপ্রাৎ' ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বিধি পূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যা পত্নীতে অম্বষ্ঠ, বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত শূদ্রা পত্নীতে নিষাদ এবং অবিবাহিতা শূদ্রা রমণীতে পারশবের উৎপত্তি হইয়াছে। 'পারশব' এই পৃথক্ সংজ্ঞাদ্বারা বিশিষ্ট সংস্কারের অনধিকারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতদ্বারা মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং নিষাদজাতি-ত্রয়ের সংস্কার প্রমাণিত হইতেছে। মনু পুনরায় বলিয়াছেন, সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপিত

অম্বষ্ঠাস্তৎ পাপক্ষয়ায় গঙ্গাস্নানং কৃত্বা উপনয়নার্হাভবন্তি উপনয়নান্তরঞ্চ তাদৃশানাং সপিণ্ডাদি জনন-মরণয়োঃ **পঞ্চ দশাহাদ্য** শৌচমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

৺ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত বল্লাল-মোহ-মুদ্গর (জাতিতত্ত্ব বারিধি দ্বিতীয় ভাগ) পৃষ্ঠা ৬৩

শ্রীশ্রীহরি-শরণম্

বহু মান্যস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত

সমীপে—

মাননীয় মহাশয়!

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে আমরা বল্লাল সেনের জ্ঞাতি কিনা? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ বলিতেন

হইলে যেমন উত্তম ফল প্রসব করে, তেমন আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তান সমস্ত সংস্কার পাইতে অধিকারী হয়। কুল্লুকভট্ট বলেন, যেমন সুন্দর বীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত হইলে সমৃদ্ধিশালী হয়, তদ্রূপ দ্বিজ হইতে অনুলোমক্রমে অসবর্ণ দ্বিজাস্ত্রীতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতীয় সর্ব্বপ্রকার সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে লিখিত আছে। কিন্তু চণ্ডাল ও পারশব জাতির ঐরূপ সংস্কার পাওয়ার কথা তথায় লিখিত নাই। এই স্থলে 'আর্য্য' এই পদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিত্রয়কে বুঝাইতেছে। এতদ্বারা অম্বষ্ঠ জাতির উপনয়নাদি সংস্কার মনু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পিতৃপুরুষ হইতে অনুপবীত, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—যাঁহাদের পিতৃপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপবীত, তাঁহাদের ছয় বৎসর কাল ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মচর্য্য করা বিধেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের তৃতীয় অধ্যায় এবং মিতাক্ষরাদি প্রমাণানুসারেও ইহা সমর্থিত হইতেছে। শ্রীমদ্বল্লালাদি অম্বষ্ঠদিগের যে যজ্ঞোপবীত ছিল, তাহা লোকে বলিয়া আসিতেছে। ইহা যে প্রকৃত কথা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে পুত্র লক্ষ্মণের সহিত বল্লালের লৌকিক বিরোধ উপস্থিত হইলে কোনও কোনও অম্বষ্ঠসন্তানের যজ্ঞোপবীত লক্ষ্মণসেন কর্তৃক দূরীকৃত হয় এবং

যে আমরা তাঁহার বংশধর এবং আমাদের বংশের বর্ত্তমান প্রাচীন মহোদয়-গণও এই বাক্যের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের অনুসন্ধানেও ইহা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাদেরও ইহাই বাল্যাভিজ্ঞতা।

ইতি—

আজ্ঞাধীন—

শ্রীদ্বারকানাথ সেনগুপ্ত, কবিরাজ।

শ্রীমহেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, শিক্ষক,
ইছাপুর হাই স্কুল।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত, শিক্ষক।

শ্রীকামিনী কুমার সেনগুপ্ত, ডাক্তার।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার সেনগুপ্ত, হেডক্লার্ক।

মালপদিয়া ১৩১০ সন
২৭শে জ্যৈষ্ঠ বিক্রমপুর।

কোনও কোনও অম্বষ্ঠের পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে অদ্যাপি উপনয়ন প্রচলিত আছে। আমরা এখনও দেখিতে পাই যে কড়ৎ ও ধাত্রী প্রভৃতি গ্রামনিবাসী অম্বষ্ঠদিগের যজ্ঞোপবীতাদি প্রচলিত রহিয়াছে। অনুপবীত অম্বষ্ঠ হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত অনুপনীত অম্বষ্ঠের প্রপিতামহের অনুপনয়ন হেতু ব্রাত্যদোষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ষড়্বার্ষিক ব্রতাদি আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাদের নবতিসংখ্য ধেনু দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; যাঁহারা ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম তাঁহারা ধনবান্ হইলে চারিশত পঞ্চাশ কাহন, মধ্যবিত্ত হইলে দুইশত সত্তর কাহন এবং দরিদ্র হইলে নব্বই কাহন কড়ি দান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইলে যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার করিতে হইবে। উপবীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তানসন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদি আচরণ করিবেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী। ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত। বশিষ্ঠ বলেন, পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তির উদ্দালকব্রত আচরণীয়। যাঁহারা এই ব্রত আচরণ করিতে অশক্ত, তাঁহারা ধনবান্ হইলে ছয়চল্লিশ কাহন চারিপণ, মধ্যবিত্ত হইলে সাতাইশ কাহন বারপণ এবং দরিদ্র হইলে নয় কাহন চারিপণ কড়ি দান করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিবেন। ইহাই পণ্ডিতমণ্ডলীর মত। (রসিক লাল গুপ্ত প্রণীত "রাজবল্লভ")

বৈদ্য প্রবোধনীতে যে কয়জন অধ্যাপকের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বঙ্গের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শিরোমণি" শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কাশী বাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছেন—* * * * এক সময় আমার অত্যন্ত অসুখ অবস্থায় আমি শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় আমার কোন বিষয় পর্য্যালোচনা বা প্রণিধান করিবার শক্তি একেবারেই ছিল না। সেই অবসরে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের কয়েকটি ছাত্র আমার অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিত এবং প্রত্যেক দিনই আমাকে (১খানি পত্র লিখিয়া আনিয়া) সহি করিবার জন্য জিদ করিত। এইরূপ করায় আমি তাহাদের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া সহি করিয়াছিলাম। তাহাতে যে কি লেখা ছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কারণ আমার সাধারণতঃ দৃষ্টি শক্তির অভাবে দেখিবার শক্তিও আমার ছিল না। ইতি—

১৩৩৩।২৫ বৈশাখ,
৫ নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার।

শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

BAIDYA.

(H. H. Risley, C. I. E.)

Baidya, *Vaidya* (from Sanskrit *vid*, to know) *Ambastha*, *Bhisak*, *Chikitsak*, a well-known and highly respected caste, found only in Bengal Proper, whose features and complexion seem to warrant their claim to tolerably pure Aryan descent. There has been much controversy regarding their origin. The name Vaidya does not occur in Manu, but the Ambasthas are there said to be the offspring of a Brahman father and a Vaisya mother, and their professsion to be the practice of medi-

the father being of higher caste than the mother.

* * * *

The Baidyas are now divided into the followig four sub-castes :—(1) Rarhi, (2) Banga, (3) Barendra, (4) Panchakoti, according to the parts of Bengal in which their ancestors resided. All of these are endogamous. A fifth endogamous group, which, however, bears no distinctive name, comprises those Baidya families of the districts of Sylhet, Chittagong, and Tipperah who intermarry with Kayasths and Sunris, the children in each case following the caste of the father. This practice appears to be the only modern instance of intermarriage between members of different castes. It is said to have arisen from the reluctance of the Baidyas farther west to give their daughters to men who had settled in the country east of the Brahmaputra. Failing women of their own caste, the latter were compelled not only to marry the daughters of Kyasths, but to give their own daughters in return. This interchange of women is said to extend even to the comparatively degraded caste of Sunri, and it may be for this reason that the Chittagong, Tipperah, and Sylhet Baidyas are cut off from community of food with the other Sub-castes.

The evidence of inscriptions show that a dynasty of Baidya kings ruled over at least a portion of Bengal from 1010 to 1200 A.D. To the most famous of these, Ballal Sen, is ascribed the separation of the Baidyas into two

divisions, one of which wore the sacred thread and observed fifteen days as the prescribed period of mourning, while with the other investiture with the thread was optional and mourning lasted for a month. Before his time, it is said, all Baidyas formed a single group, the members of which intermarried with one another, as all were equal in rank. All wore the thread and observed the term of mourning characteristic of the Vaisyas. Ballal Sen, however, insisted on marrying a ferryman's daughter, named Padmavati, of the Patni or Dom-Patni caste. His son, Lakshan Sen, followed by a majority of the caste, protested against the legality of the marriage, and, finding their remonstrances unheeded, tore off the sacred cord which all Baidyas then wore, and retired into a distant part of the country. These were the ancestors of the Banga and Barendra sub-castes of the present day, while the Rarhi Baidyas represent the remnant who condoned Ballal Sen's offence.

....

The religion of the Baidyas is that of the orthodox high caste Hindu. All old Baidya families are Sakti worshippers.........................Brahmins are employed for religious and ceremonial purposes;..............................
The practice of medicine, according to the traditional Hindu method, was no doubt the original profession of the Baidya caste...
Certain passages of the Shastras regard the taking of medicine from a Baidya as a sort of sacramental act, and forbid resort to any one not of that caste, so that some orthodox Hindus when at the point of death call in a

Baidya to prescribe for them in the belief that by swallowing the drugs he orders for them they obtain absolution for their sins.......................................

....

In point of social standing, Baidyas rank next to Brahmans and above Kayastha..............................
There has been some controversy between Baidyas and Kayasthas regarding their relative rank. Putting aside the manifest futility of the discussion, we may fairly sum it up by saying that in point of general culture there is probably little to choose between the two castes and that the Baidyas have distinctly the best of the technical claim to precedence..

....

Baidyas eat boiled rice and food coming under that category only with members of their own caste. They will drink and smoke with the Nava-Sakha and with castes ranking higher than that group, but will not use the same drinking vessel or the same *huka*. Brahmans will eat sweetmeats in a Baidya's house, and will drink and smoke in their company, subject to the restriction noticed in last sentence as to not using the same vessel or pipe.

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত।

শ্রীকালী শরণং।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহোদয় প্রণীত "বৈদ্য" নামক পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া এবং সেন মহাশয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় বুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। অনেক বৈদ্য সন্তান কতিপয়......কুহকে অন্ধ হইয়া পুরুষ পরম্পরা অনুষ্ঠিত পথ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেন মহাশয়ের প্রণীত পুস্তিকা দ্বারায় ঐ সকল অন্ধের চক্ষুরুন্মীলিত হইলে তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে এবং দেশেরও মহোপকার সাধিত হইবে। অতএব সেন মহাশয় অস্মদাদির আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র। সেন মহাশয় যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের উদ্ভব করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে "বৈদ্য প্রবোধনী" পুস্তিকার সমালোচনায় এ বিষয়ে বহু যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছি। তদপেক্ষা অধিক প্রমাণ সেন মহাশয়ের পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মতে বৈদ্য জাতীয় যে ব্রাহ্মণ নহে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য বর্ণ, ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব তাঁহাদের পঞ্চদশাহাশৌচ পালন, ষোড়শাহে প্রেতীভূত পিত্রাদির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার বৈপরীত্য হইলে তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদের পিতৃগণ চিরকাল প্রেতলোকে বাস করিবেন। অতএব যাঁহারা......কুহকে পড়িয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃষ্ণৈকাদশীতে ঐ শ্রাদ্ধ পুনরনুষ্ঠেয়। যে সকল অম্বষ্ঠের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে যে আমরা ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য? আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা সেন মহাশয় প্রণীত বৈদ্য নামক

পুস্তক পাঠ করুন, তাহা হইলে ঐ সংশয়ের অপনোদন হইবে। ইত্যলমধিকেন। ১৩৩৩ সন, ২৫শে পৌষ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপ।

শ্রীরামকণ্ঠ তর্কব্যাকরণ তীর্থ, নবদ্বীপ।

শ্রীক্ষিতিকণ্ঠ স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ তর্করত্ন।

শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ ন্যায় পঞ্চানন তর্কতীর্থ (৺সর্ব্ববিদ্যা বংশীয়) নবদ্বীপ।

শ্রীদুর্গা শরণং।

দশাহাশৌচ প্রতিপালনকারী শর্ম্মা উপাধিধারী বৈদ্য-গণের এবং তাদৃশ বৈদ্য সংসর্গি ব্রাহ্মণগণের সংসর্গ প্রত্যবায়জনক কি না?

ইতি প্রশ্নে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রদত্ত

উত্তর।

বৈদ্য জাতীয়ানামম্বষ্ঠত্বেন বৈশ্যধর্ম্মিত্বাৎ বৈশ্যধর্ম্মিত্বেন পঞ্চদশাহা-শৌচ ভাগিত্বাচ্চ তৈঃ কৃতমেকাদশাহে প্রেতীভূত পিত্রাদিশ্রাদ্ধমসিদ্ধং, শ্রাদ্ধাসিদ্ধৌ তৎ পিত্রাদিনামাকল্পং প্রেতলোকে বাসোভবত্যেব স্বেচ্ছা-চারিত্বেন পতিতানামম্বষ্ঠানাং যাজনকারিণাং তদগৃহে ভোজনকারিণাঞ্চ পাতিত্যেন তদ্ব্রাহ্মণ সংসর্গিণোঽপি প্রত্যবায় ভাগিনো ভবিতুমর্হন্ত্যেবেতি বিদুষামপরামর্শঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাম্।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থদেবশর্ম্মণাং।

শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীযোগেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীরামকণ্ঠ তর্কতীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণাম্।

সর্ব্ব বিদ্যা শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ ন্যায় পঞ্চানন শর্ম্মণাং।

তর্কতীর্থোপাধিক শ্রীকৌমুদীকান্ত দেবশর্ম্মণাং।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ তর্করত্ন শর্ম্মণাম্।

শ্রীঅহিভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাং।

শ্রীশিতিকণ্ঠ স্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

ন্যায়রত্নোপাধিক শ্রীঅনিরুদ্ধ দেবশর্ম্মণাম্।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীরাম।

বৈদ্য—রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুরের আর একখানি পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় তিনি তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও শাস্ত্রচর্চ্চার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বৈদ্য হইয়া যে ধার্ম্মিকতা ও শাস্ত্রভক্তির উৎকর্ষে সত্যমত প্রচার করিয়া বহু সজাতির বিরাগভাজনতা শঙ্কায় অনুমাত্রও বিচলিত হন নাই, সেই উৎকর্ষ তাঁহাকে ধার্ম্মিক সমাজে প্রণম্য করিয়াছে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। বৈদ্য প্রবোধনী লেখকের অপব্যাখ্যাত উদ্ধৃত বচনাদির যে প্রকৃত ব্যাখ্যা তাহা সেন বাহাদুর অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * * *

উপবীত বৈদ্যগণ সম্বন্ধে যে আচার লিখিত হইয়াছে তাহা আমার অনুমোদিত।

রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুর প্রকৃতইধর্ম্মভূষণ। ১১ই মাঘ, ১৩৩৩

ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীরামোজয়ন্তি।

ভাটপাড়া,

২৪ পরগণা,

২২শে মাঘ।

আশীরাশি ভাজনাশেষ গুণভূষিত দোষজ্ঞবর রায় বাহাদুর
শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় সমীপেষু—

আপনার "বৈদ্য" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, প্রামাণিক নিবন্ধন গ্রন্থের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে আপনার আর্য্যধর্ম্মে নিষ্ঠা ও প্রমাদশূন্য শাস্ত্র-গবেষণা বুঝিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এ অপেক্ষা অধিক সন্তোষের বিষয় এই যে আপনি স্বয়ং বৈদ্য জাতি হইয়াও স্ব সমাজের বিরাগভাজনতাকে উপেক্ষা করতঃ জাতির যথার্থ সত্য আবিষ্কার করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেন।

বিবেচনা করি, এ সময় এই প্রকার গ্রন্থেরই প্রয়োজন বুঝিয়া আপনার পিতৃ পিতামহের পদানুসরণরূপ ধর্ম্মই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সুপথে চালিত করিয়াছেন, এই জন্যই এই গ্রন্থ অসাধারণ হইয়াছে। ইহা যে কেবল বৈদ্য প্রবোধনীর চৈতন্য দিয়াছে তাহা নহে ইহা দ্বারা বৈদ্য জাতির যাথার্থ্যে অনভিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ প্রবোধ হইতেছে। আপনার প্রতি পরিতোষ কিরূপে বুঝাইব তবে করুণাময় ৺ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী রাখুন ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশেষ শাস্ত্রদর্শী
৺দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ ৺সর্ব্বানন্দ দেব কুলোৎপন্ন
নানাগ্রন্থ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় মহামহাধ্যাপক
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়
লিখিয়াছেন—

৺শ্রীশ্রীহরি শরণম্। ৺কাশী।
১১।১০।৩৩

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপয় :—

আশীর্ব্বাদভাজন কালীচরণ বাবু।

আপনার "বৈদ্য" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এই ধর্ম্ম বিপ্লবের সময়ে এই পুস্তকখানি দেশের মহোপকার সাধন করিবে—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ নহে—ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া আমি মনে করি, এবং ইহা প্রতিপাদনের জন্য আপনি এই পুস্তকে যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের উদ্ভব করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়া আমি মনে করি। যাহারা কেবলমাত্র ঔদ্ধত্যের বলে বলীয়ান্ তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বসন্ধানেচ্ছু তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে, তাঁহাদের সংশয় অপনোদন হইবে। এইরূপ গ্রন্থের বহু প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শুভার্থী—
শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় বেন্দা নিবাসী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

ঢাকা, দশমহাবিদ্যাশ্রম।
২৭।৯।৩৩

নিত্যাশীর্ব্বাদকঃ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র শর্ম্মণঃ

পরম মঙ্গলাস্পদেষু—

গতকল্য আশ্রমে পৌছিয়া আপনার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। কলিকাতায় ২টী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আবদ্ধ থাকায় অনবকাশ ছিল।

তাই এ পর্য্যন্ত বৈদ্য নামীয় পুস্তকখানির সম্বন্ধে মতামত লিখিতে পারি নাই। পুস্তকখানি ২।৩বার পাঠ করিয়াছি। কয়েকটি পণ্ডিতের সম্মুখে আলোচনা দ্বারা দেখিয়াছি যে গ্রন্থোদ্ধৃত প্রমাণগুলি যথার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের দ্বারা আন্দোলনটি অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তাহা সত্য। প্রবোধনীর লিখিত ভ্রমাত্মক অর্থগুলিরও প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ব্বোপরি মহারাজারাজবল্লভের যজ্ঞাদি সভায় সমগ্র বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রখানা অতি মূল্যবান হইয়াছে। সময়োপযোগী প্রতিবাদমূলক এইরূপ পুস্তকের আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় যশোহর বেন্দা নিবাসী সাধকপ্রবর শ্রীযুক্ত গুরুবিলাস ভট্টাচার্য্য সামধ্যায়ী, ব্যাকরণ সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ আগমাচার্য্য তর্কভূষণ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

শুভাশীর্ব্বাদকস্য শ্রীগুরুবিলাস দেব শর্ম্মণো বিজ্ঞাপনমিদম্—

তোমার প্রণীত 'বৈদ্য' নামক পুস্তকে শাস্ত্রীয় যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অম্বষ্ঠদিগকে বংশপরম্পরাগত পিতৃপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি এই 'বৈদ্য' পুস্তকের দ্বারা "বৈদ্য প্রবোধনীর" ভ্রম বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে বৈদ্য সন্তানগণ তাহাদের পিতৃপুরুষের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ-করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিতে ও নামের অন্তে "শর্ম্মা" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার বা নামের অন্তে "শর্ম্মা" লিখিবার অধিকার নাই। পরন্তু অশৌচের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি করায় তাহাদের অম্বষ্ঠ পিতৃপুরুষগণ লুপ্তপিণ্ডোদক হইয়া চিরকাল প্রেতলোকে বাস করিবে। বৈদ্যকুল পরম্পরাগত "গুপ্ত" উপাধি নামের অন্তে লেখাই সঙ্গত। অতএব এই "বৈদ্য" পুস্তক দেখিয়া "বৈদ্য প্রবোধনীর" ভ্রম সংশোধন করতঃ কোন বৈদ্য সন্তান যেন একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া পিতৃপুরুষগণকে নরকগামী না করে। এবং ঘোরতর সমাজবিপ্লব না ঘটায়। যে সব বৈদ্যেরা "বৈদ্য-প্রবোধনী" দেখিয়া বা অমূলক হুজুগে মাতিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে, তাহারা যেন কৃষ্ণ একাদশীতে বা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ তাহাদের অম্বষ্ঠ পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব পরিহার করে। অতিবিস্তারেণালমিতিশম্। ১৫ই মাঘ, ১৩৩৩।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত।

ওঁ

ভূগীলহাট।
২৮শে মাঘ।

পরমকল্যাণীয়াস্মৎ প্রতিপালকবরেষু,

আপনার বৈদ্য গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও শাস্ত্রসঙ্গত। বৈদ্যজাতি বৈশ্যবর্ণ, ইহাই আমার মত, এ বিষয়ে কাহারও অন্য মত হওয়া উচিত নহে। বৈদ্যজাতির পঞ্চদশাহ অশৌচ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা কুহকে পড়িয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন, তাঁহারা প্রেতগণকে নরকস্থ করা ভিন্ন কোন ফল দেখিতেছি না। আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত যোগীনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়দিগকে আপনার বৈদ্য পুস্তক খানি দেখাইয়াছিলাম তাহারাও গ্রন্থখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারাও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় স্বীকার করেন, বৈদ্য ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন না। আপনার লিখিত পুস্তকের দ্বারা বৈদ্য জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই—বিস্তরেনালং।

যশোহর জিলান্তঃপাতি ভূগীলহাট্ গ্রামবাস্তব্য—শ্রীতারাপদ দেবশর্ম্মা।

বরিশাল নিবাসী ময়মনসিংহের নানাশাস্ত্রদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

বৈদ্য—ধর্ম্মভূষণ শ্রীযুক্ত রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর প্রণীত।

আজকাল অনেকেই বর্ণোৎকর্ষতা লাভ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত, সমাজে ও শাস্ত্রে যাহাদের উচ্চাধিকার নাই জাত্যুৎকর্ষতা লাভ করিতে পারিলে তাহাদের লাভ আছে বটে, কিন্তু আমাদের অম্বষ্ঠ জাতির সে অবস্থা নহে। চিরদিনই আমাদের উপনয়নে ও বেদে ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার আছে। আমাদের ব্রাহ্মণ সাজিয়া কিছু মাত্র লাভ হইবে না, কেবল পরের দেখাদেখি ঘরের গৌরব নষ্ট করিতে হইবে। তথাপি অনেকে বৈদ্যকে মৌলিক ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত করিবার নিমিত্ত অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক বাহির করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া সেন মহাশয় বৈদ্য নামক যে পুস্তক বাহির করিয়াছেন তাহা অকাট্যযুক্তি প্রমাণে পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিপক্ষের সমস্ত কথারই প্রতিবাদ করিয়াছেন, বিপক্ষের পুস্তকের কোন কথারই যে সারবত্তা নাই, তাহা তিনি যুক্তি, প্রমাণ, দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈদ্য "ব্রাহ্মণগণ" "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংশঃ" ইত্যাদি স্থলে অগ্র পশ্চাৎ চাপা দিয়া মধ্য হইতে বচনের একটু অংশ বাহির করিয়া যেরূপ হাস্যজনক অর্থ করিয়াছেন এবং ভাষ্য টীকাদির বিরুদ্ধে মন্বাদি বচনের যেরূপ কদর্থ করা হইয়াছে, সেন মহাশয় সেই

সকল গুপ্ত কন্দি বাহির করিয়া সমাজকে যথার্থ অর্থ দেখাইয়া অতি সৎ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

* * * * *

সেন মহাশয় বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এই আজ্ঞাপত্রের (রাজা গণেশের] অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ যেরূপ অকথ্য গালাগালি দিয়া কোন কোন পুস্তক প্রচার করিতেছেন এবং সেন মহাশয়কে দ্বিচারিণী পুত্র বলিয়াও যথেষ্ট গালাগালি দিয়াছেন, ইহাতেও সেন মহাশয় ক্রুদ্ধ না হইয়া যেরূপ স্থির ধীরভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সেন মহাশয়ের ও তাঁহার পুস্তকের সমধিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব রক্ষা পাইয়াছে।

যাঁহারা বলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি জাতি, কতদিন অশৌচ তাহা বুঝিতেন না, আমাদের এখন জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে এই ভাবে পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া যাঁহারা নিজের প্রাধান্য লাভের জন্য লালায়িত এবং যাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম জানেন না অথচ সমাজের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তাঁহারা একবার সেন মহাশয়ের "বৈদ্য" পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন, তারপর যাহা ইচ্ছা করিবেন। আশা করি এই পুস্তক দেখিলে অনেকেরই আর হুজুগে মাতিবার বা জেদ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিবে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অনেক শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদ্যকুলতিলক শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত।

মহাশয়ের প্রেরিত বৈদ্য এবং বৈদ্য পরিশিষ্ট গ্রন্থ যথাকালেই প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ উহা পাঠ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি উহা বিশেষতঃ বৈদ্য পরিশিষ্ট পাঠ করিয়া অপার প্রীতি লাভ করিয়াছি। * * * * আপনার খণ্ডন মণ্ডনে পদে পদে ধীরতা উপলব্ধি করিয়াছি। যেরূপভাবে আপনি আক্রান্ত হইয়াছেন তাহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া উত্তর দেওয়া বড় শক্তির প্রয়োজন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। এ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা আপনি জাতি ধর্ম্ম রক্ষায় প্রয়াস পাইয়াছেন। * * * * আপনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু। * * * * ধর্ম্মনাশ ভয়ে আপনার এ প্রয়াস এজন্যও আপনি ধন্যবাদার্হ। * * * * সুচির কাল হইতে বৈদ্যজাতি পণ্ডিত সমাজে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * * পিত্রাদ্যাচারই আমার প্রতিপালনীয় সুতরাং অশৌচ সঙ্কোচের কথা মনে করিতে পারি নাই এবং ১৫ দিন অশৌচই পালনীয় স্থির রাখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে কর্ত্তারা কেহ শর্ম্মা উপাধি ধারণ করিয়াছেন এমন সংবাদও অবগত নহি সুতরাং শর্ম্মা উপাধি ধারণেও প্রবৃত্তি নাই। * * * * পরিশেষে নিবেদন আপনি যে প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। * * * * পূজনীয় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে বলিয়াছেন "ধার্ম্মিক সমাজ তাঁহাকে (আপনাকে) প্রণম্য করিয়াছেন" ইহা কম প্রতিষ্ঠার কথা নহে। আপনার এ জাতীয় গৌরবে আমিও গৌরবান্বিত। * * * * একটী বিশিষ্ট সভায় আমি বলিয়াছিলাম আসুন আমরা তিনজনে আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করি এবং ৫০টী

করিয়া বৈদ্যছেলের শিক্ষার ভার প্রত্যেকে লই। কিন্তু আমার সেই সকাতর নিবেদন রক্ষিত হয় নাই, আমি তাঁহাদের অবলম্বিত পথ জাতি হিতকর নহে মনে করিয়া পিছাইয়া পড়ি। * * * * আপনার এই পুস্তক পড়িয়া অনেকের সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। * * * *

নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্যামাদাস কবিরাজস্য।

শ্রীশ্রীদুর্গা

মহারাজ রাজবল্লভ বংশাবতংস

রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেনগুপ্ত মহাশয় প্রণীত "বৈদ্য", "বৈদ্য পরিশিষ্ট" এবং "নিবেদন" গ্রন্থ কয়েকখানি পাঠ করিয়া অন্ধকারে আলোক দেখিতেছি মনে হইতেছে। আজকাল বৈদ্যসমাজ যে প্রকারে নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর তাহা অকাট্য যুক্তিতর্কে খণ্ডন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস রায় বাহাদুর যেরূপ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা গ্রন্থ কয়েকখানি লিখিয়াছেন তাহার প্রতিকূলে বলিবার কিছু নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় না হউক প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন ইহার মধ্যে সংশয় নাই।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি রায়বাহাদুর সফলকাম হউন।

শ্রীযদুনাথ সেনগুপ্ত।

ঢাকা।

সাকরাইল (ময়মনসিংহ)।

———

শ্রীযুক্ত শশিকুমার দত্ত গুপ্ত কাব্যবিনোদ তর্কনিধি কবিরত্ন মহাশয়ের অভিমত।

মহাশয়ের সপরিশিষ্ট বৈদ্য বইখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের পূর্ব্বপুরুষানুসৃত "অম্বষ্ঠত্ব ধারণা" কোন পরিকল্পনা নহে "বাস্তবসত্য"। আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অতি সুন্দর রূপে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। আপনার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অসামান্য ধীরতা, সে জন্যই শাস্ত্রের সদর্থ নির্ণয়ে পথভ্রষ্ট হন নাই। * * * যে বৈদ্যসম্প্রদায় শাস্ত্রানুশীলনে সদাচারে ধর্ম্মপ্রাণতায় ও শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মে, সমাজের উচ্চতম স্তরে আসীন ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের গৌরব অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ৺ পঞ্চানন রায় কবিরত্ন, মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকা নাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন ও খ্যাতনামা প্রাচীন কবিরাজ ৺ গৌরী নাথ সেন মহাশয়গণ কলিকাতা "অম্বষ্ঠ সম্মিলনী" সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক সভ্য ছিলেন। ইঁহারা নিজকে অম্বষ্ঠ বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বৈদ্যকুলতিলক ৺ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ও অম্বষ্ঠোচিত পনর দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন। ইহা তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ময়মনসিংহের প্রখ্যাত প্রাচীনতম কবিরাজ ৺প্যারীমোহন সেন কবীন্দ্র মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি। * * *

যাঁহারা ধীর স্থির, এবং ধর্ম্ম ভীরু, কুলক্রমাগত ক্রিয়া কর্ম্মাদি পণ্ড করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা আপনার বৈদ্য বই পাঠ করিয়া সংশয় নিরসনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইবেন।

মঙ্গলময় ৺ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া আপনার কৃতিত্বে উচ্ছৃঙ্খল বৈদ্য জাতিকে প্রকৃতিস্থ করুন ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।

১৩৩৪। বাঙ্গলা, কর্ত্তিক
পোঃ কাঞ্চির হাট
গ্রাঃ মঙ্গন কান্দি, জিঃ নোয়াখালী

বিনয়াবনত—
শ্রীশশি কুমার দত্ত গুপ্ত।

বিক্রমপুর বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীহরি

শরণং।

ডুমকা

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়

স্বধর্ম্মপরাণেষু

আপনার "বৈদ্য" গ্রন্থ একাধিকবার পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আপনার ন্যায় স্বজাতি বৎসল স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি বহু শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া বৈদ্য গ্রন্থ মধ্যে যে সকল যুক্তি প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাই সমিচীন বলিয়া মনে করি। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুণ। ইতি—

কবিরাজ—

শ্রীবিজয় কুমার সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ।

বিক্রমপুর বেজগাঁও অশীতিপর বৃদ্ধ সুপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের অভিমত।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

বৈদ্যবংশাবতংশ সুপণ্ডিত

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের লিখিত "বৈদ্য" নামক পুস্তক বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।

ইনি এই পুস্তকে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বহু পরিশ্রম ও বহু গবেষণা পূর্ব্বক প্রামাণিক বচন সমূহ উদ্ধৃত করিয়া যেরূপে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ জাতির অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বিশেষ প্রশংসার্হ।

ভগবান মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণের পরিণীতা বৈশ্য জাতীয় স্ত্রীর গর্ভ সম্ভূত সন্তানদিগকে অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিষ্ণুসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনুলোম ক্রমে আর্য্য হইতে আর্য্যাতে উৎপন্ন দ্বিজাতি সন্তানদিগের (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য) অশৌচাদি আচারানুষ্ঠান মাতৃবংশের অনুরূপ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অম্বষ্ঠগণের আদি মাতামহ বৈশ্য জাতীয়, বৈশ্যগণের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জাতীয় উপাধি "গুপ্ত" এবং পঞ্চদশ দিবস অশৌচ প্রতিপাল্য। এমতাবস্থায় শাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠগণের আদি মাতামহ বংশের নির্দ্দিষ্ট পঞ্চদশাহ অশৌচ ও নামান্তে "গুপ্ত" উপাধি গ্রহণই শাস্ত্রসঙ্গত এবং জাতীয়ত্বের বিশিষ্ট পরিচায়ক।

এখন বিবেচ্য এই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ কি না?

বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ বংশীয় ইহা প্রতিপাদন করার নিমিত্তই রায় বাহাদুর বহু অনুসন্ধান ও বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বহু প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ্যে উহা প্রকাশ করিয়া সকলের সংশয় দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমি বিবেচনা করি যে তিনি তাহাতে যথেষ্ট সাফল্য লাভও করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ পুরুষানুক্রমে অম্বষ্ঠ বলিয়াই পরিচিত, ইহাঁরা কখনও "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" বা শর্ম্মান্ত উপাধি ধারণ করিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি এবং দশাহ অশৌচ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়াও কোন জনশ্রুতি নাই।

এমতাবস্থায় যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাসী ও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মে পিতৃপুরুষদিগের পারলৌকিক মুক্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিশ্বাসী তাঁহারা কদাচও লৌকিক উচ্চ সম্মান লাভ আকাঙ্ক্ষায় নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরা আচরিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে সম্মত হইতে পারেন না।

রায় বাহাদুর মহাশয় বহু পরিশ্রম ও বহু পর্য্যালোচনা করিয়া শাস্ত্রীয় প্রামাণিক বচন সহ এই পুস্তকে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির অভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ যেরূপ শাস্ত্রাভিজ্ঞতার ও সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বিশেষ প্রশংসার্হ।

আশা করি রায় বাহাদুরের লিখিত উক্ত বৈদ্য নামক পুস্তক পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের বঙ্গীয় বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ কি ব্রাহ্মণ এই সংশয় অপনোদিত হইবে। ইতি—

১৩৩৪ সাল
অগ্রহায়ণ
বেজগাঁও (বিক্রমপুর)

কবিরাজ—শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত
কবিরত্ন।

সত্যের অপলাপ।

সেনহাটী "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ" সম্মিলনীর সংবাদ দাতা ১৪ই অক্টোবরের তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এই পত্রপ্রেরক সম্বন্ধে যে অযথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি নচেৎ লোকের মনে একটী ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া যাইতে পারে যে আমি ভীত হইয়া বিচারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছি। আমি বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই এবং উহাদের সভায় যোগদান করিবার জন্য আমি সেনহাটী যাই নাই। বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের Conference এ কাহারো প্রতিবাদ শ্রবণ করেন না এবং ভোটের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। বরিশালের সভায় তাহাই হইয়াছে। উহারা আমার নিকট যে পত্র পাঠান তাহাতে লেখা ছিল "মহাশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ"। আমি ব্রাহ্মণত্বের কোন স্পর্দ্ধা করিনা, সুতরাং ঐ সভায় যোগদান করবার কোন কারণ ছিল না। আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মুন্সেফ মহাশয়ের ১১ই আশ্বিনের পত্রের উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ" কথাটা আমার নিকট অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয় কারণ যে বৈদ্য সে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, যে ব্রাহ্মণ সেও বৈদ্য হইতে পারে না। উহারা কাহারও প্রতিবাদ শ্রবণ করেন না। আপনারা যদি পৃথক সভা আহ্বান করেন তবে সেখানে গিয়া আমার বক্তব্য বলিতে পারি। তদুত্তরে তাঁহার পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ মহাশয় আমার নিকট তার করেন :—

Please come timely, many eager hearing you. Special meeting arranged. Wire arrival. Durgachaan.

আমি এই তার পাইয়া সেনহাটী যাই। ৯ই অক্টোবর একটী স্থূলকায় ভদ্রলোক সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত উপস্থিত হইয়া বলেন যে তাঁহাদের বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতিতে আমাকে কোন প্রতিবাদ করিতে দিবেন না। আমি delegate নহি, কাজেই আমার কিছু বলিবার অধিকার নাই এবং গণনাথ বাবু সেইদিনই দার্জিলিং যাইবেন; তাঁহাদের অনেক resolutions পাশ করিতে হইবে, তাঁহাদের সময় অতি

আমি সভার বাহিরে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি নাই এবং কোন বিচার সভা আহূত হইয়াছে কি হইবে বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু আমাকে কিছুই বলেন নাই বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে আমার কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা কোন সভা আহ্বান করিতে পারেন না। কালীবাবু যাইবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি সভায় যাইবেন কি? আমি তদুত্তরে বলিলাম আপনারা যখন আমাকে কিছু বলিতে দিবেন না তখন আমি সেখানে যাইব কেন? এইখানেই তাঁহার সহিত কথা শেষ হয়। বিকালে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত স্থানীয় স্কুল গৃহে আমার বক্তব্য শুনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও স্কুল গৃহ পাইলেন না। শুনিলাম স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ অনেকেই "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ"। সত্য ঘটনা এই, এখন সত্যের অপলাপ করিয়া কাগজে প্রকাশ করা হইয়াছে, আমি বিচার সভায় যাইব না বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম।

পরদিন সকাল বেলা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে আমার কথা শুনিতে কয়েক জন ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকজন নবপর্য্যায়ের শর্ম্মা আসিয়া গোলমাল করিয়া সভা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যার পর পুনরায় আসিবেন বলিয়া পরে আর আসিলেন না।

"বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ যখন ভোটের জোরে জাত বদলাইতেছে, তখন আমি গ্লানিকর পুস্তিকা রচনা করিয়াছি বলিয়া ভোটের দ্বারা তাঁহাদের resolution পাশ করা অতি সহজ। তাঁহারা শত সহস্র বৎসরের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ করিয়া ও যেখানে ঠেকিতেছেন সেখানেই শাস্ত্রবাক্য প্রক্ষিপ্ত বলিয়া "বৈদ্য ব্রাহ্মণ"গণ বামন-কবিরাজ সাজিতেছেন! কে বৈদ্য সমাজের গ্লানিকর কার্য্য করিতেছেন তাহা হিন্দুসমাজ বিচার করিবেন। "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ"গণ-ত আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিয়াই রাখিয়াছেন।

২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্য ভরত-মল্লিকের মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিজকে অম্বষ্ঠ বলিয়া ভট্টিককাব্যের টীকায় ও তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামক কুলজী গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছিলেন, আমি তাহাই সমর্থন করিতেছি। মিথ্যা হুজুগে আত্মবিসর্জ্জন করি নাই, ইহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীচরণ সেন গুপ্ত (রায় বাহাদুর)

১৬ই অক্টোবর ১৯২৭

সমাপ্ত।